শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং।

বৃহৎকূর্ম্ম পুরাণান্তর্গত।

দণ্ডিপর্ব্ব নামক গ্রন্থঃ।

বক্তা শ্রীশুকদেব গোস্বামি।

শ্রোতা পাণ্ডুবংশোদ্ভব মহারাজা পরিক্ষিতঃ

শ্রীদিননাথ দাসের অনুমত্যানুসারে

কলিকাতা

কমলালয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তিনি শোভাবাজারের

চিতপুর রোডের

বটতলার দক্ষিণাংশে ২৬৫ নম্বরের বাটীতে

তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

সন ১২৭৩ সাল তারিখ ১৮ ফাল্গুন

অথ ব্রহ্ম বন্দনা।

ত্রিপদী॥ অনাদি অচিন্ত কায়, তুল্য নাহি হয় যায়, নিরাকার ব্রহ্ম সনাতন॥ ধ্যান যার দুর্ঘটন, নাহি হয় নিরুপন, করিলাম তাহারে বন্দন॥ গুণজায়া হীনযার, নিরিহ সে নির্ব্বিকার, সর্ব্বব্যাপি আকাশ সমান। জয়োদয় হীনতার, ততঅর্থ পাওয়া ভার, ইন্দ্রিয় কারণ পরমান॥ লুপ্ত নাহি হয় তাতে, জগৎ পঙ্কপাতে, কার সঙ্গে নাহি তার যোগ। নিরুদ্দেগ রহিছেন, প্রকাস জীবের যেন, স্বসকার্য্য করেন উদ্যোগ॥ লিঙ্গ ভেদ নাহি যার, নাম ধাম হীন তার, সর্ব্বত্রেতে করয়ে নিবাস। দৃষ্টিনাশি করি দৃষ্টি, অলসে বিনাসি সৃষ্টি, পুনকাল যাহাতে প্রকাশ॥ ক্ষিতি আপ তেজবর্ষ্যাকাশ, পঞ্চ শরীর প্রকাশ, ইন্দ্রিয়অর্পণ কর্ত্তা যেই। কাল দেহ মনপ্রাণ, হস্তপদ চক্ষুকান, কামাদির অধিষ্ঠাত্রী সেই। কায়াহীন দ্বাদশ, গুহ্যলিঙ্গ নাভিরন্ধ্র, হৃদয় অলক ভ্রূদলে শির সহস্রারে স্থিত, স্বয়ংব্রহ্ম আত্ম আকৃতি, জীব শক্তি পুরুনাভি স্থলে॥ ষটচক্রে শুসুম্নানাড়ি, ইড়াপি স্থলেতে বেড়ী, হংস জীব মন্ত্র সেই জন। সর্ব্ব আধায় আধেয়, উপমার উপমেয়, শুক্ল রূপে নহে নিরুপণ। জানিতে নাপারে তারে, যে জানে সে এসংসারে, নাহি যোনে মুক্তি হয় দেহ। ভবতার যেবা পায়, তার ভেদ জ্ঞান যায়, ব্যক্তরূপে নাহি জানে কেহ॥ আত্ম তত্ত্ব রাখে যেই, ব্রহ্মতত্ত্ব পায় সেই, অনায়াসে এড়ায় কৃতান্ত। তবে সে হওয়া ভার, কোটিং নমস্কার, করিয় ভণিত উমাকান্ত॥

অথ লক্ষ্মীর বন্দনা।

ধুয়া॥ কাতরে করগো কৃপা জলধি নন্দিনী। বিষ্ণু বক্ষ বিলাসিনী বিধি শঙ্কর বন্দিনী॥

লঘু-ত্রিপদী॥ বন্দ নারায়ণী, ব্রহ্ম সনাতনী, কমলা কল্যাণী মূর্ত্তি। ভুবন পালিনী, পঙ্কজ মালিনী, সরোজ বাসিনী শান্তি।

মহালক্ষ্মী মাতা, বাসব বিধাতা, সেবা করে নিরন্তর। কে জানে তোমারে, এতিন সংসারে, শশী তব সহোদর॥ কেবা তব সমা তুমি সার রম, অমর কৈলে দেবগণে। ক্ষীরোদ মন্থন, সুধা উৎপাদন, জননী তব কারণে॥ আর নানা ধন, কৌস্তুভ রতন, উঠিল উচ্চৈশ্রবা হয়। হৈলে তব দৃষ্টি, রহে তব সৃষ্টি, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব রয়॥ তুমি জন্মনিলে সমুদ্রসলিলে, তেই রত্নাকর সিন্ধু, তোমারে ধারণ, করি নারায়ণ মান্য জগতের বন্ধু॥ তব কৃপা যারে, পূজা করে তারে, ত্রিভুবনে সর্ব্বজন। তব দয়া হীন, শেষে পর অধীন, তন্ত্রেতে তার তুলন। তব পুত্র যেই, গুণহীন সেই, হইলেও তবে গণি॥ যদ্য পত্ত দোষি তথাপি নির্দ্দোষী, লক্ষ্মী বিনা নেতে শুনি। রত্নাকর মায়া, নারায়ণ জায়া, জগত প্রাণ দায়িণী॥ কুশল কারিণী, জগ নিস্তারিণী, ত্রিভুবন সহায়িণী॥ কৃপাবলোকনে হের দিনজনে, ক্ষীণ সমাবেশ অতি। দেহ পদছায়া, নিজগুণে দয়া, করিয়া হর দুর্গতি॥ অতপর শেষ, রবি হৃষিকেশ, মহেশ সুরেস বাণী। শমন অরুণ বিধাতা বরুণ সাবিত্রী শঙ্কর রাণী॥

ধুয়া॥ সবায় প্রণমিয়ে পায় বড়করি অভিলাষ। উমা কান্তে ভবে, নিস্তারহ সবে, পুরাহ মনের আশ॥

পয়ার॥ শ্রীগুরু চরণে মন করিয়া অর্পণ। গ্রন্থের ভূমিকা করি শুন সর্ব্বজন॥ বৃন্দবংশে জন্ম নিধি কৃষ্ণ অতি ধান। দেব দ্বিজ গুরুভক্ত দাতা পুণ্যবান॥ কৌলিন্য মর্য্যাদা যুক্ত সর্ব্ব গুণ ধাম॥ তাহার কনিষ্ঠ পুত্র নবকৃষ্ণ ধীর। পৌরাণীক পরমার্থ পুণ্যের শরীর॥ শ্রীনন্দ কুমার কবিরতন পুত্র তার। পরমিষ্ঠ নিষ্ঠবর পুত্র সারোদ্ধার॥ শুদ্ধ সত্তগুনান্বিত দেব গুরুভক্ত সাধু সুরসিক ইষ্টালাপে অনুরক্ত॥ কবি কার্য্য রসেগাণ বিদ্যা

গুণের মূল। সদা যারে প্রসন্ন গোপাল অনুকূল॥ পণ্ডিত পরম জ্ঞানি তপস্বীর প্রায়। সর্ব্বদা নিবেশ মন অভিষ্ট সেবায়॥ মহাশয় মহন্তের রাখিতে মহত্ত্ব। শঙ্কর স্থাপিত জন সুধাংশুর তত্ত্ব॥ দিন দেখে দিয়া করিলেন সেই জন। আইলেন পরমার্থে করিতে শ্রবণ॥ বেহারি চরণ দাস অতি পুণ্যবান। জিন ভূমি প্রতি পালক না নামের বাখান॥ শ্রীরাম কানাই দাস তাহার তনয়। সর্ব্ব জন প্রতি যারে সত্তার প্রণয়॥ গুণজ্ঞ সর্ব্ব গুণ ধর রত্নাকর। দেব দ্বিজ ভক্ত ধর্ম্ম কর্ম্মেতে তৎপর॥ শ্রীনন্দ নন্দ স্থান তনয় তাহার। গুণ বোদ্ধা কর শুর পুত্র কমলার॥ তাহার আদেশে পাঠ করিয়া পুরাণ। দেখ ইহা স্মরণী হইতে পরিমাণ। প্রণয়ে কহিল মোরে অনুগ্রহ করি। রচিতে কবিতা নব কমল মঞ্জরি॥ আমি কাহনাম নহি বিদ্বান পণ্ডিত। অতি স্বল্পমতি শাস্ত্র চিন্তায় বঞ্চিত॥ কি বলিতে কি বলিব ভাবিয়া না পাই। কোন তত্ত্ব রচি অনর্থ ভাবি তাই॥ জ্ঞানহীন জনেরে এ কার্য্য অতিভার। অনুগ্রহ কর মোরে কর প্রতিকার। তবে মোর রচিতে কামনা করিবন্ধু। বৃহৎ কূর্ম্ম পুরাণ লোমশ্রা করি যত্ন॥ পুরাণ সংগ্রহ করি কহিলা আভাষ। আমি নানাছন্দে ভাষা করিলং নিন্যাস। উপদেষ্টা উপদেশে করিনু রচন। পুরাণাদি শাস্ত্রে ভাষা দণ্ডী উপাখ্যান॥ আদি অন্তে নানামতে বিস্তার বর্ণন। সংক্ষেপে পূর্ব্ব শুন সবে গ্রন্থের রচন॥

অথ গ্রন্থ সূচনা॥

ত্রিপদী॥ প্রথম প্রস্তাব শুন, মঙ্গলাচরণ পুন, পরিক্ষিতের ব্রহ্ম শাপ পরে। তৃতীয়ে দুর্ব্বাসা শাপ, উর্ব্বশীর মনস্তাপ, ভ্রমেবনে অশ্ব রূপ ধরে॥ দণ্ডী মৃগয়া কারণে. অশ্বিনী পাইল বনে, লয়ে গেল আপন ভবনে। জানিয়া বৃত্তান্ত তার, কৃষ্ণ দিতে সমাচার, নারদের দ্বারিকা গমন॥ বর্ণন দ্বারিকা পুর, নারদের দর্প চুর,

কায়ব্যূহ হৈলা নারায়ণ। পরে দণ্ডী বিবরণ, অশ্বিনীর প্রকরণ কৃষ্ণেরে কহিলা তপধন। লইতে অশ্বিনী হরি, কিঙ্কর প্রেরণ করি, দণ্ডীরে দিলেন সমাচার। দণ্ডী না অশ্বিনী দিল, শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধিত হইল ভয়ে দণ্ডী ভাবিয়া অসার। শরণার্থ ত্রিভুবন, করিলেন পর্য্যটন, রক্ষা না হইল কোন স্থান। অবশেষ হস্তিনায়, আসিয়া অবস্তীরায়, জাহ্নবী সলিলে ত্যজে প্রাণ। শুভদ্রা দেখিয়া তারে, স্থান দিল ভীম দ্বারে, কুন্তী ভীমে বুঝাইল পরে। প্রবোধ না মানে তায়, অন্য যাচি পুনরায়, বিবিধ বুঝান বৃকোদরে॥ পুনঃ ধর্ম্ম নরপতি, ভীমের বুঝান নিতি, দণ্ডী রাজে করিতে বর্জ্জন। যুধিষ্ঠিরে ভীম কন, রঘুরাজ উপাখ্যান, শুনে ক্ষান্ত হইল রাজন। দণ্ডী রাজা অন্বেষণ করিবারে নারায়ণ, পুনঃ দূত করিলা প্রেরণ। নানা দেশ বেড়াইয়ে, শেষে হস্তিনায় গিয়ে, দণ্ডীর পাইল অন্বেষণ। পাণ্ডবের ব্যবহার জানিয়া কিঙ্করগণ, কহে গিয়া সকল চক্রীরে। শুনে পাঠালেন অক্রূরে, বুঝাইতে পাণ্ডবেরে প্রদ্যুম্ন বুঝায় নৃপান্তরে॥ বৃত্তান্ত বুঝিয়া তত্ত্বঃ কৃষ্ণে দিব সমাচারঃ যুদ্ধ সজ্জা কৈল নারায়ণ॥ [illegible] করিলেন আনয়ন। ভদ্রতায় কৃষ্ণ পূর্ণ [illegible]। [illegible] গেলে তাঁরঃ উপনীত হস্তিনায় নকুল দেখে পায়ে নৃপোত্তম। শুনে সেই ব্যস্ত হয়েঃ দুর্য্যোধন রাজা দিয়েঃ [illegible] সজ্জা করি সবে রয়॥ কৃষ্ণ পাণ্ডবের সনেঃ যুদ্ধে হারিলেন রণেঃ নিজ অস্ত্র ধরে সর্ব্বজন। চণ্ডীকা আইলা পরেঃ নিজ খড়্গ অসি ধরেঃ অষ্টবজ্র হইল কারণ উর্ব্বশীর খণ্ডে শাপঃ পরে দণ্ডীর বিলাপঃ শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ নিবারণ॥ শুক মুখে পরীক্ষিতঃ শুনিলেন নিস্তারিতঃ পরে হৈলা স্বর্গে আরোহণ। এক সংক্ষেপ প্রস্তাবঃ গ্রন্থে পূর্ণ আছে ভাবঃ পড়িলে পাইবে সর্ব্বজন পুরাণ সম্মত ভাষঃ মধুর শ্রবণে আশঃ উমাকান্ত করিল রচন॥

অথ গ্রন্থারম্ভঃ॥

পয়ার॥ পাণ্ডুবংশোদ্ভব নাম রাজা পরিক্ষীত তাঁহার

মহিমা যত জগতে বিদিত ।। সসাগরা পৃথিবী শাসিয়া ভোগ করে । পুত্র সম পালে প্রজা দুষ্টেরে সংহারে ।। মহা পরাক্রম রাজা রূপে সম্মোহন । নিরন্তর যাগ যজ্ঞ ধর্ম্ম পরায়ণ ।। এক দিন মহারাজা মৃগয়া কারণ । বন মধ্যে প্রবেশিয়ে আনন্দিত মন ।। মৃগ অন্বেষণ করি ভ্রমে নরবর । দেখিল হরিণা এক কানন ভিতর ।। আস্তে ব্যস্তে নরপতি ত্যজিলেন শর । শরাঘাতে মৃগিবর হইল কাতর ।। প্রাণ ভয়ে পলাইয়া যায় শীঘ্রগতি । ধরিবারে পশ্চাতেতে ধায় নরপতি ।। নরপতির বাণে বাচে শকতি কাহার । দৈবের নির্ব্বন্ধে পলাইল মৃগবর ।। ক্রমেং মৃগবর বহুদূরে গেল । বিবর্ত্য হইল রাজা ধরিতে নারিল ।। শ্রমেতে আকুল প্রাণ পিপাসিত অতি । জল অন্বেষণ করি ভ্রমে নরপতি অকস্মাৎ গাভী শব্দ হইল শ্রবণ । শব্দ অনুসারে রাজা করিল গমন ।। দেখিল ব্রাহ্মণ এক আছয়ে বসিয়া । আমি পরিক্ষীত বলি কহে ডাকিয়া ।। মৌনব্রতে আছে দ্বিজ রাজা নাহি জানে উত্তর না পায়ে অতি ক্রোধ হৈল মনে ।। এই রাজ্যের রাজা আমি দ্বিজে অতিত । উত্তর না দিল মোরে পাপীষ্ঠ দুর্ণিত ।। দ্বিজেরে করিতে দণ্ড ভাবে দণ্ডধর । কি দণ্ড করিব এই ভাবেন বিচার ।। সেইখানে মৃত এক সর্প পড়েছিল । ধনুহূলে তুলে ব্রাহ্মণের গলে দিল ।। তৃষ্ণায় আকুল রাজা বিষাদিত মন । তথা হইতে নিজালয়ে করিল গমন ।। ব্রাহ্মণের পুত্র মুনি শৃঙ্গী নাম ধরে । কৃশ নামে দ্বিজ পুত্র সহ দ্বন্দ্ব করে । কৃশ কহে শৃঙ্গীবর মিথ্যা অহঙ্কার । মৃত সর্প গলে দোলে তোমার পিতার ।। পরীক্ষিত মহারাজ হইয়া অতিথ । উত্তর না পায়ে দণ্ড কৈল সমোচিত ।। এত শুনি মান শৃঙ্গী ক্রস্ত গৃহে যায় । সাক্ষাতে দেখিল সর্প বাপের গলায় ।। ক্রোধেতে হইল শৃঙ্গী জলন্ত অনল । রাজাকে দিলেক শাপ হাতে বরি জল ।। যেই অপমান কৈল আমার পিতাকে । সপ্তম দিবসে তারে দংশিবে তক্ষকে ।। পুত্রের

শুনিয়া শাপ দ্বিজের হৈল তাপ। মৌন ভাঙ্গি দ্বিজবর করয়ে বিলাপ॥ কি কর্ম্ম করিলে পুত্র কেন দিলে শাপ। মোর কর্ম্ম ফলে গলে রাজা দিল শাপ॥ মৌন ব্রতে ছিলাম তাহা রাজা নাহি জানে। ক্রোধে দণ্ড কৈল রাজা তৃষ্ণার কারণে॥ দণ্ড নহে রাজা মোরে রাখিয়াছে ধর্ম্ম। অবিচারে কৈলে ক্রোধ না বুঝিয়া মর্ম্ম॥ না করিলাম গৃহ ধর্ম্ম তাহা না বুঝিলে। বিনা অপরাধেতে রাজারে শাপ দিলে॥ রাজার প্রতাপে হয় রাজ্যের রক্ষণ। রাজার আশ্রয়ে যজ্ঞ করে মুনিগণ॥ যজ্ঞ ফলে বৃষ্টি হয় জন্মে শস্যগণ। রাজ্য রক্ষা হেতু ধাতা সৃজিল রাজন। ছাওয়াল অজ্ঞান তুমি করিলা কি কর্ম্ম। হৈল নৃপে শাপ দিয়া নষ্ট কৈলে ধর্ম্ম॥ যে কর্ম্ম করেছ পুত্র কি কহিব আর। ক্ষমা করু নৃপতিরে সে দোষ আমার॥ শৃঙ্গীমুনি বলে পিতা শুনহ বচন। ক্রোধেতে দিয়াছি শাপ না হবে মোচন॥ এত শুনি মুনি অতি দুঃখিত অন্তর। গৌরমুখ নামে শিষ্য ডাকিল সত্বর॥ যাহ গৌরমুখ শীঘ্র হস্তিনানগরে। কহ গিয়া সমাচার রাজার গোচরে॥ আজ্ঞা মাত্র দ্বিজবর চলিল ত্বরিত। হস্তিনায় রাজা যথা হৈল উপনীত॥ ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা পূজিল চরণ। কোথা হৈতে আসিয়াছ জিজ্ঞাসে রাজন॥ দ্বিজ কহে মহারাজা শুন সাবধানে। মৃগয়া করিতে গিয়াছিলে যেই বনে॥ মৃত সর্প যে দ্বিজের দিয়েছ গলায়। তার পুত্র ক্রোধে শাপ দিয়াছে তোমায়॥ পুত্র অভিশাপ দিল ব্রাহ্মণ না জানে। অনেক করিল যত্ন শাপান্ত কারণে॥ অপ্রমিত বুঝাইল না হৈল শাপান্ত। মোরে পাঠাইয়া দিল কহিতে বৃত্তান্ত। তক্ষক দংশিবে সপ্ত দিনের ভিতর। যে উপায় হয় তাহা কর নৃপবর॥ এতেক শুনিয়া রাজা বিষাদিত মন। বিলাপ করিয়া বহু নিন্দয়ে আপন॥ ব্রাহ্মণের দণ্ড করিলাম অবিচারে। তার সমুচিত ফল হইল আমারে॥ দণ্ড করিলাম তাহে ক্রোধ না করিল। ধন্য২ সেই দ্বিজ ইবে জানা গেল।

যাহ দ্বিজ কহ গিয়া আমার প্রণতি। দৈবে যাহা করে খণ্ডে কাহার শকতি ।। এত বলি ব্রাহ্মণেরে বিদায় করিয়া। পাত্র মিত্রগণে রাজা কহিল ডাকিয়া ।। ব্রহ্মশাপ হৈল মোরে তক্ষক দংশিবে। সপ্তম দিবস মধ্যে অন্যথা না হবে ।। অমোঘ দ্বিজের বাক্য না হয় খণ্ডন। যে উপায় হয় তাহা কর মন্ত্রিগণ ।। এত শুনি সবে মেলি করয়ে মন্ত্রণা। উচ্চস্তম্ভ মঞ্চ এক করিল রচনা ।। সর্প মহৌষধি নানা করি আহরণ। স্থাপিল করিল এক যোজন প্রমাণ ।। সর্প বিদ্যা বিজ্ঞ দ্বিজ বেদবিজ্ঞ যত। সিদ্ধ বাক্য দ্বিজ জানি রাখে শত ।। চারি দিগে দ্বিজগণ রহিল বেষ্টিত। তার মধ্যে বন্ধবর্গ বসিলেন কত ।। তার মধ্য স্থানে গিয়া বসিল রাজন। হরি নামামৃত পান করে অনুক্ষণ ।। এই সব শুক মুনি জানিয়া অন্তরে। আশীর্ব্বাদ করিবারে যান নৃপবরে ।। বসিয়াছে নরপতি বিরস বদন। হেনকালে আইল মুনি সভাবিদ্যমান ।। শুকমুনি দেখি রাজা হরষিত মন। পাদ্য অর্ঘ দিয়া পূজা করিল তখন ।। মুনি বলে কি কর্ম্ম করেছ নরপতি। ব্রাহ্মণেরে হিংসা কৈলে কেন হেন মতি ।। যার ক্রোধে অদ্যাপি কলঙ্কি শশধর। যার ক্রোধে ভগাঙ্গ হইলা পুরন্দর ।। যার ক্রোধে লবণ হইল জলনাথ। যারে দেখি নিরন্তর সশঙ্কিত বিধি ।। হেন দ্বিজে অপমান করিলে রাজন। কি উপায় ভাবিয়াছ করিবে এখন ।। রাজা বলে মুনিরাজ করি নিবেদন। আমা সম মহাপাপী নাহি অন্য জন ।। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার না করি অহঙ্কারে। এখন ডুবিনু ঘোর রৌরব দুস্তরে ।। কৃপা করি মুনিবর কর পরিত্রাণ। ব্রহ্মশাপ কভু মোর না হইবে আন ।। পাপসিন্ধু মধ্যে আছি হইয়া মগন তোমা বিনা কে নিস্তারে কে আছে এমন ।। মুনি বলে চিত্তে খেদ ত্যজ নরবর। হইবে নিষ্পাপ দেহ মোর বাক্য ধর ।। পুণ্য ভাগবত কথা কৃষ্ণের চরিত্র। পবিত্র হইয়া শুন করি এক চিত্ত ।। লক্ষ অপরাধী জনে হইবে নিশ্চয়। এ খণ্ডিবেক পাপতাপ নাহিক সংশয়।

জননীর গর্ভে আমি ছিলাম যখন। পিতা স্থানে ভাগবত করিলাম শ্রবণ॥ আমার বাসনা ছিল শ্রোতা হবে তুমি। সেই হেতু মহারাজ আসিয়াছি আমি॥ এত শুনি আনন্দিত হইল নরপতি মুনির চরণে কহে করিয়া প্রণতি॥ যদি মোরে দয়া করি হইলে সদয়। বিস্তারিয়া সে সব কহিবে মহাশয়॥ শ্রীমদ্ভাগবত কথা করিয়া বিস্তর। একে২ রাজাকে কহেন মুনিবর॥ ভাগবতামৃত কথা কহে শুক মুনি। শুনি আনন্দিত বড় হৈল নৃপমণি॥ রাজা বলে মহামুনি করি নিবেদন॥ সংক্ষেপে কহিলা কৃষ্ণ পাণ্ডবের রণ॥ কৃষ্ণ পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণধন প্রাণ। কৃষ্ণ বিনা পাণ্ডবের গতি নাহি আন॥ পাণ্ডব কৃষ্ণে হয় অতি প্রিয়তর। তবে কেন উভয়েতে হইল সমর॥ সেই কথা বিস্তারিয়া কহ পুনর্ব্বার। শুনিবারে ইচ্ছা বড় হইল আমার॥ শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দ করিয়া স্মরণ। বিরচিল উমাকান্ত দণ্ডী উপাখ্যান॥

বক্তা শুকদেব শ্রোতা রাজা পরিক্ষিত।

শুকদেব কহে তবে শুনহ রাজন। কৃষ্ণ পাণ্ডবের যুদ্ধ হইল যে কারণ॥ মহামুনি প্রধান তপস্বী যোগেশ্বর। শিবরূপ সাক্ষাৎ দুর্ব্বাশা মুনিবর। সকল ইন্দ্রিয় গণে নিগ্রহ করিয়া। যোগ সাধে মহামুনি ধ্যানেতে বসিয়া। সহস্রারে শক্তিরূপা করিয়া স্থাপন সম্মুখেতে আছে মুনি মুদয়ে নয়ন॥ চৌদিগে জ্বলিছে অগ্নি উপরে ভাস্কর। দুষ্কর তপস্যা করে সহস্র বৎসর॥ কেবল দুর্ব্বার পত্র করিয়া আহার। এহেতু দুর্ব্বাশা নাম হইল তাহার॥ কষ্টেতে ইন্দ্রিয় গণ তাপিত হইয়া। মুনির নিকটে কহে বিনয় করিয়া॥ শুনগো গোঁসাই তব কঠিন হৃদয়। আমা সবাকার দুঃখ আর নাহি সয়॥ রসনার বাসনা সুরস দ্রব্য চায়। পাপিষ্ঠ দুরাত্মা মন কত দিগে ধায়॥ শ্রবণে উত্তম ধ্বনি সদা অভিলাষ। মনোহর সুগন্ধ নাসিকা করে আশ॥ চঞ্চল স্বভাব চক্ষু স্থির নাহি হয়। সবে সব বাঞ্ছা করে সাধ্য আগ্রহ। শুন মুনি যোগসিদ্ধি

হয়েছে তোমার। দুঃখ দূর কর ইহৈ আমা সবাকার ।। ব্রিয়ব্র গণের এত শুনিয়া বচন। যোগ ত্যজি মহামুনি মেলিল নয়ন ।। চতুর্দ্দিগে নিরীক্ষণ করি মুনিবর। প্রফুল্লিত তরুগণ অতিমনোহর মল্লিকা মালতী জাতি যুথিকা চম্পক। কাঞ্চনী বকুল ছিল্ল অশোক কিংশুক ।। নানাজাতি পুষ্প গন্ধে আমোদিত বন। মন্দ২ অনুক্ষণ বহে সমীরণ ।। মধুলোভে গুঞ্জরিছে ভ্রমরী ভ্রমর। কুহু২ ধ্বনি সদা করে পিকবর ।। দেখিয়া মুনির হৈল আহ্লাদিত মন। যোগ ত্যজি যোগেশ্বর ভাবিয়া তখন।। আসন ছাড়িয়া শীঘ্র উঠিল ত্বরিত। ইন্দ্রের গণের সব জন্মাইতে প্রীত ।। স্বর্গমর্ত্ত পাতাল ময়া ত্রিভুবন। কোন স্থানে না হইল তুষ্ট তব মন ।। সত্বরে চলিল মুনি অমর ভবনে। ইন্দ্রালয়ে মুনি রাজ দিল দরশনে ।। দুর্ব্বাশার আগমন শুনি পুরন্দর। শীঘ্র গতি আইল ইন্দ্র যথা মুনিবর ।। মুনির চরণে আসি প্রণাম করিল ।। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর চরণ পূজিল ।। বহু ভক্তি ভাবে ইন্দ্র মুনিরে পূজিয়া। সভা মধ্যে সমাদরে বসাইল নিয়া ।। ব্যাঘ্রচর্ম্ম আশন করিয়া মুনিবর যোগাসন করি বৈসে সভার ভিতর ।। চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত যতেক দেবগণ। ভক্তিভাবে তুষ্ট কৈলা দুর্ব্বাশার মন।। মুনিরাজ কহে তবে ইন্দ্র সম্বোধনে। কৌতুক দেখিতে বড় ইচ্ছা হয় মনে ।। শুনিয়া মুনির বাক্য সহস্র লোচন। মনে মনে বিবেচনা করেন তখন ।। উর্ব্বশী মেনকা রাম রম্ভা তিলোত্তমা। এসব নৃত্যকী মোর সভার উত্তমা।। কিন্তু তার মধ্যে দেখি প্রধান উর্ব্বশী। গীত বাদ্য জানে ভাল পরম রূপসী ।। দূতে ডাকি দেবরাজ কহিল তখন। উর্ব্বশীরে ডাকি আন সভা বিদ্যমান। এতেক শুনিয়া দূত সত্বরে চলিল। উর্ব্বশী নিকটে গিয়া সকল কহিল।। দূত মুখে এসংবাদ উর্ব্বশী পাইল। ধরিয়া উত্তম বেশ সভাতে আইল ইন্দ্র সভামধ্যে আসি উপনীত হৈল। বসিয়াছে মুনিরাজ আসিয়া দেখিল ।। তপস্যায় দুর্ব্বাশার শুষ্ক কলেবর। মস্তকেতে জটা

সুন্দর অতি মনোহর ॥ গলায় রুদ্রাক্ষমালা ভস্ম সর্ব্বগায় । শরীরের মহাতেজ অনলের প্রায় ॥ মহা২ মুনিমধ্যে তপস্বি প্রধান । দেখিয়া যাহার রূপ ভ্রম হয় জ্ঞান ॥ উর্ব্বশী দেখিয়া ইন্দ্র বলিল বচন । মুনির হয়েছে ইচ্ছা করহ নাচন । নৃত্য কর উর্ব্বশী হইয়া সাবধান । যেই রূপে মুনিবর হরষিত হন ॥ ইন্দ্রের এতেক বাক্য শুনিয়া উর্ব্বশী । কুবুদ্ধি হইল ভাবে মনে২ হাসি ॥ শুষ্ক শরীর মুনির গভীর বচনে । দেখিতে আমার নৃত্য ইচ্ছা হৈল মনে ॥ পশুর সদৃশ রূপ দেখি যে ইহারে । আমাকে বলেন ইন্দ্র নৃত্য করিবারে ॥ এইমত মনে২ করয়ে উর্ব্বশী । তাহার মনের কথ জানিলেন ঋষি ॥ যোগ বলে কিছু তাঁর অগোচর নয় । ক্রোধকরি ডাকি বলে মুনি মহাশয় ॥ শুনহ উর্ব্বশী তুমি বড় অহঙ্কারে । পশু হেন জ্ঞান কর দেখিয়া আমারে ॥ যৌবনের ভরে তোর গর্ব্ব অতিশয় । ইহার উচিত ফল ভুগিবে নিশ্চয় ॥ যেমন আমারে কৈলে পশু হেন জ্ঞান । পশুযোনি হয়ে মর্ত্তে করহ পয়ান ॥ তুরঙ্গিনী হও গিয়া নির্জ্জন কাননে । কহিলাম সত্যবাক্য না হবে খণ্ডনে ॥ মুনির এতেক বাক্য শুনিয়া তখন । ভয়ে উড়ে প্রাণী মুখে না সরে বচন ॥ কান্দিয়া উর্ব্বশী পড়ে মুনির চরণে । বিস্তর করিল স্তুতি করুণা বচনে ॥ কুবুদ্ধি চঞ্চল মতি হইল আমার । ক্ষেম প্রভু অপরাধ কর পরিহার ॥ উর্ব্বশীরে কাতরা দেখিয়া মুনিবর । কহিতে লাগিল তবে শাপান্ত উত্তর ॥ দিবাতে থাকিবে তুমি অশ্বরূপ ধরি । রজনীতে হবে নারী পরম সুন্দরী ॥ অষ্ট বজ্র একত্র হইবে যে সময় । মুক্ত হবে সেই কালে জানিহ নিশ্চয় ॥ এত বলি তপোবনে গেল মহামুনি । উর্ব্বশী আইল মর্ত্তে হয়ে তুরঙ্গিনী ॥ নিশিতে ধারণ করে নিজ কলেবর । মুনিশাপে দুঃখ ভোগে অনেক বৎসর ॥ বিধির নির্ব্বন্ধ কভু মিথ্যা নাহি হয় । সময়ানুসারে তাই ঘটায় নিশ্চয় ॥ অবন্তী দেশের রাজা দণ্ডী নাম ধরে । রাজ কর্ম্মে সদা থাকে রাজ্য রক্ষা করে । [illegible]

রাজা নবীন যৌবন। নানা যজ্ঞ ধর্ম্ম কর্ম্ম করে অনুক্ষণ॥ একদিন মৃগয়া করিতে ইচ্ছা কৈল। সসৈন্যে লইয়া রাজা বনে প্রবেশিল॥ নানাজাতি পশুগণ মারিল বিস্তর। মৃগয়াতে কৌতুক বাড়িল নিরন্তর॥ ঘোরবনে প্রবেশিয়া বহুদূর গেল। সেই তুরঙ্গিনী রাজা নয়নে দেখিল॥ মনোহর মূর্ত্তি ঘোড়া অতি চমৎকার। দেখিয়া বিস্ময় জ্ঞান হইল রাজার॥ কামরূপা তুরঙ্গিনী দেখিয়া আপনি সৈন্যগণে চাহিয়া কহেন নৃপমণি॥ মোর বাক্য ধর যত সেনাপতি গণ॥ এই অশ্বধর সবে করিয়া যতন॥ যাহার নিকট দিয়া এই অশ্ব যায়। কাটিব তাহার মাথা এই খড়্গ ঘায়॥ ইহা শুনি সৈন্যগণ সাবধান হৈল। নৃপতির বাক্য সেই অশ্বিনী শুনিল॥ আপনি অশ্বিনী মনে করিল বিচার। এবড় বিষম ফের হইল আমার॥ সবারে লঙ্ঘিয়া আমি পারি যাইবারে। প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিলে রাজা কাটিবে তাহারে॥ অন্য জীব বধ আমি কি হেতু করিব। রাজার নিকট দিয়া অবশ্য যাইব॥ এই যুক্তি তুরঙ্গিনী মনেতে ভাবিয়া। রাজার নিকট দিয়া যায় পলাইয়া॥ বিদ্যুতের প্রায় গতি অতি বেগে ধায়। দণ্ডী নৃপবর তার পাছু পাছু যায়॥ অশ্ব আরোহণ হয়ে অবন্তীর পতি। তুরঙ্গিনী ধরিবারে যায় শীঘ্রগতি॥ যত সেনাপতিগণ পশ্চাতে রহিল। একেশ্বর রাজা ঘোর বনে প্রবেশিল॥ রাজা বলে তুরঙ্গিনী পলাইবে কোথা। আমি তব সঙ্গে যাব যাবে তুমি যথা॥ যত দূর যাহ কভু না ছাড়িব তোরে। কেমনে যাইবে কহ ভাণ্ডিয়া আমারে॥ এত বলি দণ্ডী রাজা সঙ্গে২ যায়। ভাবে মনে তুরঙ্গিনী হইল কি দায়॥ হেনকালে অস্তগত হৈল দিনমণি। আপনার নিজ মূর্ত্তি ধরে তুরঙ্গিণী॥ বিদ্যুৎ বরণী ধনী পরমা সুন্দরী। নয়ন নিমিষ ত্যজে রূপ যার হেরি॥ দশ দিগ আলো কৈল অঙ্গের আভায়। যেন রাহু গ্রাসে মুক্ত শশধর প্রায়॥ মল্লিকা মালতী শোভে চাঁচর চিকুরে। কাদম্বিনী মধ্যে যেন চপলা বিহরে॥ পূর্ণকলা অকলঙ্ক

শশাঙ্ক বদনী । কুরঙ্গিণী জিনি চারু খঞ্জন নয়নী ।। ফুলধনু নিন্দি কিবা ভুরুর ভঙ্গিমা । অরুণ উদয় যেন অধর রঙ্গিমা ।। মনোহর কুণ্ডল দোলিত শ্রুতিমূলে । মণিময় গজমতি শোভে নাসা মূলে দেখে কুচকুম্ভ লাজে দাড়িম্ব বিদরে । রূপের ছটায় কাঁদে কামিনী শিহরে । নিন্দ ভুজঙ্গম ভুজ মৃণাল সদৃশ । হরি পায় লাজ হেরি ক্ষীণমধ্য দেশ ।। ঘনতম্ব কুঞ্জর কুম্ভ অতি মনোহর । নানা রত্ন অলঙ্কার তাহে দীপ্ত কর ।। জিনি রামরম্ভা তরু উরু সুশোভন । প্রস্ফুটিত কোকনদ দুখানি চরণ ।। পরিধান বস্ত্র যেন নব দিনমণি নিন্দি গজপতি গতি মরাল গামিনী ।। দৃষ্টিমাত্রে নৃপবর মূর্চ্ছিত হইল । ক্ষণেক বিলম্বে পুনঃ চেতন পাইল ।। ভয়ে অঙ্গ থর২ কম্পিত হৃদয় । চিত্রের পুতলি প্রায় জ্ঞান হত রয় ।। বিস্ময় হইল মনে দেখিয়া অদ্ভুত । এক দৃষ্টে রহে চাহি মদনে মোহিত ।। রাক্ষসের মায়া যেন লাগে মোর মনে । ছিল তুরঙ্গিনী নারী হইল কেমনে ।। যে হউক সে হউক মোর যে করে গোঁসাই । নিশ্চয় জেনেছি আজি পরিত্রাণ নাই ।। যক্ষিণী হউক কিম্বা হউক রাক্ষসী নিকটে যাইতে বড় মনে ভয় বাসি ।। জিজ্ঞাসিয়া দেখি আগে হয় কোন জন । উচিত যে হয় পরে করিব তখন ।। পুরাণ প্রমাণ এই দণ্ডী উপাখ্যান । পয়ার প্রবন্ধে উমাকান্ত বিরচন ।।

অথ রাজা সুন্দরীকে পরিচয় জিজ্ঞাসে ।।

এই মত দণ্ডী রাজা মনেতে ভাবিয়া । কহিতে লাগিল সেই নারী সম্বোধিয়া ।। কি নাম ধরহ ধনী কোথায় বসতি । কপট ত্যজিয়া সত্য কহ রসবতি ।। আশ্চর্য্য হইল মোর শুনলো কামিনী । তুরঙ্গিনী ছিলে তুমি হইলে মোহিনী ।। শরীরের কান্তি তোর জিনি শত শশী । হেরিয়া হরয়ে জ্ঞান মোহ যায় ঋষি ।। কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী কামের কামিনী । ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা চন্দ্রের রোহিণী ।। ডাকিনী যোগিনী কিবা হইবে রাক্ষসী

পরিচয় দেহ মোরে শুনলো রূপসী। মিথ্যা যদি কহ ধনী ভাণ্ডিয়া আমারে। তীক্ষ্ণ খড়গাঘাতে আমি বধিব তোমারে॥ যতেক বিক্রম মোর জগতে বিদিত। দেবতা না পারে যুদ্ধে আমার সহিত॥ আছুক অন্যের কায ইন্দ্র যদি আইসে। তাহারে জিনিতে পারি চক্ষের নিমিষে॥ নৃপতির এই মত শুনিয়া বচন। উর্ব্বশী বলেন রাজা শুন দিয়া মন॥ কহিব তোমার স্থানে সব বিবরণ। আশ্চর্য্য আমার কথা করহ শ্রবণ॥ শুনেছ উর্ব্বশী আমি সেই বিদ্যাধরী। দেবের নৃত্যকী সদা থাকি স্বর্গপুরী॥ মুনি মধ্যে প্রধান দুর্ব্বাশা মুনিবর। কৌতুক দেখিতে গেল ইন্দ্রের নগর॥ ইন্দ্র মোরে আজ্ঞা কৈল নৃত্য তুমি কর। তাহাতে চঞ্চল মতি হইল আমার॥ মুনিরে অবজ্ঞা মোর অন্তরে হইল অন্তর্য্যামী মুনিবর সকল জানিল॥ আমাকে শাপিল মুনি মহাক্রোধ করি। পৃথিবীতে যাহ তুমি অশ্বরূপ ধরি তুরঙ্গিনী হয়ে তুমি রবে দিবসেতে। নিজ রূপ পুনর্ব্বার পাইবে নিশিতে। হেতা আসি দুর্ব্বাশার শাপের কারণ। দিবা হৈলে অশ্বরূপে ভ্রমি বনেবন॥ রজনী হইলে পুনঃ নিজরূপ ধরি। মুনি শাপে দেবপুরে যাইতে না পারি॥ আপনার বিবরণ যতেক আছিল। বিস্তারিয়া তব স্থানে কহিনু সকল॥ উর্ব্বশীর মুখে শুনি এতেক বচন। নির্ভয় হইল রাজা স্থির কৈল মন॥ বড়ই সন্তোষ চিত্ত হইল রাজার। শরীরে না ছিল প্রাণ হইল সঞ্চার॥ ত্রাসেতে ইন্দ্রিয়গণ অবসন্ন ছিল। পুনর্ব্বারে বলবন্ত হইয়া উঠিল সবিনয়ে উর্ব্বশীরে কহে নৃপমণি। অমৃত সঞ্চিত হৈল তব বাক্য শুনি॥ তোমার রূপের কথা না পারি কহিতে। ইন্দ্রাদি দেবতা পারো কটাক্ষে ভুলাতে॥ অবন্তীর রাজা আমি ত্রিজগতে খ্যাত। দেখিয়া তোমার রূপ হয়েছি মোহিত॥ আমাকে ভজহ তুমি শুনলো সুন্দরী। রাখিব তোমারে সদা প্রাণ তুল্য করি॥ ধন জন রাজ্য মোর যতেক আছয়। তোমার সকল

হবে জানিহ নিশ্চয় ॥ নারীগণ যত গৃহে আছয়ে আমার। সবাকার উপরে তোমার অধিকার ॥ এতেক রাজার বাক্য বিনয় শুনিয়া। উর্ব্বশী কহিছে লাজে ঈষদ হাসিয়া ॥ তুমি যে আমার প্রতি মনে কর সাধ। ইহাতে পশ্চাতে বড় ঘটিবে প্রমাদ ॥ দুর্ব্বাশার শাপে আমি তুরঙ্গিনী হয়ে। গুপ্তবেশে আছি সদা শশঙ্কিত হয়ে ॥ এক দোষে এই গতি হইল আমার এ দোষ হইলে কিবা হবে পুনর্ব্বার ॥ বক্তল বিনোদিনী রাখহে৷ জীবন। অধৈর্য্য হয়েছি তব হেরে চন্দ্রানন ॥ অনঙ্গ অনলে অঙ্গ দহিছে আমার। করুণা কটাক্ষে ফিরে চাহ একবার। রাজারে কাতর দেখি বিদ্যাধরী কয়। আমারে বিনয় এতো কেন মহাশয় ॥ লুকাইয়া আছি এই নিবিড় কাননে। ভজিলে তোমারে পাছে জানে অন্য জনে। অতএব তেকারণে কহি নৃপ রায়। ব্যক্ত হলে উভয়তো ঘটাবেক দায় ॥ পূর্ব্বাপর কহিলাম বিস্তারিত করি। বিবেচনা মত কর্ম্ম কর দণ্ডধারী ॥ অনঙ্গে মোহিত হয়ে হারাইলে জ্ঞান। তব বাক্যে নাহি হয় যতার্থ প্রমাণ ॥ ভ্রম জন্মিল দেখে তোমার ব্যবহার। এখনি অবশ পরে কিবা কর আর ॥ চকিতেং হয় বিস্মরণ মন। দরশনমাত্রে তবু নাহি আলাপন ॥ তার পর পিরিতেতে হইবে বিনাশ। যে দেখি তোমার ভাবকরিবে প্রকাশ ॥ যা হবার আমার হয়েছে মহাশয়। প্রমাদ ঘটিবে হবে তোমার প্রলয় ॥ তুরঙ্গী দিবসে রাত্রে কামিনী যে হয়। তারে দেখে তোমার কি না হ হয় ভয় দেবতার মান্য আমি স্বর্গ বিলাসিনী। জনতার ভয়ে ভ্রমি দিব সে অশ্বিনী ॥ বুঝি কহ মহারাজা করি অনুভব। এ অর্থে অনর্থ হবে হলে জনরব ॥ রাজা কহে প্রাণপ্রিয়ে শুনলো বচন। আমা হতে প্রকাশ না হবে কদাচন ॥ জানিহ আমার বাক্য নাহি হবে আন। তোমার নিমিত্তে যদি যায় কুল মান ॥ ধন

জন রাজ্য দারা সুত পরিবার। প্রাণান্ত হইবে তবু নাহি ছাড়িবার ॥ ইহাতে প্রত্যয় যদি নাহি হয় প্রিয়ে। শপথ করিয়া কই তোমা পরশিয়ে ॥ কামেতে মত্ত হৈনু বলে যায় নাহি ধৃতি। পূর্ব্বাপর যা কহিলে সব আছে স্মৃতি ॥ চরণে ধরিয়া কহি শুনলো যুবতি। প্রাণ যায় রাখ২ প্রেয়সি সম্প্রতি ॥ তবে কহে ঊর্ব্বশী শুনহ মহারাজ। করিবে এমন যে নাহি পাই লাজ ॥ এত ভাবি কাম কটাক্ষ করিল। ব্যস্ত ভাবে ভূপ আসি করেতে ধরিল ॥ আলিঙ্গন চুম্বন মর্দ্দন কুচগিরি। মগ্ন আঁখি ভাব ভরে চাহ ধিরি২ ॥ সেই নিশি দুইজনে তথায় রহিল। বিবিধ কৌতুক রসে রজনী বঞ্চিল ॥ ঊর্ব্বশী প্রধান ইয় স্বর্গ বিদ্যাধরী। মোহিল রাজার মন নানা মায়া করি ॥ নিশি অবসান হৈল প্রভাত সময়। তুরঙ্গিনী রূপ পুনঃ ঊর্ব্বশীর হয় ॥ তবে রাজা আরোহণ করি তুরঙ্গিনী। নিজ দেশে গমন করেন নৃপমণি ॥ কত দূরে সৈন্য সব দেখিতে পাইল। একত্র হইয়া রাজা নিজ দেশে গেল ॥ নির্জ্জন স্থানেতে পুরী করিয়া গঠন। তুরঙ্গিনী গোপনে রাখিল রাজন ॥ দিবসান্তে ঊর্ব্বশী লইয়া নৃপমণি। বিবিধ কৌতুক রসে পোহায় রজনী ॥ একে সুরসিক তাহে বয়েস নবীন। এই রূপে সম্ভোগ করেন কত দিন ॥ মনুষ্য কি ছার যারে দেবতা বাঞ্ছিত। নৃপতির পূর্ব্ব পুণ্য আছিল সঞ্চিত ॥ সেই ফলে ঊর্ব্বশী পাইল নৃপবর। হেন সুখ নাহি কার পৃথিবী ভিতর ॥ ভণে কবি উমাকান্ত করিয়া যতন। অতঃপর শুন রঙ্গ আর বিবরণ ॥

মহামুনি দ্বারকা গমন।

এই রূপে দণ্ডিরাজা আছে হরষিতে। বিধাতা পাশণ্ড আল হইল তাহাতে ॥ দেবঋষি নারদ থাকিয়া দেবপুরে। মনেং ভাবিলেন কৃষ্ণ দেখিবারে। পৃথিবীর ভার নষ্ট করিতে আপনি। অবতীর্ণ ভূমণ্ডলে প্রভু চক্রপাণি ॥ বসুদেব গৃহে জন্ম

দৈবকী উদরে। বিরাজে রুক্মিণী সহ দ্বারকা নগরে॥ তাঁর দরশন হেতু ভাবিয়া মনেতে। দেবঋষি নারদ গেলেন পৃথিবীতে॥ উর্ব্বশীকে যখন দুর্ব্বাশা শাপ দিল। ইন্দ্রালয়ে বসিয়া নারদ দেখেছিল॥ অশ্বরূপে পৃথিবীতে আছয়ে উর্ব্বশী। দণ্ডি নৃপতির গৃহে জানিলেন ঋষি॥ যোগ বলে কিছু তাঁর নহে অগোচর। ভাবিয়া করিল সার মনের ভিতর॥ বিসম্বাদে দেব ঋষি দ্বন্দ্বে বড় প্রীত। মনে ভাবে বিসম্বাদ করিতে উচিত॥ কোন শক্তি ধরে দণ্ডি হয় কোন বলী। স্বর্গের নৃত্যকী লয়ে মর্ত্তে করে কেলি॥ কহিব এসব কথা কৃষ্ণ বিদ্যমান। তুরঙ্গিনী লবে কৃষ্ণ করি অপমান॥ এতেক নারদ মুনি মনেতে ভাবিয়া। দ্বারকানগরে যায় বীণা বাজাইয়া॥ বসিয়াছেন কৃষ্ণ রুক্মিণী সহিত। হাস্য পরিহাস্যে দোঁহে হয়ে হরষিত॥ তাম্বুল যোগান দেবী ভীষ্মক নন্দিনী। হেনকালে উপনীত হৈল ব্রহ্মা মুনি॥ নারদে দেখিয়া কৃষ্ণ সম্ভ্রমে উঠিয়া। প্রণাম করিল শীঘ্র পাদ্য অর্ঘ দিয়া॥ করিলেন অভ্যর্থনা কেশব আপনি। বহুবিধ কৈল স্তব সহিত রুক্মিণী॥ হরষিত হইলেন মুনি তপোধন। কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসেন নারায়ণ॥ মুনি বলে প্রভু তব চরণ প্রসাদে। সকল মঙ্গল আছি পরম আহ্লাদে॥ দেখিতে তোমার বড় ইচ্ছা হৈল মনে। এই হেতু আসিয়াছি তব দরশনে॥ নিস্তার নরকান্তে যে নরককারণ। উমাকান্ত বিরচিল দণ্ডি বিবরণ॥

ঋষির সহিত নারায়ণের কথোপকথন॥

ত্রিপদী॥ নারদ মুনিরে হরি, অতিশয় যত্ন করি, বসিতে দিলেন সিংহাসন। স্বাগত সম্ভাষি তায়, জিজ্ঞাসেন পুনরায়, কি হেতু হেথায় আগমন॥ নারদ কহেন হরি, সদা মন দুঃখে মরি, বিস্তারিত কি কহিব আর। আসিয়াছি তব পাশ, ম্যা

দুঃখ কর নাশ, প্রয়াস হে সর্ব্বদা আমার ॥ অস্থিচর্ম্ম অবশেষ নাহিক সুখের লেশ, ক্লেশে অবসান হয় কাল। বায়ু পত্র ফলাশন, জীবনে রাখি জীবন. কি জিজ্ঞাস দেখে মোর হাল ॥ লম্বমান শিরে জটা, পরিধান মৃগপাটা সুখমাত্র বীণার সুতানে। বিধাতা দিয়াছে শাপ, পাইয়াছি মনস্তাপ. স্থির নাহি রহি কোন স্থানে ॥ শুন প্রভু গুণধাম, লইয়া তোমার নাম, দুঃখের অবধি মোর নাই। আইনু এই মনে করি, শেষে তোমা হৈতে হরি, যদ্যপি কিঞ্চিৎ সুখ পাই ॥ তুমি প্রভু দয়াময়, জগৎ জনের আশ্রয়, তোমা হৈতে ত্রাণ সবাকার। সর্ব্ব ঘটে অধিষ্ঠান, পরমাত্মা অভিধান, দুঃখ নাশে সাধ্য নাহি কার ॥ সৃজন পালন নাশ, তোমাতেই শ্রীনিবাস, তুমি আদি অনাদি পুরুষ। তব কৃপা হৈলে তরি, অপার সমুদ্রবারি, তব নামে বিনাশে কলুষ ॥ সকলি তোমার ইচ্ছা, স্বেচ্ছাধীন তব স্বেচ্ছা, বটে কর ইচ্ছাদান। যে ভাবয়ে যেইরূপে, রাখ তারে সেইরূপে, আমারে বিরূপ ভগবান ॥ করিয়াছে যোগি জন, মোর ইচ্ছা এ কেমন, সর্ব্বদা সুখের পানে ধায়। হিতে হয় বিপরীত, গেল নীত যথোচিত, নিবেদন শুন যদুরায় ॥ পরম আনন্দকন্দ, কুন্দলে পরমানন্দ, সদানন্দ বিধি মনসুত। কহিতে দণ্ডির বার্ত্তা, এতেক বেড়ায় মাত্রা, কথায় ভ্রুকুটি অদ্ভুত ॥ নানাছলে কলেবলে, কহিতেছে কি কৌশলে, নারদের চক্র বুঝা দায়। কি কুহক চমৎকার নারদের ব্যবহার, অনায়াসে মানস মোহ যায় ॥ মুনির কুন্দলে রীত জানে সবে সমুচিত, তবু ভ্রান্ত হয় সর্ব্বজন ॥ লোক মোহি বাণী তার, হরে মন সবাকার, পরে হয় যশ বিনাশন ॥ দেখ সাক্ষী অদ্যাবধি, নারদের নাম যদি, ইহলোকে হয় কোনস্থানে, কুন্দল অবশ্য হয়, ইহাতে নাহি সংশয়, ছুতনুত বাক্য জনে ॥ অতঃপর মুনিবর, কহে শুন গদাধর, নিবেদন অধম জনার। বলিবার কথা নয়, কিন্তু না বলিলে নয়, অপচয় ফলে আপনার ॥

মনে করি অভিলাষ, এসেছি তোমার পাশ, লইতে এক রমণী তোমার ।। যদিপ্রভু কৃপা করি, এক জনে দেও হরি, তবে আশা পুরয়ে আমার ।। ইহাতে তোমার ক্ষেতি, না হইবে যদুপতি, দেখ মনে করিয়া বিচার । তুমি হৈলে একজন, অসংখ্য রমণী গণ, তত্ত্ব নারে করিতে সবার ।। তোমার নাহিক রবে, আমার সংসার হবে, অতএব ভিক্ষা করিলাম । ভণে কবি উমাকান্ত, নারদ না হয় ভ্রান্ত, মনসান্ত ভাবে কৃষ্ণ নাম ।।

নারদের কপট না বুঝে কৃপাময় । অন্তরে কু যলা ঝাঁছে হাস্য ছলে কয় ।। শুন ঋষি যা কহিলে যথার্থ প্রমাণ । শোলোশ রমণী অষ্ট আছে পরিমাণ ।। সকলে আমার যোগ্যা জানিহ নির্ধ্যাস সকলের সহ নাহি হয় সহ বাস ।। তুমি বট বস্তু মুনি কহিলাম সার । যে ঘরে না রব আমি সে ঘর তোমার ।। প্রত্যেকে মন্দির আছে সকল জনার ।। আমা ব্যতিরেকে হবে তব অধিকার ।। শুনিয়া নারদ ঋষি হৈল হরষিত । লইব রমণী ইহা জানিল নিশ্চিত ।। কথোপকথনে দিবা হৈল অবসান । উদয় হইল শশী ভানুর পয়ান ।। নিত্য ক্রিয়া কৈল ঋষি সমুদ্রের তীরে । করিল সমাপ্তি সন্ধ্যা পুলক শরীরে ।। পরে আসি দ্বারকায় প্রবেশ করিল । দেখিয়া নগর শোভা ভ্রমিতে লাগিল ।। দেখি গড় মনোহর পরিসর বাট । চারিদ্বারে অতি উচ্চ সোণার কপাট ।। অতি উচ্চ প্রাচীর পরশে বিষ্ণুপদে । মনোহর নগর বেষ্টিত সপ্ত হ্রদে ।। সুদর্শন ভ্রমে দ্বারে অতি তীক্ষ্ণধার । প্রবেশকরিতে গড়ে সাধ্য নাহি কার । প্রথম গড়েতে সেনা গণের মহল । কুঞ্জীগীর মহাবীর বলে মহাবল ।। নানা অস্ত্র শস্ত্রে বিশারদ সেনাগণ প্রতাপে পৃথীবী কাঁপে ডরায় শমন ।। নগর ভিতর শোভা কি কহিব আর । চারি ভিতে উদ্যান শোভিছে চমৎকার ।। মধ্যে সরোবর অতি সুশোভন । সাক্ষাৎ বিষ্ণুর ধাম প্রণম কারণ ।

অশোক কিংশুক বক পুন্নাগ রঙ্গণ। পারুল পাটল জবা পলাশ বান্ধুলি ॥ নাগেশ্বর নাগরঙ্গ ধুতুরা ধাতকী। করবী করপী চাঁপা কুরুচী কেতকী ॥ আতশী অপরাজিতা কনক চম্পক। নবমল্লি মন্দার বাধুলী পদ্মবক ॥ মালতী মাধবী জাতী টগর মল্লিকা। পিউলি শিউলি জাতি যূথিকা মল্লিকা ॥ চন্দ্রমল্লি বল্লীলতা গৌরভ সনকী। স্থলপদ্ম গন্ধরাজ ঝাটি আমলকী। কৃষ্ণকেলী কদম্ব রজনীগন্ধ আর। তরুলতা সূর্য্যমণি শোভিছে দুধার ॥ নারিকেল শোভা করে বকুলেরতরু। গুবাক খর্জ্জুর তাল দেল দেবদারু ॥ নানা জাতি পক্ষি ডাকে বসিয়া কাননে। কোকিল কোকিলা গায় আনন্দিত মনে ॥ শালিকা দহিয়াল কাক কোরর কপোতী। শারী শুক ফিঙ্গা ফিঙ্গিটীয়া তোতা তুতি ॥ সরোবর মনোহর সুনির্ম্মল জল। বিকসিত শ্বেত নীল লোহিত উৎপল ॥ প্রফুল্লিত কুমুদ কহ্লার কোকনদ। ভ্রমিছে গুঞ্জরে শত শত ষট্‌পদ সরোবরে ডাকিছে চক্রবাক চক্রবাকী। রাজহংস রাজহংসী ডাহুক ডাহুকী ॥ মূর্ত্তিমান বসন্ত সহিত শরাসন। গন্ধবহে মন্দ মন্দ দক্ষিণ পবন ॥ চমৎকার উদ্যান দেখিলে মতি ভ্রান্ত। টলিল ঋষির মন কহে উমাকান্ত ॥

ত্রিপদী ॥ মনোহর পুরীখান, সুবর্ণেতে সুনির্ম্মাণ, বিশ্বাই কর্ত্তৃক বিরচিত। অট্টালিকা মণিময়, তেজে দশ দীপ্ত হয়, মণি মুক্তা প্রবালে খচিত ॥ সুখে লোক করে বাস তিলেক নাহিক ত্রাস সদা সুখ নিরানন্দ নাই। গীতবাদ্য মহোৎসব, প্রত্যহ সমানন্দ, কর্ত্তা যার জগৎ গোসাই ॥ দেখিয়া নারদ অতি হর ষিত হয়্যা মতি, উপনীত কৃষ্ণের আলয় ॥ পুরী অতি চমৎকার বিরচিত পরিষ্কার, বৈকুণ্ঠ সমান জ্ঞান হয় ॥ মন্দির গাথনি ধরে, পরশে পাতর ঘরে, ত্রিপাদ্য পদ্মের চূড়া সাজে। কপাটে হীরার কাজ, মণি চুনী পোকরাজ, চন্দ্রকান্ত মণি মাঝে ২ ॥ দিয়া

স্ফটিকের দাম বাঁধীয়া তুলীছে থাম, কীবা শোভা জগমনোহর কীবা রত্ন সিংহাসন, নানা রত্ন বীরচন, শোভিছে পজ্জন তার ঝালর নীবীষ্ট করীয়া মন, দীয়া অপূর্ব্ব রতন, নীর্ম্মিয়াছে কর্ত্তার আশন। অলঙ্কার সূর্য্যকান্ত, মরকত চন্দ্রকান্ত, প্রভা রাগে তমো বিনাশন ।। প্রথমতঃ দেবঋষি, চলীলেন হাসী হাসী, উপনীত রুক্মীণীর ঘরে। দেখীল অনাদী বিভূ, রুক্মীণী সহীত প্রভূ, প্রেমানন্দে পাশক্রীড়া করে ।। নারদে দেখীয়া হরী যত্নে অভ্যর্থনা করী বসাইলা আপনার পাশে। বুঝিয়া ঋষীর মন, হাসীলেন নারায়ণ, কারব্যুহ স্বরূপ প্রকাশে ।। রুক্মীণীর ঘরে তায়, দেখি ঋষী ইবারায় কহিলে রুক্মীণীর প্রতি। শুন দেবী মোর বাণী, আজ্ঞী তুমী চক্রপাণী, কোন রূপে না ছাড়ীয় সতী ।। আমারে করেছে হরী, নহে অন্য সহচরী, বঞ্চিবে রজনী তার সনে। শুনে বড় হৈল দুঃখ, কহাতে আইনু কৌতুক, আজ্ঞা দাসী রাখ শ্রীচরনে ।। এই রূপে বাক্যচ্ছান্দে, বীধীমতে গোড়া বাঁধে, বীনা কান্ধে করীয়া উঠিল। বীদায় হইয়া পরে, চলীলেন অন্য ঘরে, সত্যভামার গৃহে উত্তরীল ।। দ্বারে থাকী দৃষ্টি করে, দেখে হরী সেই ঘরে, বিরাজীত রমণী সহীত ।। স্বদচান্দ প্রেমাবেশ, করেন সতার বেশ, দেখে মুনী হইল বীস্মীত ।। মুনী হইল ভ্রান্তচীত বলে একি চমকীত, কেমনে আইলা এই ঘরে। অন্য পথ আর নাহি, কী রূপে আইল অহি, ভাবীয়া বেদনা পাই অন্তরে ।। ভাবে মুনী এইবার, জানাব এ কী প্রকার, অন্য ঘরে পরীক্ষা করীব ঠাকুরের ঠাকুরাল, প্রসঙ্গেতে রঙ্গ ভাল, ভালমতে তদন্ত জানীব আস্তে আস্তে দেবঋষী, দ্বার রুদ্ধ করে হাসী উপনীত অন্যার নীবাস। তথা পুত্র কোলে করী, সানন্দে দানব অরী, জায়া সহ করে পরীহাস ।। দেখে মুনী সবীস্ময় অনুভব নাহী হয়, কোন পথে প্রভুর সঞ্চার। ভাবে ঋষী আথান্তর, সচকীত সদা অর বলে কীবা অব চমৎকার ।। কীন্তু তারমত নয়, আর এক

মত্ত হয়, এক কর্ম্ম নীকটে সভার। দেখিলাম তিন তিন স্থা ভিন ভিন, পুনশ্চ দেখিব এইবার॥ এই কর্ম্ম পুনরায়, যদি করে যদুরায়, তবেত বুঝিব মত্ত তাঁরা। এত ভাবি ঋষিবর, উপনীত অন্য ঘর. দেখে কৃষ্ণ আছেন তথায়। পুত্রের হবে পবিত সেই কর্ম্মে সচেষ্টিত, দেখিয়া বিস্ময় মুনি যায়॥ নাহি বুঝে মুনি মর্ম্ম, ঘরে২ অন্য কর্ম্ম, ঈশ্বরীর যোগের প্রকাশ। কবি উমা কান্ত কয়, বুঝা অতিভার হয়, বিধি ভব না পায় নির্য্যাস॥

এইরূপে বিধি সুত ভ্রমে ঘরে ঘরে। ভ্রমন্ত মন শান্ত নহে বুঝিতে না পারে॥ মনে ভাবে একি ঈশ্বরের চমৎকার। প্রকাশিয়া চূর্ণ কৈল মম অহঙ্কার॥ চিন্তায় চঞ্চলচিত্ত রজনী প্রভাত নিত্য ক্রিয়া সমাপ্ত করিল তৎক্ষণাৎ॥ পরেআসি বিসম হৃদয়ে মুনিবর। ভক্তি ভাবে করে স্তুতি কৃষ্ণেরে বিস্তর॥ গললগ্নী কৃত বাসে পড়িল ভূতলে। ভাসিল সকল অঙ্গ নয়নের জলে॥ ধূল্যয় লুণ্ঠিত মুনি করে প্রণিপাত। সেবকে সদয় হয় ত্রিদশের নাথ॥ কেশব কমলা পতি করুণা আকার। কেশী কংস বিনাশন শংখ চক্রধর॥ কৃপাময় কর কৃপা কাতর দেখিয়া। জ্ঞান হারায়াছি তব মায়ায় পড়িয়া॥ গোবিন্দ গোপাল গোপ কুলের তারণ। নারায়ণ নিস্তারণ নরক বারণ॥ নবঘন শ্যাম সৃষ্টি পালন পুরুষ। পরমাত্মা পরাৎপর বিনাশ কলুষ॥ পারাবারে প্রভু তব পাদ পদ্ম তরী। পার কর পাপাত্মারে কৃপা দৃষ্টি করি॥ বিধি ভব বাসব না জানে তব গুণ। সগুণ নির্গুণ তুমি আমি অনিপুণ॥ অল্প দোষে দয়াময় টুটালে গুমার। একেবারে চূর্ণ মদ করিলে আমার॥ জানি প্রভু তোমারে তথাপি মম মন। ভ্রান্ত হয় ভ্রমে ভুলে না জানি কারণ॥ ধর্ম্ম হয় যাতে তাহা জানিয়ে নিশ্চয়। তথাপি তাহাতে প্রভু প্রবৃত্তি না হয়॥ অধর্ম্ম যে কর্ম্মে হয় জা- নিহে কারণ। তবুতাতে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি নহে মন। তুমি কর্ত্তা পর

আত্মা হৃদি স্থিতে হরি। যে কর্ম্মে নিযুক্ত কর সেই কর্ম্ম করি॥ ইহাতে কর্তৃত্ব ভার নাহিক আমার। কর্ম্মাকর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম ভাব সে তোমার॥ যে কর্ম্মে আইনু তাহা হলো অনুচিত। যথোচিত দুঃখ মোর হলো বিপরীত॥ স্তবে তুষ্ট কেশব করুণা করি কয়। কি নিমিত্তে আইলে এখন কহত নিশ্চয়॥ শুন প্রভু দয়াময় দিনের তারণ। যে নিমিত্তে আগমন কহি বিবরণ॥ জান প্রভু জগতে অখ্যাতি আমার। গণ্ডগোল দেবঋষ বিদিত সংসার॥ যদি আমি কোন কথা কহি অকস্মাতে। কবে সবে আইল এই কুন্দল লাগাতে। অতএব কহিনু তব জায়া লৈতে ছাঁদে। অন্যেরে ধরিতে নিজ পড়িলাম ফাঁদে॥ আমার এমন ভাব না হয় কখন। যার নামে যোগী তার রমণী হরণ॥ ইহাতে বিশ্বাস তব হইল কেমনে। জেনে শুনে দণ্ড টালে দীনহীন জনে॥ আমি তব নিজদাস শুন ভগবান। দেখিনু দ্বারকা তব অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ॥ প্রভুত্ব প্রকাশ আছে বিবিধ প্রকার। সর্ব্ব সুসম্পন্ন শোভা অতি চমৎকার। কম আছে কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্যে দয়াময়। তা হৈলে আমার মানস পূর্ণ হয়। তাহাতে আইনু তাই করিয়া বিষাদ। যাদ লৈতে পার হরি তবে পুরে সাধ॥ অবন্তী নগরে দণ্ডী নামে দণ্ডধারী। চমৎকার অশ্বিনী দেখিনু ঘরে তারি॥ হয় নাই হবে নাই এমন অশ্বিনী। দিবসে অশ্বিনী থাকে নিশিতে কামিনী॥ দিবসে শওয়ারী হয়ে করে পর্য্যটনে। যামিনী আলাপ করে কামিনীর সনে॥ তব উপযুক্ত ঘুড়ী এই শুভ যোগ। খেদে দুঃখে মরি দণ্ডী করে সুখ ভোগ॥ স্থল তুল সম দণ্ডী তুচ্ছ পরিমান। শৃগাল হইয়া সুখী সিংহের সমান॥ শুনিয়া শ্রীহরি বলে কি বলিলে মুনি। মন হৈল চঞ্চল আবার বল শুনি। আমারে বিশেষ রূপে জানে দণ্ডীরাজ। জানিয়া না দিল ঘুড়ী এত বড় লাজ॥ এমন অশ্বিনী যদি কাননে পাইল। আমারে না দিয়া নিজ সুখেতে রাখিল॥ ইচ্ছা হৈল আমার সে অশ্বিনী দেখিয়া। দূত দ্বারে চাহিয়া অবশ্য আনাইয়া

উদ্ধবক নামে দূতে ডাকাইয়া হরি । কহিলেন যাও শীঘ্র অবন্তী নগরী ॥ কহিবে আমার বাক্য দণ্ডী বিদ্যমান । পাঠালে আমারে আপনি ভগবান ॥ তুমি নাকি পাইয়াছ অশ্বিনী কাননে । ইচ্ছা হইয়াছে তাঁর কাঁদিতে দরশনে ॥ মম স্থানভাগে অশ্ব দেহত সত্বরে । পুনর্ব্বার দিবেন দিবস দুই পরে ॥ যদ্যপি না দেও তবে কহিবে এমন । রাখিতে নারিবে লইবেন নারায়ণ ॥ প্রতিজ্ঞা হৈল তোর শুনহ বচন । অশ্বিনী হইতে তোর অবশ্য মরণ ॥ অচিরাতে যুদ্ধে আসিবেন চক্রপাণি । বাঁচিতে বাসনা থাকে তবে দেহ আনি ॥ যেমন কহিবে শুনে আসিবে তেমন । পরে করিব আমি কর্ত্তব্য যেমন ॥ এই কথা দিয়া দূতে কন নারায়ণ । ভণে কবি উমাকান্ত দণ্ডি বিবরণ ॥

দণ্ডীর নিকটে দূত প্রেরণ ।

বিস্তারিয়া কহিলেন দেব নারায়ণ । শুনিয়া চলিল দূত হয়ে হর্ষিতমন ॥ নানা দেশ ভ্রমিয়া করিয়া পর্য্যটন । অবশেষে অবন্তীতে দিল দরশন ॥ সভা করি বসিয়াছে দণ্ডী নৃপবর । হেনকালে উপনীত কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥ রাজ সম্বোধনে দূত কহিছে বচন । কৃষ্ণ অনুচর আমি শুনহ রাজন ॥ ত্রিভুবন সার হরি জানহ আপনি তাঁহার সম্বাদ কহি শুন নৃপমণি । অরণ্যেতে পাইয়াছ যেই তুরঙ্গিনী । তাহার কারণে পাঠাইলা চক্রপাণি ॥ সেই তুরঙ্গিনী তাঁতে দেহ পাঠাইয়ে । সন্তুষ্ট হবেন কৃষ্ণ অশ্বিনী পাইয়ে নতুবা সসৈন্য রাজা সাজ শীঘ্র গতি । যুদ্ধ করিবেন কৃষ্ণ তোমার সংহতি ॥ এই কথা আমারে কহিলা নারায়ণ । সবংশে মরিবে তুমি অশ্বিনী কারণ ॥ তুরঙ্গিনী দিলে ভয় নাহিক তোমার । যাহাতে কল্যাণ হয় করহ বিচার ॥ দূত মুখে সমাচার এতেক শুনিয়া । ভাবিতে লাগিল দণ্ডী বিস্ময় হইয়া ॥ কি আশ্চর্য্য কথা আমি অশ্বিনী যে পাইলাম । ইহার বৃত্তান্ত কৃষ্ণ জানিল কেমনে ॥

স্থানেতে রাখিয়াছি এই তুরঙ্গিনী ॥ কৃষ্ণকে কহিল কেবা এসব কাহিনী ॥ জানিলাম বিধি মোরে পাষণ্ড হইল । অকস্মাৎ একি মোর প্রমাদ ঘটিল ॥ এই সব দণ্ডী রাজা মনেতে ভাবিয়া । কহিতে লাগিল কথা দূতেরে চাহিয়া ॥ শুনদূত যে কথা কহিলা নারায়ণ । বড়ই আশ্চর্য্য মোর হইল এখন ॥ কোথাবা অরণ্যে পাইয়াছি তুরঙ্গিণী । অশ্বিনী বারতা আমি কিছু নাহি জানি ॥ এই সব কথা তুমি কহ নারায়ণে । স্বরূপ বৃত্তান্ত কহি তব বিদ্যমানে ॥ আপনি গোবিন্দ দেব জগৎ ঈশ্বর । এক অশ্ব চানতি ন আমার গোচর ॥ ধনজন পরিবার যতেক আমার । সকল কৃষ্ণের মাত্র আমি রক্ষাকার ॥ যদি তুরঙ্গিণী আমি পাইতাম বনে । এই ক্ষণে পাঠাইতাম তাঁহার সদনে ॥ গোবিন্দেরে জানাইবে আমার প্রণতি । অনর্থক ক্রোধ কেন করেন শ্রীপতি ॥ দূতবলে দণ্ডিরাজা শুন দিয়া মন । মিথ্যা বাক্য নাহি হবে সত্য এ বচন ॥ এক তুরঙ্গিণী তুমি পাইয়াছ বনে । কহিল নারদ মুনি গোবিন্দের স্থানে কি কারণে কর তুমি মিথ্যা প্রবঞ্চনা । অপ্রিয় কৃষ্ণের সহ কদাচ করো না ॥ যে কথা কহিল কৃষ্ণ শুন নরপতি । তুরঙ্গিণী নাহি দিলে হইবে দুর্গতি ॥ অতএব আপনার যদি রক্ষা চাও । তাঁর তরে তুরঙ্গিণী ত্বরিতে পাঠাও ॥ দূতের মুখেতে শুনি এতেক বচন । উত্তর দিলেন দণ্ডী অতি ক্রোধ মন ॥ কিবা কথা দূত তুমি কহ বার বার । কিবা অপকর্ম্ম আমি করেছি কাহার ॥ কাহার সর্ব্বস্ব আমি লয়েছি হরিয়া । কি কারণে এত কথা পাঠান কহিয়া ॥ কাহার অধীন আমি রাখি কার ধার । তবে কেন এতবাক্য সহিব তাহার ॥ কৃষ্ণের ঘোটক আমি নাহি আনিহরি । অকারণে ক্রোধ মোরে করেন মুরারি ॥ মোর স্থানে অশ্ব নাহি কি দিব তাহারে । যাহা মনে লয় তাঁরে করুন আমারে ॥ দূত বলে মহারাজা মিথ্যা ক্রোধ কর । অল্প বস্তু লাগি কেন সবান্ধবে মর ॥ সত্য করি নরপতি কহিবে আমারে । কোন কথা গিয়া আমি কহিব কৃষ্ণেরে ॥

রাজা বলে মোর স্থানে নাহি তুরঙ্গিণী । কোথা হৈতে তুরঙ্গিণী এনে দিব আমি ॥ এতেক শুনিয়া দূত হইলা বিদায় । দ্বারকা নগরে গিয়া উপনীত হয় ॥ কৃষ্ণের নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া আদ্যঅন্ত যত কথা কহে বিস্তারিয়া ॥ শুন প্রভু নারায়ণ জগৎ ঈশ্বর । অশ্বিনী না দিবে সেই দণ্ডি নৃপবর ॥ বলিল আমার স্থানে নাহি তুরঙ্গিণী । কোথা হৈতে তুরঙ্গী তারে দিব আনি ॥ এত শুনি কুপিত হইল ভগবান । দণ্ডিকে তর্জ্জন করি কহে দূত স্থান ॥ কুবুদ্ধি হইল দণ্ডী চাহে মরিবারে । সবংশে সংহার আমি করিব তাহারে ॥ শুন দূত পুনর্ব্বার যাহ তুমি তথা । দণ্ডি নৃপতিরে গিয়া কহ এই কথা ॥ যদ্যপি জীবন চাও দণ্ডি নৃপমণি শীঘ্র পাঠাইয়া কৃষ্ণে দেহ তুরঙ্গিণী ॥ নতুবা পলায়্যা রাজা যাবে কোথাকারে । দেখিব সংসারে তারে কে রাখিতে পারে ॥ তুচ্ছ বস্তু লাগি কেন বিবাদ বাড়াও । ভুজঙ্গ বান্ধিয়া গলে মরিবারে চাও ॥ এতেক শুনিয়া দূত যায় পুনর্ব্বার । রাজার নিকটে গিয়া কহে সমাচার ॥ দূত বলে দণ্ডিরাজা শুনহ বচন । পুনর্ব্বার মোরে পাঠালেন নারায়ণ ॥ ভাল কর্ম্ম নহে এই শুন নরপতি । অল্প বস্তু লাগি দ্বন্দ কৃষ্ণের সংহতি । কোনছার ঘুড়ী এক তাহার কারণ অনর্থক দ্বন্দ কিছু নাহি প্রয়োজন । সকল মঙ্গল হবে শুন নৃপমণি গোবিন্দ উদ্দেশে দান করো তুরঙ্গিণী ॥ রাজা বলে দূত আমি কি কহিব আর । মোর দূত হয়ে ফিরে যাহ পুনর্ব্বার ॥ ত্রৈলোক্যের নাথ প্রভু দেব নারায়ণ । এতকেন যত্ন তাঁর অশ্বের কারণ ॥ নাহিক কৃষ্ণের দোষ তাহা আমি জানি । বাড়াইল অনর্থ নারদ মহামুনি ॥ ঘুড়ীর বৃত্তান্ত কৃষ্ণ কিছু নাহি জানে । নারদ দ্বন্দ্বের মূল বুঝিনু ভক্ষণে ॥ যদ্যপি গোবিন্দ আজ্ঞা করেন আমারে । রাজ্যপাট ছাড়িয়া যাইব দেশান্তরে ॥ দারাসুত ভ্রাতৃবন্ধু পারি ছাড়িবারে । তথাপিহ তুরঙ্গিণী নাহি দিব তারে ॥ শুন দূত কৃষ্ণেরে কহ আমার বচন । দণ্ডী নাহি দিবে ঘুড়ী থাকিতে জীবন

এতো বলি দূতেরে পাঠায় নৃপবর। অন্তঃপুরে চলি গেল রাণীর গোচর॥ ডাকিয়ে রাণীরে কহে সব বিবরণ। প্রমাদ ঘটিল বল কি করি এখন॥ রাণী বলে মহারাজ এ কোন প্রমাদ। তুচ্ছ বস্তু লয়ে কর কৃষ্ণ সহ বাদ॥ যেই প্রভু নারায়ণ সংসারের সার। হেলায় অসুর গণে করিলা সংহার॥ যাহার সৃজন সৃষ্টি যাহার পালন। তুরঙ্গিণী দিয়ে তুষ্ট কর তাঁর মন॥ চরণ ধরিয়া তাঁর লহ যে শরণ। পাঠাইয়া দেহ অশ্ব গোবিন্দ সদন॥ দেবের দেবতা প্রভু দেবতা প্রভু দেব নারায়ণ। তাহার সহিত দ্বন্দ কর কি কারণ না করিহ মহারাজ এমন সাহস। তুরঙ্গিণী দেহ কৃষ্ণে হইবে পৌরষ॥ পুত্র পরিবার তাম নষ্ট কর কেন। অপযশ ইহাতে না হবে কদাচন॥ রাজা বলে রাজ্যপাট রাজসিংহাসন। পুত্র দারা পরিবার কোন প্রয়োজন॥ সকল ত্যেজিনু আমি যত অধিকার। তথাচ না দিব অশ্ব প্রতিজ্ঞা আমার॥ এত শুনি মহাদেবী তাপিত হইল। রাজার চরণ ধরি কান্দিতে লাগিল॥ গোবিন্দ চরণে প্রাণ করিয়া অর্পণ। দণ্ডী পর্ব্ব উমাকান্ত করল রচন॥

রাজার প্রতি রাজরাণীর প্রবোধ বাক্য।

ত্রিপদী॥

রাজায় বিনয় করি, কান্দেরাণী পাটেশ্বরী, অশ্রুজলে ভাসিল লোচন। অভাগী অপরাধি, এত বিড়ম্বনা বিধি, কেন কৈল হয়ে নিদারুণ। শুন প্রভু মোর বাণী, সঙ্গে লহ তুরঙ্গিণী, ভজ গিয়া গোবিন্দচরণ। সেবক বৎসল হরি, অনাথেরে দয়া করি, রাখিবেন তোমার জীবন॥ সর্ব্বদা কৃষ্ণেরে ভজ, আপনি কুবুদ্ধি ত্যজ, তবে কৃষ্ণ করিবেন দয়া। কোন বস্তু ঘুড়ী লাগি, সকল সংসার ত্যাগি, কেমনে ছাড়িতে চাহ মায়া॥ মনেতে ভাবিয়া দেখ, ত্রিভুবনে হেন লোক, কে রাখিবে কৃষ্ণ যার বৈরী।

অতএব মহারাজ, সকল কুবুদ্ধি ত্যজ, ঘুড়ী দিয়া তুষ্ট কর হরি।। যদ্যপি না শুন কথা, ঘুড়ী লয়ে যাবে যথা, কোন স্থানে নাহি পরিত্রাণ। মোর বাক্য মনে ধরি, ভজ গিয়া নরহরি, তবে হবে সকল কল্যাণ।। উৎপত্তি প্রলয় লয়, কটাক্ষে যাহার হয়, তাঁর অরি কর মহাশয়। গোবিন্দের ক্রোধ হৈলে, রক্ষা নাহি ভূমণ্ডলে বিরিঞ্চি সহায় যদি হয়।। বড়২ মহারাজ, আছিল ধরণী মাঝ সে সকল ভুবনে বিখ্যাত। যাগ যজ্ঞ আদি কর্ম্ম, করিলেক নানা ধর্ম্ম, উদ্দেশেতে সেই জগন্নাথ।। তাহার করুণা মতি, হইল যাহার ভক্তি, ক্ষিতিতলে ধন্য সেই জন। নানা সুখ ভোগ করে অনায়াসে যায় তরে, অন্তে হয় বৈকুণ্ঠে গমন।। দৈত্যগণ মহা বলে, জন্মেছিল ক্ষিতিতলে, দেবগণে হিংসিল বিস্তর।। বধিবারে সে সকলে, জন্মিলেন ক্ষিতিতলে, নানারূপে প্রভু গদাধর মারিয়া অসুরবর, স্থাপিলেন পুরন্দর, কেবল ইঙ্গিতে লিলা করি খণ্ডাতে পৃথিবীর ভার, সেই প্রভু অবতার, দৈবকীর উদরে শ্রীহরি।। কংসকেশী বৎসাসুর, করিল ইঙ্গিতে চুর, পুতনা বধিলা মায়াছলে। অপার মহিমা তাঁর, ত্রিভুবনে সারাৎসার, অনন্ত অনাদি যাঁরে বলে।। ভজিলে কৃষ্ণের পায়, যশকীর্ত্তি পাবে রায় অনর্থক না করিহ দ্বন্দ্ব। পুত্রতব শিশুমতি, আমিহ অবলা জাতি নাহি প্রভু বুঝি ভাল মন্দ। পাত্র মিত্র প্রজাগণ, অনুরক্ত সর্ব্ব জন, তোমা বিনে অন্য নাহি জানি। হেন রাজ্য ধন জন, পাত্র মিত্র প্রজাগণ, নষ্ট কেন কর নৃপমণি।। রাণী যত বুঝাইল, নানা মতে স্তুতি কৈল, না ফিরিল নৃপতির মন। এখন জানিনু দড়, বিধাতা বৈমত্ব বড়, কর্ম্মভোগ না রয় খণ্ডন।। রমণীর বাক্য শুনি, তবে দণ্ডি নৃপমণি মহাক্রোধে বলিছে বচন।। মিথ্যা মায়া প্রবঞ্চনা, বারেং কহিও না, কিছু না কর মোর মন।। যদি তুমি হও সতী, আমি যদি তোর পতি, হেন বাক্য না বলিহ মোরে। কৃষ্ণকে না দিব হয়, কহিলাম সুনি .য়, এই সত্য কহিনু

তোমারে ।। প্রতিজ্ঞা করেছি কভু, তুরঙ্গিনী নাহি তবু দিব তারে থাকিতে জীবন । কৃষ্ণ কি করিবে মোর, পুনঃ২ এত জোর, ভয় তারে কিসের কারণ ।। রাজার মনের আশ, শুনিয়া নিষ্ঠুর ভাষ, রাণীর বড় হৈল হুতাশ । বুঝিনু নৃপ তোমার, নিস্তার নাহিক আর, বিরচিল উমাকান্ত দাস ।।

রাজা কৃষ্ণের ভয়ে পলায়ন করে ।।

রাজারে বলিছে রাণী বিমর্ষ হইয়া । বুঝাইল নানামতে বিনয় করিয়া ।। না শুনিল কার বাক্য দণ্ডি নরপতি । তুরঙ্গিণী সাজাইল অতি শীঘ্রগতি ।। পুত্রে ডাকি রাজ্য পাট করি সমর্পণ ।। তুরঙ্গিণী চড়ি রাজা করিল গমন ।। আপনার রক্ষা হেতু প্রাণ কারণ । কৃষ্ণের বিপক্ষ জনে করে অন্বেষণ ।। স্মরণ হইল রাজা সাগরে তখন । বিনা অপরাধে তারে করেছে বন্ধন ।। অতেব তাহার মনে আছে জত ক্রোধ । রাখিলে রাখিতে পারে হয় হেন বোধ ।। নিরাশার আশা মনে করিয়া বিস্তার । অশ্ব আরোহণে গেল যথায় সাগর ।। প্রণাম করিয়া রাজা সমুদ্র চরণে নিবেদন করে অতি বিনয় বচনে ।। সত্ত্ব গুণান্বিত অম্বু পাত শুভ্র রুচি । পরশিলে তোমারে ত্রিলোক হয় শুচি ।। তুমি পরাৎপর বস্তু অগাধ সলিল । লঙ্ঘিবতে তোমারে নারে আপনি অনিল ।। ধরণীর আবরণ তুমি মহাধন্য ।। তুমি না রাখিলে ধরা হয় তেজশূন্য ।। ভক্তে ভীত হয়ে লয় যে তব শরণ । ত্রৈলোক্য বিজয়ী সেই নাহিক মরণ ।। তোমার মাহাত্ম্য আমি কিকহিবআর ত্রিলোকতারিণী গঙ্গা রমণী তোমার । তোমার সেবায়রত দেবতা বাসবে । সেতু দিয়া লঙ্কা জয়ী করিল রাঘবে ।। স্তব শুনি অম্বুনিধি জিজ্ঞাসে রাজায় । কি নিমিত্তে এত স্তব করিছ আমায় ।। অবন্তীর রাজা তুমি কুলে শীলে ধন্য । আমার নিকটে আগমন কোন জন্য ।। দাণ্ড কহে মহাশয় [illegible]

রাখ রই নৈলে প্রাণ যায় ।। এক দিন মৃগয়াতে গিয়াছিনু বনে । দেখা হৈল দৈব এই অশ্বিনীর সনে ।। লয়ে গিয়াছিলাম আমি আপন ভবনে । এই বার্ত্তা পাইলেন দেব নারায়ণে ।। বারেং অশ্বিনীরে মোর স্থানে চায় । আমি অশ্ব ভালবাসী নাহি দিনু তায় ।। আমারে মারিয়া ঘুড়ী লবে নারায়ণ । প্রাণ রক্ষা হেতু লব তোমার শরণ ।। সে তোমার অপমান করে বারবার । আপন মহত্ত্ব তুমি রাখ এইবার ।। তাহইতে যদি রক্ষা কর মোর প্রাণ । তবেত তোমার হয় সংস্থাপন মান ।। শুনিয়া জলধি কহে সে বড় প্রমাদ । বায়স বিনতা সুত সহিত বিবাদ । অনাদির আদি হরি দেব ভগবান । ত্রিভুবনে তাঁর হাতে কে করিবে ত্রাণ ।। বিধি ভব ক্লাব হইতে হে অবাধ্য । কৃষ্ণ বিবাদিরে রাখে কার এত সাধ্য ।। আমি যার অজ্ঞায় সলিল হয়ে রই । ক্ষণমাত্র আপনার স্ববশেতে নই ।। সপ্ততাল জল মোর দিনে বৃদ্ধি হয় । যাহার আজ্ঞায় দেখ এই সব হয় ।। যাহার অজ্ঞায় আমি হইয়াছি জড় বদ্ধ আছি ধরাসহ নাহি লড় চড় ।। সেই প্রভু পরমাত্মা দ্বারকার নাথ । তার সনে বিবাদ এ বিষম উৎপাত ।। সে যদি তোমারে মারে নাহিক নিস্তার । রাখিতে নারিব ক্ষুদ্র আমি কোন ছার ।। কীটস্থ কীটের মধ্যে নাহিক গণন । অসংখ্য বিশ্বের পতি সেই নারায়ণ ।। ছাড় দ্বন্দ্ব রাজা শুন বচন আমার । হিতউপদেশ দিই বিপদে তোমার ।। অশ্বিনী কৃষ্ণেরে দিয়া করহ পীরিত । তবে তব কুশল হইবে সুনিশ্চিত ।। নতুবা প্রমাদ হবে হারাইবে প্রাণ । উমাকান্ত কহে না পাইবে পরিত্রাণ ।।

ত্রিপদী ।।

সাগরের বাক্য শুনি, কহে দণ্ডি নৃপমণি, বিবিধ প্রকারে দু
ভৎসি তায় । ধিক২ অম্বুপতি, অকারণ তব মতি, কিছু ঘৃণা না
নাহিক তোমায় ।। মনে কর তুমি উচ্চ, এবে জানিলাম তুচ্ছ, কা

পুরুষ ক্ষুদ্র বিবেচনা। যেবা করে মান হতঃ তারি হও পদানত বুঝা গেল যত বীরপনা ।। অতল পরশে জলঃ তাতে ফেলি বৃক্ষ দলঃ বন্ধন করিল করি দাপ। শৃগাল কুকুর আদিঃ পার হৈল জলনিধিঃ এহাতে কি আছে মনস্তাপ ।। বিস্তর কি কব আমিঃ সহজেতে নীচগামীঃ তব বুদ্ধি অতি সাধারণ। যেবা মানহানি হয়ঃ তারে কেন এত ভয়ঃ বুঝা গেল প্রভুত্ব যেমন ।। আপনারি বুদ্ধি ভুলঃ জানি তব আদ্যমূলঃ মিছা রত্নাকর অভিধানে। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র তরঃ জানি তোরেরে সাগরঃ অগস্ত গণ্ডুষে করে পানে সাগর কহেন তুমঃ বাক্য হলে তাই আমিঃ কায নাই বিস্তর কথায়। মোর কাছে হবে নাঃ যাহ তুমি অন্য ঠাঁইঃ প্রাণ রক্ষা পাও হে যথায় ।। উঠ্যায় কারয়া ভরঃ চলে দাণ্ড নৃপবরঃ সদা সচিন্তিত চিন্ত হয়। আর হেন কেবা আছেঃ যাইব কাহার কাছে কেবা মোরে দিবেক অভয় ।। অনুমান করে রায়ঃ সভয়ে কম্পিত কায়ঃ অশ্বশালা হইল মোর কাল। উপায় না হেরি দেখিঃ কিরূপে জীবন রাখিঃ যাদব বিষম হইল শাল ।। মনে চিন্তে মহীপালঃ দন্তবক্র শিশুপাল বিপক্ষ কৃষ্ণের দুই জন। বুঝি ভাব অনুভাবে তথা প্রাণ রক্ষা পাবেঃ তাহাদের লইব শরণ ।। অশ্ব আরোহণ করিঃ অবন্তীর দণ্ডধারীঃ উপনীত হইল তথায়। দণ্ডিরে দেখি আশ্রমেঃ শিশুপাল সসম্ভ্রমেঃ অভ্যর্থনা করিয়া বসায় ।। জিজ্ঞাসিল কি কারণঃ আগমন হে রাজনঃ কহ মোরে শুনিব এখনি ।। আজি নিশি সুপ্রভাতঃ দরশন অকস্মাৎঃ চিরদিনে হইল মিলন প্রেমালাপে দুই জনঃ ঘনং আলিঙ্গনঃ করে দুই অবনীর পতি। পরে দণ্ডি মহিপালঃ বলে শুন শিশুপালঃ এবে দুঃখ পাইতেছি অতি ।। মৃগয়াকারণে রাজঃ গিয়াছিলাম বনমাঝঃ দৈবের ঘটন শুন পরে। ভ্রমিলাম বনেঃ হরিণীর অন্বেষণেঃ পাইনু এক ঘুড়া তদন্তরে ।। অতি মচৎকার কায়ঃ উচ্চৈঃশ্রবার প্রায়ঃ পরিপাটি খুর চারিখান। মনাধিক্য গতি অরেঃ যার অগ্রে যাওয়া ভারঃ

নাহি আর এমন অশ্বিনী ।। নাহি জানে অন্য জনেঃ রাখিলাম যতনেঃ নারদ জানিয়া তত্ত্ব তার ।। কৃষ্ণেরে কহিল মুনিঃ তিনি এ বৃত্তান্ত শুনিঃ তার ইচ্ছা হৈল লইবার ।। অশ্বিনী আমার ধনঃ অশ্বিনী মম জীবনঃ অশ্বিনী দিলাম নাহি আনি ।। সবংশে সংহার করিঃ লইবে অশ্বেরে মারিঃ বাসুদেব দ্বারকার স্বামী ।। প্রাণ ভয়ে দেশেঃ ভ্রমণ করিয়ে এসেঃ শেষে লইনু তোমার শরণ তুমি কুলে শীলে ধন্যঃ ভূপতির অগ্রগণ্যঃ রক্ষা কর আমার জীবন ।। তুমি ধীর মহাবীরঃ পরিপাল পৃথিবীরঃ আশ্রয় আমারে দেহ তুমি । কবি উমাকান্ত কয়ঃ সভয়ে দিলে অভয়ঃ যশে পরিপূর্ণ হবে তুমি ।।

পয়ার ।।

নানা দেশ দেশান্তর দেখিনু ভ্রমিয়ে ।। তোমার শরণ লইনু অসার ভাবিয়ে ।। ভীত হইয়াছি ভয় করহ ভঞ্জন । ভ্রান্তিতে জন্মেছে ভুল না কর বঞ্চন ।। স্থির কর থরঃ কাঁপিছে শরীর । বিপদে বাচাও প্রাণ তুমি মহাবীর ।। শিশুপাল কহে শুন অবন্তীর পতি । যে কথা কহিলে তুমি অসম্ভব অতি ।। অশ্ব হেতু করিয়া কৃষ্ণ সহ বাদ । শিরে সর্পাঘাত তব ঘটেছে প্রমাদ ।। যদুবংশ দুষ্ট অতি মহাবলবন্ত । প্রতাপে পৃথিবী কাঁপে ডরায় কৃতান্ত ।। আমার মাতুল পুত্র কৃষ্ণ বলরাম । তাহাদের সহ মোর বাদ অবিশ্রাম ।। বলভদ্র মহাবীর বলে মহাবল । নিস্তার নাহিক তার প্রহারিলে হল ।। আমি কিন্তু তাহাদের নাহি করি ডর । আমারে আমারে জিনিতে নারে করিয়া সমর ।। রাখিলে রাখিতে পারি তোমারে রাজন । কিন্তু আছে কিঞ্চিৎ ইহাতে বিবরণ ।। শত্রু কিম্বা মিত্র হউক আপনার ঘর । একত্রেতে মিলি বাদ করিলে অপর যদ্যপি তোমারে আমি রাখি মহারাজ । বসুদেব মাতুল দিবেন মোরে লাজ ।। শেষে হবে অপযশ রাখিতে নারিব । ধর্ম্ম লোপ হবে শেষে নরকে মজিব ।। কায কিউৎপাতে এত শুনহে রাজন ।

অশক্ত রক্ষণে আমি করহ গমন ।। বলহীন যেইজন প্রাণে এত ভয়। তারে হেন কর্ম্ম করা উচিত না হয় ।। ঘোড়া দিয়ে তার কাছে লহ গে শরণ । সর্ব্বদিক রক্ষা হবে বাঁচিবে জীবন ।। দণ্ডী বলে ভাল২ থাকুন আপনি । আর কেন কহ মিছে বিস্তর কাহিনী ।। মধ্যস্থ মানিতে আসি নাই মহাশয় । যত বড় বীর তুমি বুঝিনু নিশ্চয় । আর কেন কথা কহ করহ বিশ্রাম । বৈসে শিশুপাল হে আমার রাম২ ।। বিদায় হইয়া দণ্ডী করিল পয়ান । অস্থির ভাবিয়া ভয়ে উড়িল পরাণ ।। সমুদ্র বৈমুখ হলো শিশুপাল তাই । আর কে এমন আছে কার কাছে যাই ।। অতএব বুঝিলাম নাহিক নিস্তার । আমার জীবন রক্ষা কে করিবে আর ।। ভাবিল ভূপতি ভাল মনে হৈল আর । মগধের পতি জরাসন্ধ নাম তার ।। যার ভয়ে মথুরার বাস তেজি হরি । পরিবার সহ রহে জলে বাস করি ।। তাহার নিকটে গিয়া লইব শরণ । তবে হৈতে পারিবেক এ দুঃখ মোচন ।। ভাবিতে২ ভূপ করিল গমন । মগধ দেশেতে গিয়া দিল দরশন ।। দেখে জরাসন্ধ পুরী অতি মনোহর । সপ্ত গড়ে বেষ্টিত মহল পরিসর ।। জিনিয়া অমর তুল্য কি বলিতে পারি । প্রথম দুয়ারে দ্বারি কাল দুই গারি । শত্রু পক্ষ আইলে চাপিয়া মারে তারে । অহি২ দুই দ্বারা রহে দ্বিতীয় দুয়ারে । এমন প্রকারে কত আঁটাআঁটি জুড়ে । শমন সমান দাপ বায়ু নাহি নড়ে ।। প্রবেশ হইয়া পুরে দণ্ডী দণ্ডরায় । উপনীত জরাসন্ধ বসিয়া যথায় ।। প্রণাম করিল আসি ভূপতির পায় । দণ্ডিরে দেখিয়া রাজা সম্ভ্রমে বসায় ।। জিজ্ঞাসেন গমন কি হেতু মহারাজ । অভিপ্রায় বুঝি হেথা আছে কোন কায ।। অবন্তীর অধিপতি দণ্ডিরাজা কয় । যে জন্যে গমন হেথা শুন মহাশয় ।। কি আর কহিব ক্লেশ হৈল যথোচিত । সঙ্কট সংশয় প্রাণ হয়েছি ব্যথিত ।। প্রাণ যায় রক্ষা কর লইনু শরণ । অনুগত আশ্রিত হইনু হে এখন ।। কহে জরাসন্ধ রাজা শুনে বিবরণ । একেবারে ব্যস্ত এত কেন হে রাজন ।। কি তব হয়েছে হেন

কহত আমায়। বুঝিলে হবার হয় রাখিব তোমায় ॥ দণ্ডী কহে শুন তবে বলি বিবরণ। এক দিবসের কথা দৈবের ঘটন ॥ মৃগয়া করিতে ধাইল মোর মন। সৈন্য সহ প্রবেশিনু গহন কানন ॥ নানাবিধ শীকার করিনু সেই বনে। পরেএক অশ্বিনী দেখিলাম নয়নে ॥ দেখিনাই জনাময়ে সে রূপের হয়। চঞ্চল চরণ চারু চন্দ্র হয়েলয় ॥ আকাঙ্ক্ষা হৈলমনে ধরিতে ঘোটকী। বিস্তর ভ্রমিয়ে ধরে হইনু কৌতুকী। আরোহণে অভিলাষ হইল অতিশয়। সযত্নে রাখিনু তারে আপন আলয় ॥ কেমনে পাইল বার্ত্তা নারদ তাহার। কহিল কৃষ্ণের কাছে সব ব্যবহার ॥ দূত পাঠাইল মোর কাছে চক্রপাণি। পাঠাইয়ে দিবে দণ্ডী আমারে অশ্বিনী ॥ সংবাদ শুনিয়া আমি হইনু ত্রাসিত। অশ্ব দিতে নারিলাম হইনু বাধিত পুনঃ কহিয়াছে সে দণ্ডধারী। অশ্বিনী লইব তোরে সংগ্রামেতে মারি ॥ অতি প্রিয় ঘুড়ী আমি দিতে নারি তায়। অতএব নম ভার দিলাম তোমায় ॥ শুনে জরাসন্ধ কহে শুন মহাশয়। তুচ্ছ ঘোটকার হেতু বিষম জঞ্জাল ॥ যদুবংশ সহ দ্বন্দ্ব করিয়াছ তুমি ইহাতে কি সহকার করিব হে আমি ॥ তুচ্ছ কৃষ্ণ সহ কেন কাহার ভুবন। তুচ্ছ হেতু করিব কি নীচ সহ রণ ॥ বিজ্ঞ হলে করিবেক এমত বিধান। যাহে আপনার রাখিবেক মান ॥ ছেড়ালেঠা করে লেঠা বাড়ানি যে নয়। অপযশ অপৌরুষ উমাকান্ত কয় ॥

লঘুত্রিপদী।

জরাসন্ধ বলে, দণ্ডিরে কৌশলে, শুন অবন্তীর পতি। আমার বচন, শুনহ রাজন, সুউপায় হে সংপ্রতি ॥ আমি কি করিব, রাখিতে নারিব, কহি শুন সমাচার। নীচসহ রণ, করে কি এমন, মান যাবে আপনার ॥ আমার বচনে, দেহ নারায়ণে, তুরঙ্গী ত্বরিত রায়। নতুবা তোমার, না দেখি নিস্তার, প্রাণে বাঁচা হবে দায় ॥ দণ্ডি রাজা কয়, শুন মহাশয় ঘোটকী দিলাম তায়।

মানসে যে পণ, করেছি রাজন, সে প্রতিজ্ঞা মোর যায়॥ ক্ষত্রির এ নীত, আছে যে বিদিত, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গেতে পাপ। যায় যাবে প্রাণ তবু নহে আন, নাহিক হয় প্রতাপ॥ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিয়া, লোকে মজিব ইহাতে কাতর প্রাণ। বিশেষ সমাজ, মাঝে পাব লাজ, যথোচিত অপমান॥ জরাসন্ধ কয়, এ কথা নিশ্চয়, কিন্তু রাখিতে না পারি। যাহ অন্যস্থান, যথা পাও প্রাণ, বল্লীর অধিকারী॥ চলে দণ্ডিরায়, হইয়া বিদায়, অশ্বে করি ভরাভর। ভাবে মনে মন, কি করি এখন, ভয়ে কাঁপে কলেবর॥ দেশ দেশান্তর, ভ্রমে অতঃপর, সদা বিবেকির প্রায়। সদা সচকিত, ক্লেশ যথোচিত, বর্ণনে নাহিক যায়॥ গৌড়ীভূ ভুলিঙ্গ কর্ণাট কলিঙ্গ, আলিঙ্গ পঞ্চাল দিল্লী। কত কব নাম, ভ্রমে কত গ্রাম, অনেক নগর পল্লী॥ তিরোট তৈলঙ্গ, উৎকল সারঙ্গ, মাড়য়ার গুজুরাট দ্রাবিড় মথুরা অযোধ্যা আগরা, চ গ্রাম হিঙ্গুলাট॥ কাশীকাঞ্চী মায়া, কাম রূপ গয়া, প্রয়াগ নেপাল দেখি। মদ্র মল্ল রঙ্গ, বীর অঙ্গ বঙ্গ, মরাট জলামুখি॥ সকাতরে অতি, দণ্ডি নরপতি, চিন্তে রাখিতে জীবন। কহে জনে জনে, কেহ নাহি শুনে, নাহিক দেয় শরণ॥ বিধি ভব শেষ, গণেশ দিনেশ, সুরেশ ধনেশ শমন। রমা শ্যামা বাণী সাবিত্রী সর্ব্বাণী, অরুণ বরুণ যম॥ গ্রহ তারাগণ, অশ্বিনী নন্দন, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর। দানব বিহগ, অপসর উরগ ষড় বদন খেচর॥ যোগী ঋষি জন, মনু মুনিগণ, সকলে নৈরাশ্য করে কৃষ্ণ সনে বাদ, বুঝিয়া প্রমাদ, কেহ রাখিতে না পারে॥ বন উপবন করি পর্য্যটন, শ্রান্ত হৈল দণ্ডিরায়। ত্রাণ না পাইয়া কাতর হইয়া, শেষে গেল হস্তিনায়॥ তটিনীর তীরে কম্পিত শরীরে, বসিয়া ভাবিত অতি। বলে যদি ত্রাণ, করে মোর প্রাণ, দুর্য্যোধন নরপতি॥ আশ্বিনীরে রায়, লইয়া তথায়, ক্ষণে করে নিরীক্ষণ। উমাকান্ত কয়, দণ্ডী ভাবে ভয়, বুঝিবা যায় জীবন॥

দুর্য্যোধন নিকটে দণ্ডির আগমন ।

ত্রিপদী ॥

অন্তরে বিষাদ গণি, তথা হৈতে নৃপমণি, ধীরেং করিল গমন । ভেবে কিছু নাহ পায় করিবেক কি উপায়, ভয়ে ভীত বিষণ্ণ বদন ॥ কিকরিব কোথা যাব, কারবা শরণ লব, কেবা মোরে করিবে রক্ষণ । এ ঘোর সঙ্কটে আর, নাহি দেখি পারাপার, হেন বীর আছে কোন জন ॥ এবড় রহিল শোক, ভ্রমিলাম ত্রিলোক কেহ মোরে না হৈল সহায় । বুঝিলাম সারোদ্ধার, আমার নিস্তার আর কোন মতে নাহিক উপায় ॥ কিন্তু এক অনুমানি, ক্ষত্রিবংশ চূড়ামণি, মহাবীর রাজা দুর্য্যোধন । মহারথী যত, আছে তার অনুগত, পরাক্রমে দ্বিতীয় শমন ॥ লইলে আশ্রয় তার, কদাচিৎ পরিহার, না করিবে হইবে সহায় । এইযুক্তি মনে করি, অবন্তীর অধিকারী, দ্রুতগতি গেল হস্তিনায় ॥ সভা করি কুরুপতি বসিয়াছে মহামতি, পাত্র মিত্র বন্ধুগণ লয়্যা । হেন কালে আচম্বিত, দণ্ডি রাজা উপনীত তরঙ্গিণী আরোহণ হয়্যা ॥ দেখি রাজা দুর্য্যোধন, সম্ভ্রমে উঠি তখন, বসাইল দিয়া সিংহাসন । সমাদর করি অতি, জিজ্ঞাসেন কুরুপতি কহ রাজা কি হেতু গমন ॥ দণ্ডি নরপতি কয়, শুনকুরু মহাশয়, অবধানে মোর নিবেদন । মৃগয়া করিতে বনে, এই তরঙ্গিণী সনে, পথ মধ্যে হৈল দরশন ॥ প্রকারে বন্ধন করে, বনে হৈতে আনি ধরে, ত্রিজগতে কেহ নাহি জানে । কি রূপে নারদ মুনি, এ সব বৃত্তান্ত শুনি, কহিলেন কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥ বিনা অপরাধে হরি, আমারে সংহার করি, লইবেন এই তুরঙ্গিণী । নাহি জানি ভাল মন্দ, অনর্থক মিছে দ্বন্দ্ব, করিবারে চান চক্রপাণি ॥ নিরাশা ভাবিয়া মনে ভ্রমিলাম ত্রিভুবনে, কেহ মোরে নাহি দিল স্থান । এ ঘোর বিপদার্ণবে, তুমি না রাখিলে তবে, আমার নাহিক পরিত্রাণ ॥ এ কারণে মহাশয়, লইনু তব আশ্রয়, নির্ভয় করহ দিয়াস্থান । নতুবা

কোথায় আর, লইব শরণ কার, কেবা মোরে দিবে প্রাণদান ॥ যথা গিয়াছিল, একে একে নিবেদিল, পূর্ব্বাপর যত বিবরণ । দণ্ডির এতেক বাণী, রাজা দুর্য্যোধন শুনি, কহিছেন করি সম্বোধন ॥ শুনহ দণ্ডি রায়, এবড় বিষম দায়, কেবা সায় দিবে এ কথায় । কৃষ্ণের বিপক্ষ তুমি, কেমনে রাখিব আমি, অকর্ত্তব্য থাকিতে হেথায় ॥ করেছ দারুণ দোষ, তেয়াগিয়া অভিরোষ, সন্তোষ করহ নারায়ণে । সকল মঙ্গল হবে নতুবা করহ তবে, যেবা যুক্তি লয় তব মনে ॥ যে কৃষ্ণ কপটে ছলি, পাতালে লইল বলি, নির্ভয় কৈল শচীপতি । পরশে সে পদ ধূলা, অনেক কালের শিলা, অহল্যা পাইল দিব্যগতি ॥ বিষম অগ্নির কুণ্ডে, সমুদ্র হস্তির শুণ্ডে যেই প্রভু রাখিল প্রহ্লাদে । সেই গোবর্দ্ধন, ধারী, রক্ষা কৈল গোপ নারী গোকুলেতে ইন্দ্রের বিবাদে ॥ কে জানে তাহার তত্ত্ব, তিনি তম রজঃ সত্ত্ব, কৃপাসিন্ধু গুণের ঠাকুর । কবি উমাকান্ত কয়, শুন দণ্ডি মহাশয়, তার প্রতি ক্রোধ কর দূর ॥

পয়ার ॥

অভিমানী হয়ে রাজা করে নিবেদন । শুন কুরু চূড়ামণি রাজা দুর্য্যোধন ॥ যত আশা ভরসা আমার ছিল মনে । নিরাশা হইল সব বুঝিনু এক্ষণে ॥ বিজ্ঞ তুমি সুপণ্ডিত সকলি বিদিত । হেন বাক্য তোমার কথন অনুচিত ॥ ক্ষত্রি প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম যেমত বিধান পূর্ব্বাপর আছে বেদ বিধির প্রমাণ ॥ কৃষ্ণে দিতে অশ্বিনী আটক নাহি এর । পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞায় লাগিয়াছে ফের ॥ তুরগী লইয়া কৈনু মানসেতে পণ । নাহি দিব অন্য জনে থাকিতে জীবন ॥ আপনা রাখিতে কৃষ্ণে অশ্বিনী অর্পিব । ধর্ম্মলোপ হবে মহা রৌরবে ডুবিব ॥ ধর্ম্ম মান গেল যদি থাকিয়া ভুবনে । তবে বল কি ফল এ বিফল জীবনে ॥ দুর্য্যোধন বলে মৃত্যু বান্ধিয়াছ গলে । জানিয়া পতঙ্গ প্রায় পড়িলে অনলে ॥ বুঝিয়া করিতে হয় প্রতি

জ্জার কালে। দুর্ব্বলের গৌরব থাকয়ে কোন কালে ॥ অসিদ্ধ যে জন যদি সিদ্ধ হতে চায়। বিভীষিকা দেখে পরে ভঙ্গ দিয়া যায় নাহি যার পিছে বল সদা তার ভয়। এমন প্রতিজ্ঞা তার করা মত নয় ॥ শুনে দণ্ডী কহে শুন রাজ দুর্য্যোধন। যাহবার হই- য়াছে চারা কি এখন ॥ অসার ভাবিয়া লইনু তোমার শরণ। ত মত অশক্ত মোরে করিতে রক্ষণ ॥ জানিয়া ক্ষত্রির ধর্ম্ম গুণে গুণ নয়। ত্যজিলে শরণাগত দেখিয়া বিস্ময় ॥ সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া যেই রাখিতে জীবন। অনুগত ভাবে লয় যাহার শরণ ॥ সে যদি না রক্ষাকরে করে পরিত্যাগ। ত্রিভুবনে কেবা তার করে অনুরাগ ধিক তার বীরপণা ধিক তার যশ। ধিক তার ধর্ম্ম নীতি চরিত্র পৌরুষ ॥ শুনিয়া ভূপতি কহে বল কিবা করি। ভেক হয়ে সর্প সঙ্গে বাদ করে মরি ॥ শাস্ত্রের প্রমাণ তুমি কহিলে বিস্তর। আতুরে নিয়মনাই শাস্ত্রের উত্তর ॥ তোমারে রাখিলে হে আ- পনি প্রাণে মরি। ইহার উপায় এখন বল না কি করি ॥ অন্য ধর্ম্ম কিবা আছে কি দেখাবে আর। শাস্ত্রে বলে আত্মরক্ষা সর্ব্ব ধর্ম্ম সার ॥ অধর্ম্ম আমার হে তোমারে কি করিবে। যে করিবে ধর্ম্মাধর্ম্ম সেই সে ভোগিবে ॥ এত যদি দুর্য্যোধন বলিল বচন। নৈরাশ হইয়া দণ্ডি ভাবে মনেমন ॥ বলে আমি ভ্রমিলাম সকল সংসার। আমারে রাখিতে শক্তি না হইল কার ॥ শিশুপাল সাগর ভূপতির জরাসন্ধ। দুর্য্যোধন আদি আর যত নৃপবৃন্দ। মোরে রক্ষা করিতে নারিল কোন জন। আর নাহি হেন কেহ করে যে রক্ষণ ॥ অবশেষ অপেক্ষা ভূপতি যুধিষ্ঠির। ধর্ম্ম অব তার পঞ্চ ভাই মহাবীর ॥ তাহার নিকটে গিয়া লইব শরণ। যদি দয়া করি রাখে আমার জীবন ॥ আরবার ভাবেমনে করিয়া সংশয়। অভেদ পাণ্ডব কৃষ্ণে ভিন্ন ভেদ নয় ॥ আমার বিপক্ষ বৈরী সেই যদুরায়। দেয় কি না দেয় স্থান পাণ্ডব আমায় ॥ কদা চিৎ না রাখিবে পাণ্ডুর কুমার। ভাবেবুঝা যায় যাওয়া যুক্তি

মুহে আর ॥ বিপদে পড়িলে হলে ভুল সুমন্ত্রণা। স্থির নাহি হয় মনে উঠে কত নানা ॥ পুনঃ দণ্ডী বলে গেলে খ্যাতি কিবা আছে সমাধান বিরোধ করিব তার কাছে ॥ পাণ্ডবের সখা হরি জানে সর্ব্বজন। অবশ্য রাখিবে যুধিষ্ঠিরের বচন ॥ প্রাণ রক্ষা না হইল ভ্রমি ত্রিভুবনে। প্রাণ রক্ষা হেতু ঘুড়ী দিব নারায়ণে ॥ সর্ব্ব দিক রক্ষা হবে থাকিব বজায়॥ আর বার ভাবে মনে এত বড় দায় ॥ কেশবে অশ্বিনী দিয়া করিব পীরিত। অপমান হবে ক্ষিতি কুযশে পূর্ণিত ॥ না দিলে মারিবে প্রাণে দ্বারকার নাথ। উভয় সঙ্কট হৈল শাঁখের করাথ ॥ প্রতিজ্ঞায় পার নাহি হবে কদাচন প্রতিজ্ঞার প্রমাণ আছে দেখ দশানন॥ হরিয়া জানকী রাজা প্রতিজ্ঞা করিল। না দিল জানকী রামে সবংশে মরিল ॥ কৃষ্ণবাক্যি আরে তবে হবে অপমান। আপনা আপনি প্রাণ করি সমাধান ॥ এদিক উদিক হবে দুদিক রক্ষণ। জাহ্নবী জীবনে গিয়া ত্যজিব জীবন ॥ মুক্ত হব অনায়াসে এড়াব যন্ত্রণা। অহিকে যা হউক পাবে পার্থকে লাঞ্ছনা ॥ বিদায় হইল দণ্ডি রাজার নিকটে। অশ্বসহ উপনীত জাহ্নবীর তটে ॥ বুঝিস আসার সার গঙ্গার চরণ। মুক্ত কর মন্দাকিনী আমি অভাজন ॥ একমনে করে ভূপ গঙ্গার স্মরণ বিরচিল উমাকান্ত দণ্ডি বিবরণ ॥

গঙ্গারস্তব ॥

কেশব চরণোদ্ভব কলুষ বিনাশিনী। কমণ্ডলু সম্ভব কয়ে কমণ্ডলু বাসিনী॥ কল্যাণ কারিণী কৃষ্ণ দেহ দ্রব রূপিণী। কর পার কাতরে গো তিন লোকব্যাপিনী ॥ মকর বাহিনী মহেশের মন মোহিনী। চিদানন্দ ময়ীশক্তি স্বয়ম্ভুবা সোহিনী ॥ জগদম্বা জল রূপা জয়ং ভামিনী। বিশ্বময়ী বিশ্বরূপা দিবা সন্ধ্যা যামিনী ॥ ভাগীরথী ভোগবতী ভব ভয় হারিনী। ত্রাণ কর তাপিতে মা

ত্রিভুবন তারিণী॥ শৈলসুতা সপত্নী ভুরিত্ত বিনাশিনী। হরশিরে বিহারিণী রবি সুতভাসিনী। জয়ন্তী যশোদা জয়া মায়াপাশছেদনী। সুখদা মোক্ষদা সুধা মথী সুধাবাদিনী॥ ত্রাণকর্ত্রী বিশ্বধাত্রী ধরা অবতারিণী। জাহ্নবী যন্ত্রণা দূর করগো নিস্তারিণী॥ মন্দাকিনী মাতঙ্গ মর্দ্দিনী মন্দ গামিনী। অচ্যুত কারিণী কান্তি অচ্যুতের কামিনী॥ তব গুণ মহত্ত্বা কে জানে বল জননী। বিষ্ণু জানে বিধি ভব কিছু ধুক ধরণী॥ পাতকোদ্ধারিণী আসি ত্রাণ করগো অধম। সীতা বক্ষা ভদ্রা লঙ্কা নন্দা মেরু পাবনী॥ সাগরে মোক্ষদা ভীষ্মমাতা ফেণ মালিনী। ত্রিপথ গামিনী গঙ্গা গীতা পুণ্যশালিনী॥ পুণ্য জল তব ভব পারাবারে শরণী। ধবল তরঙ্গ তব তরঙ্গেতে তরণী॥ ভুজঙ্গ জিনিয়া চারু চারু ভুজঙ্গ ধারণী। ভবেভয় ভয়হরা পরাৎপরা তারিণী॥ ইন্দু কুন্দ তুষার জিনিয়া কান্তি লবনী। তরনীত হার কণ্ঠে করিবর দলনী॥ চরণ অরুণ ভাত বিকশিত নলিনী। সুফল প্রাপ্তির জীবে মোক্ষ ফল ফলিনী॥ নখদলে দশানন শশি পরকাশিনী। জ্ঞান হত চিত অজ্ঞানান্ধ নাশিনী॥ ত্রিলোক বর্জ্জিত অপমান গুণ হারিণী। উপেক্ষা করো না পদে স্থান দেহ তারিণী॥ নূপুর মঞ্জীর মঞ্জু মরালের গামিনী। নিবিড় নিতম্বা নিধি কেশরির কামিনী॥ কৃশোদরী কুচগিরি ভারে ভারবাহিনী। নিত্য শান্ত কর কৃতান্ত রামকান্ত মোহিনী॥ আমি দিন দুরাচার তুমি দিন জননী। ভ্রূভঙ্গে নিস্তার কর সুরেন্দ্রে আনন্দিনী॥ কমলাঙ্গী কমলিনী সরোরুহ লোচনী। কৃপাময়ী কৃপা কর সর্ব্ব দুঃখ মোচনী॥ পরমা আত্মা দনা শক্তি প্রণতের সহায়িনী। উমাকান্ত মতি ভ্রান্ত অন্তে মোক্ষ দায়িনী॥

গঙ্গাপূজা বিবরণ।

এই রূপে বহুস্তুতি করিয়া গঙ্গার। ভক্তি ভাবে করে রাজা পূজা

আর বার ॥ অর্চিতে অচ্যুত ধ্বজ ইচ্ছিল রাজন। নানাজাতি পুষ্প আনে করি আহরণ ॥ স্নান করি ভক্তি ভাবে দণ্ডী দণ্ডরায়। পূজা করে মানসে দেবীর পদ ধ্যায় ॥ আচমন করি হরি করিয়া স্মরণ ভাবিল অন্তিম দশা অবশ্য মরণ ॥ গণেশ দিনেশ হরি হর হৈমবতী। গুরুগ্রহ দিক্‌পাল পূজে নরপতি ॥ অঙ্গ করাঙ্গ ন্যাস করে ভূতশুদ্ধি। জলাশন শুদ্ধি সঙ্কল্পান্তে পাত্র শুদ্ধি ॥ বিঘ্নকর্ত্তা জনেরে করিল আবাহন। বলিদান করি তোষে মন্ত্রে প্রসারণ ॥ নাভিপদ্ম হৈতে জীব শির সহস্রারে। সংযোগ করিয়া প্রাণায়াম করিছে পরে ॥ অনাদিকা অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি নাসিকায়। সংযোগে অজপা হংস বীজ জপে তায় ॥ পূরক কুম্ভক আর রেচক বিধান। ষোল চৌষট্টি বত্রিশ জপ পরিমাণ। পীঠন্যাস কৈল পরে মন করি স্থির। ধ্যান করি করে পূজা মানসে দেবীর ॥ মানসে আসন দেয় স্বাগত সম্ভাষ। পাদ্য অর্ঘ্য আচমন যে আছে নির্য্যাস ॥ মধুপর্ক আচমন বস্ত্র অভরণ। গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ করে নিবেদন। নানা উপহার যুক্ত আয়ান্ন সংযুত। নৈবেদ্য দিতেছে চিনি মধুতে মিশ্রিত ॥ বাহ্যে পুষ্প অঞ্জলি দেয় দেবীর চরণে। পুষ্পমালা মনোহর আনন্দিত মনে ॥ টগর করবী জবা অশোক কেতকী। মণি পুষ্প পদ্মরাজ কুরচি ধাতুকী ॥ নাগেশ্বর ভূমিচাঁপা বৈশাখী বিশেষ। কনক চম্পক বল্লি মল্লিকা অশেষ ॥ নিশিগন্ধা তরুলতা মাধবী রঙ্গন। মালতী পুন্নাগ আঁচি পলাশ কাঞ্চন ॥ জাতি যূথি শেফালিকা পাটল পারুল। অতসী অপরাজিতা বাধুলি বকুল ॥ নাগরঙ্গ স্থলপদ্ম কৃষ্ণকেলি ঝাঁটি। সূর্য্যমুখী সূর্য্যমণি পিউলি দুপাটি কোকনদ কুমুদ কহ্লার পরিমল। শ্বেতরক্ত উৎপল শোভিছে শতদল ॥ নববিল্বপত্র আর আমলকী দল। নিবেদন করিয়া পূজন পদতল। মব ভক্তি ভাবে ভূপ ভাবিয়া গঙ্গায়। স্তব করে সকাতরে পুলকিত তায় ॥ ভবে পার করি শান্ত করহ কৃতান্ত। একান্ত নিতান্ত ভব ঘুচে দিন উদ্‌ভ্রান্ত ॥

লঘুত্রিপদী ॥

ত্রিপথ গামিনী ত্রিলোক তারিণী, তরঙ্গিণী মহামায়া । দয়াময়ী গঙ্গে, এভব তরঙ্গে, দেমা মোরে পদছায়া ॥ সলিল রূপিণী, ত্রিলোক ব্যাপিনী, ভবভয় বিমোচিনী । দীনহীন জনে, স্থান দে চরণে, ত্রিভুবন বিমোহিনী ॥ গিরীন্দ্র নন্দিনী, তাহার সতিনী, শঙ্কর ভাবে তব ভাব । স মায়া দায়িনী, ত্বংমায়া নাশিনী, অতুল তব প্রভাব ॥ কিঞ্চিৎ অপাঙ্গে করুণময়ী গঙ্গে, হের মা এদীনজনে দুস্তরে পড়িয়া, কাতর হইয়া, মা বলি ডাকি সঘনে ॥ তোমা বিনে আর, কে করে নিস্তার ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা । মলে তব জলে, বিষ্ণুলোকে চলে, তুমি বিষ্ণুরূপ করা ॥ ভীষ্মের জননী পতিত পাবনী, বিহিং পাপহরা । কে জানে তোমারে, এতিন সংসারে তুমি মা ত্রৈলোক্য সারা ॥ কর মা নিস্তার, কৃপা পারাবার, কিঞ্চিৎ সলিল দানে । দুঃখ কর নাশ, আমি তব দাস, শরণ পদ্ম চরণে ॥ মোরে দুঃখে পার, করিয়া এবার, রাখ নামের মহিমা । আমি মূঢ় অতি, না জানি ভকতি, দুরিত মা নাহি সীমা হরের বচন, আগমে লখন, গঙ্গানামে পাপ হরে । শুনিয়া নির্যাস, তেই তব পাশ, আইনু বচনানুসারে ॥ ও চরণে ঠেলে নাহি দিও ফেলে, কেহ নাহি মা আমার । অনুরাগে রাগী, হয়েছি বিরাগী, ভরসা পদ তোমার ॥ কাননে অশ্বমী পাইয়ে জননী বিবাদ কেশব সনে । এ তিন ভুবন করিনু ভ্রমণ, না রাখিল কোন জনে ॥ তুচ্ছ এসংসার, মিছার পসার, শেষে তব পদসার । ঘোর দশা শোন জানিয়ে বিশেষ শরণ লৈনু তোমার ॥ আর নাহি স্থান, রাখগো সন্তান, সাগরে মোক্ষকারিণী । স্থির নহে প্রাণ, মোরে দুনয়ন, স্থির করগো তারিণি ॥ অশক্ত কারণ, ত্যজগো জীবন, পাশিয়া জীবনে তব । উমাকান্ত কয়, হেয়ে মা সদয়ে, পার কর ঘোর ভব ॥

পয়ার॥

গঙ্গারে করিয়া স্তব দণ্ডি নরবর। সর্ব্ব দেবে স্তুতি করে হইয়া কাতর॥ বিধি বিষ্ণু বিশ্বনাথ গণেশ দিনেশ। রবি শশী দণ্ডপাণি সুরপতি শেষ॥ সাবিত্রী শঙ্করী রমা শারদা মহামায়া। রক্ষা কর কাতরে অর্পিয়া পদ ছায়া॥ পরে আপনার পানে চাহে নররায়। কণ্ঠরোধ হইল নেত্রে লোহে ভেসে যায়॥ প্রিয়সী তোমারে আমি পেয়েছিনু বনে। করিব বিবিধ সুখ মনস্থ ছিল মনে॥ যত্নেং রৈল যত করিনু আদর। সে সাধে এবে দেশে ঘটিল প্রলয়॥ প্রাণত্যাগ করি আমি পালিয়া পণ। বল প্রেয়ে তুমি এবে করিবে কেমন॥ শুনিয়া ঈষদ হাসি কহে সুধ ননা। কি আর জিজ্ঞাসা কর মোরে নৃপমণি॥ পূর্ব্বেতে কয়েছি সব কি ভাব এখন। না শুনলে কামে মত্ত হইয়া তখন মৃত্যুর ঔষধ তুমি বান্ধিয় জগনে। তোমার কি দোষ ইহা লিখন কপালে॥ আপনার কর্ম্ম দোষে দুঃখ পাও ভাই। কাঙ্গালের ছেলের হইল ঘোড়া বাই॥ বহু দিন হইল আছি তোমার আশ্রমে। অতিশয় বশ হইয়াছি তব প্রেমে॥ মহামায়া হইয়াছে শুন্দ দণ্ডধারী। এখন তোমারে আমি ছাড়িতে না পারি॥ তোমার যে গতি হবে মোর গতি তাই। তব সঙ্গে দিব প্রাণ অন্য নাহি চাই॥ আগে পাছে গিছে বিবেচনা নাহি আর। খণ্ডাইতে মোরে হবে যা হয় হবার॥ তবে দণ্ডি তুরঙ্গিণী লয়ে ধীরেং। উপনীত হইলেন জহ্নুবীর তীরে॥ ভাগীরথী সলিলেতে করাইল স্নান। নিবিষ্ট করিল আজ্ঞা উপেক্ষিত প্রাণ॥ সতরঙ্গা তরঙ্গিণী হিল্লোলেতে অঙ্গ। কণ্ঠাবধি নিমগ্ন করিল দেখ রঙ্গ॥ নগরের লোক কৌতুক দেখিতে। রাজারে বেড়িয়া দাণ্ডাইল চতুর্ভিতে॥ বিধির নির্বন্ধ কর্ম্ম খণ্ডন না যায়। ভবিষ্যৎ থাকে যাহা ঈশ্বর ঘটায়॥ বলভদ্র ভগিনী অভিমন্যুর জননী। বসু-

দেব কন্যা দেবী অর্জুন রমণী ॥ সুভদ্রা তাহার নাম জানে সর্ব্ব জনে। গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন সেই স্থানে। দেখিলেন দণ্ডি রাজা অতি শোকাকুলে। অশ্বিনী সহিত রাজা প্রবেশে সলিলে নিতান্ত জানিল রাজা ত্যজে নিজ কায় ॥ দেখি সুভদ্রার মনে উপজিল দয়া ॥ কূলে থাকি ভদ্রা দেবী জিজ্ঞাসে তাহারে। কি কারণে প্রাণ ত্যজ কহিবে আমারে ॥ অনুমানে বুঝি তুমি হইবে ভূপতি ॥ কি নাম ধরহ কর কোথায় বসতি। রাজা বলে কি বলিব কোন প্রয়োজন। সুভদ্রা বলেন কহ শুনি বিবরণ ॥ প্রাণ রাখিবারে সবে করয়ে যতন। স্বইচ্ছায় নিজ প্রাণ ত্যজ কিকারণ। রাজা বলে মোর কথা শুনহ সুন্দরী। অবন্তীর রাজা আমি দণ্ডি নাম ধরি ॥ এই তুরঙ্গিণী আমি পাইয়াছি বনে। গোপনে রাখিয়াছিলাম অনেক যতনে ॥ ঘুড়ীর বৃত্তান্ত কেহ নাহি জানে আর। কৃষ্ণকে নারদ মুনি দিলে সমাচার ॥ ঘুড়ীর কারণে কৃষ্ণ পাঠাইল দূত। প্রবন্ধ করিয়া মোরে কহিল বহুত ॥ প্রতিজ্ঞা করিনু কৃষ্ণে নাহি দিব হয়। এই কথা দূতগণ তার স্থানে কয় ॥ এ কারণে কৃষ্ণ মোরে ক্রোধিত হইয়া। তুরঙ্গিণী নিতে চায় সবংশে মারিয়া। সেই হেতু সঙ্গে করি এই তুরঙ্গিণী। একে২ ভ্রমিলাম সকল ধরণী। বড়২ যোদ্ধাগণ আছিল সংসারে। রাখিবারে কার শক্তি না হইল মোরে ॥ এই খেদে খেদিত হইয়া মনে অতি। মরিবারে আসিয়াছি তুরঙ্গী সংহতি। কেবা তুমি জিজ্ঞাসা করিলে কি কারণ ॥ রাখিতে যোগ্যতা থাকে বলহ এখন ॥ কাহার নন্দিনী তুমি কাহার রমণী। সত্য করি পরিচয় দেহ সুবদনী ॥ সুভদ্রা বলেন আমি কৃষ্ণের ভগিনী। বসুদেব কন্যা অভিমন্যুর জননী ॥ সুভদ্রা আমার নাম শুন নরপতি। অর্জুন আমার পতি পাণ্ডুর সন্ততি ॥ তোমাকে দেখিয়া দয়া জন্মিল আমার। অবশ্য তোমাকে আমি করিব উদ্ধার ॥ শুনিয়া ভদ্রার বাক্য কহে দণ্ডি রায়। কেন আর প্রতারণা করহ আমায় ॥ একে মন দুঃখে মরি শুনহ

সুন্দরী । জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি ॥ মনে ছিল কিছু স্তব করিব গঙ্গার । বুঝিলাম সে আশায় কায নাহি আর ॥ বাঁচিতে বাসনা ছিল যদ্যপি কিঞ্চিৎ । না হবে বিলম্ব আর মরিব ত্বরিত ॥ তোমার কথায় নহে প্রতীত আমার । কিসে হবে তুমি হও ভগিনী তাঁহার ॥ পরিচয় তোমার পাইয়া গুণবতী । উড়িল পরাণ মোর না সরে ভারতী ॥ তোমার আশ্বাসে মোর হয় হেন জ্ঞান । প্রকার প্রবন্ধে মোর বধিবে পরাণ । কায নাই উৎপাতে না বুঝি ফেরফার । মরিতে বসেছি প্রাণে কি অপেক্ষা আর । শুনিয়া সুভদ্রা বলে শুন মহাশয় । কৃষ্ণের ভগিনী বলে নাহি কর ভয় ॥ আমার আশ্বাসে যদি বিশ্বাস না হয় । ধর্ম্মের শপথ মোর অন্য মত নয় ॥ শুনহ ত্রেতায় শ্রীরাম অবতারে । রাবণে কুবুদ্ধি জানকী নিল হরে ॥ রাম যে মানব নয় জেনে বিভীষণ । আসিয়া রামের স্থানে লইল শরণ ॥ রাক্ষসের মায়া হেন জ্ঞান করে মনে । তর্জ্জন গর্জ্জনে রাম কন বিভীষণে ॥ আমার বিপক্ষ সেই মূঢ় দশানন । তার সহোদর হয়ে চাও হে শরণ ॥ স্বস্থানে প্রস্থান তুমি কর অতপর । নতুবা আমার সঙ্গে করহ সমর ॥ বিভীষণ বলে এত ক্রোধ কর কেনে । অন্য নাহি জানি আমি ও চরণ বিনে ॥ ইহাতে প্রত্যয় যদি নাহি হয় প্রভু । সত্য করি অন্যমত না হইবে কভু ॥ এত বলি বিভীষণ শপথ করিল । শুনমাত্র শ্রীরামের বিশ্বাস জন্মিল ॥ পরে বিভীষণের সঙ্গে করিয়া মৈত্রতা । রাবণ নিধন কৈল হইয়া ঐক্যতা ॥ ভদ্রা বলে শুন অবস্থার অধিকারী । বিপক্ষ নাহি যে আমি সপক্ষ তোমারি ॥ ইহাতে প্রত্যয় যদি হয় নৃপবর । তব রক্ষা হেতু চেষ্টা পাই অতঃপর ॥ শুন রাজা ভয় তুমি না করিহ মনে । রাখিবে তোমারে ভীম আমার বচনে ॥ ভীমসেন মহাবীর বল অতিশয় । লইলে শরণ তার রাখিবে নিশ্চয় ॥ এই স্থানে থাক তুমি নির্ভয় হইয়া । ভীমে নিবেদিব আমি বারতা

করিয়া ।। এত বলি রাজাকে রাখিয়া সেইখানে। চলি গেল সুভদ্রা ভীমের বিদ্যমানে ।। সহচরী সঙ্গে রামা ত্বরিত গমনে। ভীমের মহলে উত্তরিল ততক্ষণে ।। দাসীগণে দেখিয়া জিজ্ঞাসে বৃকোদর। কি হেতু আইলে ভদ্রা আমার গোচর ।। সখী সম্বোধনে কয় ভদ্রা গুণবতী। সবিনয় বিবরিয়া মধুর ভারতী ।। দাণ্ডি নামে রাজা ছিল অবন্তী নগরে। মরিবারে আসিয়াছে গোবিন্দের ডরে ।। বনে হৈতে ঘুড়ী এক এনেছে ধরিয়া। অন্যায় করিয়া কৃষ্ণ লবেন মারিয়া ।। সেই হেতু ভয়ে রাজা হই বাকাতর। জায় ত্যজিতে আইল নিজ কলেবর ।। বড় রাজা শরণ লয়েছিল। কেহতো নিজ ভয়া রাখিতে নারিল ।। হেন জনে যে জন অভয় করে দান। তার সম পৃথিবীতে নাহি পুণ্যবান ।। বিশেষ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম আছে শাস্ত্র মনে। শরণাগতেরে রক্ষা করিবে যতনে ।। দিয়াছি ভরসা তারে তব নাম করি। তুমি মুখ রাখ যদি এ লজ্জায় তরি। না রাখিলে হবে মোর বড় অপমান। এই হেতু আসিয়াছি তব বিদ্যমান ।। শীঘ্রগতি কর দেব যে হয় উপায়। ক্ষত্রিধর্ম রয় মোর ধর্ম্ম রক্ষা পায় ।। এ সকল কথা শুনি বীর বৃকোদর। কিঞ্চিৎ ভাবিয়া মনে করিল উত্তর ।। যদি আমি রাখি দিয়া ইহারে শরণ। দুগ্ধ দিয়ে কাল সর্পে হয় যে পোষণ ।। না রাখিলে হই এক বড় অপযশ। কিন্তু ইহা সম নাহি ক্ষত্রির পৌরুষ ।। নীতিশাস্ত্র ধর্ম্ম শাস্ত্র মতে এই কয়। প্রাণ দিয়া রাখিবে শরণ যেই লয় ।। এতবলি আপনার দূত পাঠাইয়া। দণ্ডি নৃপতিরে ভীম আনিল ডাকিয়া ।। তবে দণ্ডি নরপতি চিত্তে বিষাদিত। ভীমের নিকটে আসি হৈল উপনীত ।। ভীমের চরণে আসি প্রণাম করিল। আদর করিয়া ভীম আলিঙ্গন দিল ।। বসিবারে আনি দিল দিব্য সিংহাসন। একে২ জিজ্ঞাসে সকল বিবরণ ।। কৃষ্ণ সহ বিবাদ হইল কি কারণ। কি হেতু তোমারে ক্রোধ কৈল নারায়ণ ।। দণ্ডি রাজা বলে শুন পাণ্ডুর

কুমার। অকারণে মোর প্রতি ক্রোধ হৈল তার॥ এই দেখ তুরঙ্গিণী সঙ্গে আনিয়াছি। মৃগয়া করিতে ইহা বনে পাইয়াছি নারদের মুখে কৃষ্ণশুনি সমাচার। খুড়ী নিতেচান মোরে করিয়া সংহার॥ প্রাণভয়ে ভ্রমিলাম এ তিন সংসারে। ধর্ম্ম রোধ করি কেহ না রাখিল মোরে॥ তেকারণে মনে বড় পাইয়াছি ভয়। আপনি রাখহ মোরে হইয়া সদয়॥ রাজার বচন শুনি ভীমসেন কয়। শুন রাজা থাক তুমি আমার আলয়॥ অভয় বচন আমি দিলাম তোমারে। কিছু ভয় না করিহ আমার গোচরে। এতেক অভয় দিয়া রাজারে রাখিল। শুনিয়া সুভদ্রা দেবী হরষিত হৈল ভীমের আশ্বাসে দণ্ডী তথায় রহিল। সহচরী সঙ্গে ভদ্রা নিজ গৃহে গেল॥ শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দ ভাবি উমাকান্ত। রচিল অদ্ভুত গীত দণ্ডির বৃত্তান্ত॥

এই রূপে দণ্ডিরাজা লুকায়ে রহিল। প্রকারে এ সব বার্ত্তা যুধিষ্ঠির পাইল॥ শুনিয়া হইল রাজা সবিস্ময় চিত। কি কর্ম্ম করিল ভীম একি অনুচিত॥ গোবিন্দ আমার কর্ত্তা আমি তাঁর দাস। এ কর্ম্মে হইবে মোরা সবংশে বিনাশ॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা ভগবান। চরণ প্রসাদে তার সর্ব্বত্র কল্যাণ॥ কৃষ্ণ বিনা আমাদের অন্য নাহি গতি। কি কারণে ভীমের হইল হেন মতি॥ এত ভাবি ধর্ম্মরাজ মার কাছে গেল। কুন্তীরে সকল কথা বিস্তার কহিল॥ শনগো জননী বড় ঘটিল প্রমাদ। কৃষ্ণের সহিত ভীম করিল বিবাদ। খুড়ীর কারণে দণ্ডী রাজার সহিত। কুগ্রহ ঘটিল কাল হইল উপস্থিত॥ পৃথিবী ভ্রমিল সেই দণ্ডী নৃপবরে। কেহতো শরণ দিয়া না রাখিল তারে॥ রাখিয়াছে ভীম তারে করিয়া অভয়। শুনিলে গোবিন্দ দেব হইবে প্রলয়। অতএব মাতা তুমি শীঘ্র করি যাও। মধুর বচনে গিয়া ভীমেরে বুঝাও॥ দণ্ডীরে রাখিলে বড় প্রমাদ ঘটিবে। কৃষ্ণের হইলে

ক্রোধ কেহ নাহি জীবে। ধর্ম্ম নরপতি যদি এতেক কহিল। শুনিয়া পুত্রের কথা চিন্তিত হইল॥ বিরস বদনে কুন্তী চলিল সত্বরে। উপনীত হৈল গিয়া ভীমের গোচরে॥ মায়েরে দেখিয়া ভীম সম্ভ্রমে উঠিয়া। দণ্ডবৎ করিল চরণ ধূলি নিয়া॥ বাসবারে সিংহাসন দিলেক আনিয়া। কহিতে লাগিল কুন্তী আক্ষেপ করিয়া॥ কহ ভীম অসম্ভব শুনি সে কেমন। দণ্ডী রাজা আছে নাকি তোমার সদন॥ ত্রিজগতে কেহ যার না হৈল সহায়। তুমি তারে রাখিয়াছ কোন ভরসায়॥ সকলি অসার নারায়ণ সারাৎসার॥ আমার যতেক দেখ কৃপায় তাঁহার॥ বিপদ সাগরে মোর গোবিন্দ তরণী। তাহার চরণ বিনা অন্য নাহি জানী॥ তুমিতো সুবুদ্ধি কেন হইলে অজ্ঞান। গোবিন্দ করিলে ক্রোধ নাহি পরিত্রাণ॥ রাখী দণ্ডী নৃপতিরে কোন প্রয়োজন। ছাড়ি দেহ যথা ইচ্ছা করুক গমন॥ পর কার্য্যে হেন কর্ম্ম না হয় শোভন। কৃষ্ণ বৈরী রাখীতে নারিবে কদাচন॥ ভীম কেন ভ্রান্ত হও উন্মাদের ন্যায়। কৃষ্ণ সহ বিসম্বাদে ঘটিবে প্রমাদ॥

কুন্তী দেবী ভীমকে প্রবোধ দেন।

ত্রিপদী।

কুন্তী হয়ে সচিন্তিত, ভীমেরে বুঝান নীত, একি বুদ্ধি হইল তোমার। ত্যজ বাছা দৃঢ় রাগ, দণ্ডিরে করহ ত্যাগ, রক্ষা কর বচন আমার॥ কৃষ্ণের সহিত বাদ এ বিষম পরমাদ, তম তত্ত্বে বুদ্ধি হলো ভুল। পাণ্ডবের সখা হরি, সর্ব্বহিতে হিতকারী, নারায়ণ সকলের মূল॥ সুবোধ হইয়া কেন কুকর্ম্ম করহ হেন তুমিতো জানহ তার তত্ত্ব। বিস্তর কি কব আর, সেই কৃষ্ণ সর্ব্বাধার কে জানিবে তাঁহার মহত্ত্ব॥ স্থূল হতে স্থূল যেই, পরমাত্মা রূপ সেই বিশ্বস্থিতি যার লোম কূপে। ভক্তাধীন ভগবান, যার নাহি পরিমাণ সর্ব্বব্যাপী পরমাণু রূপে। যে মায়ায় করি দৃষ্টি, স্থাপন করেন সৃষ্টি, সত্ত্বরজ তম প্রকাশিয়া॥ ত্রিপুরেতে তিন গুণে মহা

মায়া শক্তি পুনে, উর্ণাতন্তু রূপে আচ্ছাদিয়া॥ ক্ষয়োদয় হীন যার অনুমান হওয়া ভার অবতার হয়েছেন জন। আকাশ অবনী জল, সর্ব্বত্রে যাহা ছিল রূপ গুণেতে নির্গুণ॥ অখণ্ড দণ্ডায়মান, কালরূপী ভগবান অষ্টাদশ মহিমা মণ্ডিতমা। ঈশিত্ব বশিত্ব দীপ্তি, সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ব ব্যাপ্তি ব্যাপ্ত রূপে না হয়ার সীমা॥ ভূভার হরণে হরি, যুগে যুগে অবতরি, নানা রূপ করেন ধারণ। গুণাতীত নির্ব্বিকার, রূপ জ্যোতি নিরাকার, ব্রহ্ম যার কারণাকারণ॥ জন্ম তার নাহি হয়, নিত্য রূপ ব্রহ্মময়, দেব কার্য্যে হন আবির্ভাব। তাহে কহে সর্ব্বজন, জন্মিলেন নারায়ণ, কিন্তু অতর্কণীয় প্রভাব। মীনরূপ ধরি হরি, বেদের উদ্ধার করি, হয়গ্রীব অসুরে বিনাশন। জগতের কৈলে রক্ষণ, সর্ব্ব আদি ভগবান জপ যজ্ঞ করিল স্থাপন॥ দ্বিতীয়ত অবতার, হয়েছিলা চমৎকার ধরণী ধারণ করিবারে। রূপ অতি মনোহর, সহিলেন মহী ভার কূর্ম্ম হয়ে পৃষ্ঠের উপরে॥ তৃতীয়ে শূকর হলে, প্রবেশ করেন জলে, পৃথিবীর উদ্ধার কারণ। দৈত্য আদি বরা পক্ষ, রক্ষা করে হিরণ্যাক্ষ, তারে কৈলা দন্তে বিদারণ॥ পৃথিবী দশনে ধরি, উদ্ধার করিলা হরি, রমণ করিলা তার সনে। বসুধা গর্ব্ভিণী হৈল কালে পুত্র প্রসবীল, নরক মঙ্গল দুই জনে॥ চতুর্থেতে অবতার, হয়ে ছিলা চমৎকার প্রহ্লাদেরে রক্ষার কারণে। রক্ষা কৈল বীষ পানে, গিরী ধরা স্থানেং, যৌগৃহ মধ্যে হুতাশনে॥ হরি হয়্যা নর হরী, হিরণ্যকশিপু ধরী, নখে চিরী করীলা বিনাশ। অপুর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা, প্রহ্লাদেরে রাজ্য দিলা, খণ্ডাইয়া ত্রিদশের ত্রাস পঞ্চমে যে অবতার, তুলনা নাহিক তার, কীর্ত্তি যার ত্রিলোকে ঘোষণ। হইল আকৃতি খর্ব্ব, নাশিতে বলীর গর্ব্ব, বামন হইলা নারায়ণ॥ কশ্যপের ঘরে হরী, জন্মিয়া বলীর পুরী ভীক্ষা ছলে গেলেন বামন। ত্রিপদ ধরণী দান, লইলেন ভগবান অন্ধ করা শুক্রের নয়ন॥ ত্রিপদ করিলা তায়, হইয়া বিরাট কায়, ছলেবিশ্ব

লইলা চক্রপাণি। প্রজা পতি কুতূহলে, অর্ঘ্য দিল পদতলে, কর্ম্ম শুলু হইতে জল আনী॥ তাহাতে জন্মিলা গঙ্গা খর স্রোতা শত রঙ্গা ব্রহ্ম রূপা পতিতোদ্ধারিণী। পরশীয়া বীষ্ণুপদ, ভাবে গঙ্গা গদ গদ, পুণ্য ময়ী ত্রিলোক তারিণী॥ বলী শীরে পদার্পণ করীলেন নারায়ণ, লইলেন পাতালে ছলীয়া। অদ্যাবধী সাক্ষী তার, দ্বারে হরা দেখ যার, রহীলেন দুয়ারী হইয়া॥ এমন হরা, তার সনে বাদ করী ছয় হবে কাল পরকালে। কেবল ভক্তির গুণে, বান্ধীয়াছ নারায়ণে বদ্ধ না হইও মায়াজালে॥ ষষ্ঠে ভৃগু রাম রূপ, ধরার নাশীলা ভুপ, কার্ত্তবীর্য্যে করিয়া সংহার॥ ক্ষত্রায় রুধারে আর করী তর্পণ পীতার, ব্রাহ্মণের রাখীলেন মান। তুচ্ছ হতে তুচ্ছতর, কত বল তুমী ধর, গর্ব্বকর মূঢ়ের সমান॥ সপ্তমে হইলা রাম, নব দুর্ব্বাদল শ্যাম, দেব কার্য্য করীতে সাধন। তারকারে বীনাশীলা, মানব করীলা শীলা, মুনী যজ্ঞ করীলা রক্ষণ॥ তরণী কাঞ্চন করী, প্রবেশে জনকপুরী হরধনু করীলা ভঞ্জন। সীতা লইয়ে আইসে রঙ্গেঃ পরশু রামের সঙ্গেঃ পথে হইল না পরীতি রণ॥ তারে করী পরাজয়ঃ অযোধ্যায় গুণময়ঃ আসীয়া দীলেন দরশন। কীছু দীন করী বাসঃ পরে গেলা বনবাসঃ পীতৃসত্য করীতে পালন। গুহক শ্বপচা ধমঃ গিয়ে তার আশ্রমঃ মৈত্র ভাবে করীলেন ত্রাণ। জানকী, লক্ষণ সঙ্গেঃ যান রাম নানারঙ্গেঃ গয়ায় করীয়া পীণ্ডদান। দণ্ডকারণ্যেতে গীয়াঃ জানকীরে হারাইয়াঃ সখ্য কৈলা সুগ্রীবের সনে। বালী মারী মহাশয়ঃ কৈলা কটক সঞ্চয়ঃ সেতু বান্ধে সমুদ্র জীবনে॥ রাবণে সবংশে মারিঃ সীতার উদ্ধার করীঃ পরীক্ষা করালে রঘুবর। পুনঃ আগমন করীঃ, অযোধ্যায় দণ্ড ধারীঃ রাজা হৈলা গুণের সাগর॥ এমন স্বতন্ত্র প্রভুঃ তার সনে বাদ কভুঃ না করীহ শুনহ বচন। কবী উমাকান্ত কয়ঃ সে পাণ্ডবের আশ্রয়ঃ সর্ব্ব আদী মুল নারায়াণ॥

পয়ার।

শুন বৃকোদর এই সব অবতার। সংক্ষেপেতে কহিলাম কত আছে আর॥ সম্প্রতি হইলা রাম কৃষ্ণ অবতার। করিলা অদ্ভুত কর্ম্ম অতি চমৎকার॥ বল বাছা কার সাধ্য করিতে এমন সাহসে করিতে অসাধ্য সাধন॥ দৈবকী জঠরে হরি হইয়া প্রকাশ। জন্ম কর্ম্ম ভূমি মথুরা গোকুলে কৈল বাস॥ বালক কালের কর্ম্ম অসাধ্য সাধন। স্তনপান ছলে কৈলা পুতনা নিধন শকট ভঞ্জন তৃণাবর্ত্ত বিনাশন। বৃষবৎস ধেনুক প্রলম্ব নিপাতন কেশী বক অঘবধ দৈত্যের দাহন। বিষহ্রদে করিলেন কালীয় দমন। ইন্দ্রদর্প বিনাশিল শ্রীমধুসূদন। রাখিলা গোকুলে পুরী ধরি গোবর্দ্ধন॥ দাবানল পান করিলেন নারায়ণ। পরেতে করিল ব্রহ্মা গোবৎস হরণ॥ অঙ্গ হৈতে গোবৎস করিলা সমুৎ পন্ন। অসম্ভব দেখিয়া ব্রহ্মার মোহ হয়॥ গর্ব্ব খর্ব্ব হৈল ব্রহ্মা সলজ্জিত মন। বল কে কোথায় নরে করেছে এমন॥ পরে অক্রূরের সঙ্গে মথুরা গমন। রজকের বধ মালাকার বিমোচন॥ ত্রিবক্রা কুব্জারে করি অবক্রা সুবেশ। অভিলাষ পূর্ণ করিলেন হৃষীকেশ॥ যজ্ঞস্থলে ধনু ভঙ্গ করিয়া শ্রীহরি। হেলায় বধিলা নাগ কুবলয় করি॥ চানুর মুষ্টিক মারি শ্রীমধুসূদন। দুষ্ট দুরাসুর কংসে করিলা নিধন॥ কাল যবন আদি নাশ করি যদু রায়। করিলেন নিবাস যাইয়া দ্বারকায়॥ ভক্ত বৎসল হরি জগতের সার। ভক্তি বিনা বশীভূত নাহি হন কার॥ ভক্তি ডোরে তাঁহারে অনাসে বাঁধা যায়। বলে ছলে কলেতে কে বেঁধেছে কোথায়। ভক্তিবাদে যে ভাবে তাহার বশ হয়। অন্য গুণে ত্রিজগতে বশ কার নয়॥ জান সব তবু তুমি কহ এমন। অতি মূঢ় সম বালকের আচরণ॥ জানিয়া কৃষ্ণের গুণ তবু হও ভ্রান্ত। বুঝি হইল আর শেষ মরণ নিতান্ত॥ যে কর্ম্ম করিল

কৃষ্ণ হয়ে অবতার। অসবতার অতিশয় জান সুবিস্তার ॥ আজি ন ত্রী অল্পমতি যা জানি তা কই। প্রকৃত বাক্য কহিনু অবলা মত নই ॥ দাণ্ডিরে করিতে ত্যাগ যুক্তি সমুচিত। বিবেচনা কর বাছা যে হয় উচিত ॥ কুন্তীর এতেক বাক্য শুনি বৃকোদর। ক্রোধে হৈল প্রজ্বলিত অগ্নির সোসর ॥ ভীম বলে মাতা তুমি কহিলে একথা। অন্য কেহ হইলে তার কাটিতাম মাথা ॥ ক্ষত্রি হয়ে আশ্রিত যে না করে রক্ষণ। জীবনে কি কার্য্য তার মঙ্গল মরণ ॥ রাখিয়াছি দণ্ডী আমি কহিনু তোমারে। যতশক্তি থাকে কৃষ্ণ করুন আমারে ॥ কি দোষে হইল দুষ দাণ্ডি নৃপবর। কেন এত আক্রোশ বা তাহার উপর ॥ কোন মতে অপরাধী না পারি বুঝিতে। কি হেতু দাণ্ডিরে চান বিনাশ করিতে ॥ যত কিছু অনর্থের মূল সেই হরি। বুঝিলাম মিথ্যা তার অন্যায় চাতুরী ॥ ভীমের বচনে দণ্ডি মনে ভাবে দুখ। নিঃস্তব্ধ হইয়া রহে করি হেট মুখ ॥ মনেতে বুঝিল বড় প্রমাদ ঘটিল। পয়ার প্রবন্ধে উমাকান্ত বিরচিল ॥

কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে বার্ত্তা দেন ॥

ভীমের বচনে কুন্তী বিষণ্ণবদনা। যুধিষ্ঠির নিকটেতে গেলেন তখন ॥ শুন বাপু বুঝিলাম ভীমের উত্তরে। জীয়ন্তে না ছাড়িবে দণ্ডি নৃপবরে ॥ বুঝাইলে নাহি বুঝে ভাবে বিপরীত। উচিত যে হয় তার করহ বিহিত ॥ মায়ের মুখেতে শুনি এতেক বচন। বিস্ময় হইল রাজা ধর্ম্মের নন্দন ॥ অর্জুন নকুল সহদেব তিন জনে। পাঠাইয়া দিল রাজা ভীমের সদনে ॥ তোমরা ভীমেরে গিয়া কহ বুঝাইয়া। কৃষ্ণ সহ বিসম্বাদ করে কি লাগিয়া ॥ কেনবা এমন তার কুবুদ্ধি ঘটিল। দণ্ডি নৃপাতের সহ মরণ ইচ্ছিল ॥ আমাদের কৃষ্ণ বিনা অন্য নাহি গতি। তাহার হইল ক্রোধ বাহিক দুর্ম্মতি ॥ অতএব ভীমে গিয়া বুঝায়ে কহিবে। গোবিন্দ সহ দ্বন্দ্বে বিপক্ষ হাসিবে ॥ যুধিষ্ঠির মুখে শুনি এতেক বচন

ভীমের নিকটে সবে চলিল তখন ।। ভ্রাতৃগণে দেখি ভীম সম্ভ্রমে উঠিয়া। বসাইল তিন জনে আদরে করিয়া ।। অর্জ্জুন বলেন শুন ভাই বৃকোদর। আসিয়াছি সবে মোরা তোমার গোচর ।। জননী কুন্তীর স্থানে শুনি তব কায। পাঠাইয়া দিলেন আপনি ধর্ম্মরাজ।। কৃষ্ণ স্থানে অপরাধী হয়েছে যে জন। তাহারে রাখিয়া হেথা কোন প্রয়োজন ।। তুমিত জানহ কৃষ্ণ ত্রিভুবন নাথ। তবে কেন বিরোধ করহ তাঁর সাথ।। ঘুড়ী সহ দণ্ডি নৃপতিরে দেহ ছাড়ি। প্রাণ লয়ে ফিরে যাক আপনার বাড়ি ।। অর্জ্জুনের বাক্যে ভীম মহাক্রোধ হৈয়া। হইল রক্ত বর্ণ উঠিল গর্জ্জিয়া ।। কি নীত শিখাও মোরে আমি কিনা জানি। স্বধর্ম্ম বিহীন ক্ষত্রি অধম বাখানি ।। প্রাণ ভয়ে যেই জন লইল শরণ। তাহারে ত্যজিতে নারি থাকিতে জীবন ।। সর্ব্বস্ব আপন প্রাণ ভাবে যেই জনা। কাপুরুষ বলি তারে করয়ে ঘোষণা মারিবেন কৃষ্ণ মোরে তাহা আমি জানি। না ছাড়িব দণ্ডি রাজে সত্য মোর বাণী ।। ভীমসেন এতবাদ উত্তর করিল। শুনিয়া অর্জ্জুন অতি বিমর্শ হইল। নকুলে সম্বোধি কন পার্থ মহাবীর। ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনি কম্পিত শরীর।। বল ভাই ইহার উপায় কিবা হয়। কৃষ্ণ কোপে বংশ ধ্বংশ নাহিক সংশয় ।। কৃষ্ণের কৃপায় মোরা জয়ী ত্রিভুবন। কৃষ্ণ সম বন্ধু আর আছে কে এমন সে কৃষ্ণ সঙ্গে বাদ করে বৃকোদর। বিষম বিপদ হৈল বুঝি অতঃপর ।। নকুল কহিছে পার্থে হয়ে বিষাদিত। এক্ষণে ভীমেরে নীত বুঝান উচিত ।। উত্তর কাল প্রমাদ হইবে মহাশয়। উভয় সঙ্কট হইবে নাহিক সংশয় ।। কৃষ্ণ হৈল প্রাণ ধন ভীম হৈল ভাই দুইনার দ্বন্দ্বে মো সবার রক্ষা নাই ।। ডান হাতে বাম হাতে ভেদ কিছু নাই। ছেদন করিলে ব্যথা সমতুল্য পাই ।। শুনিয়া কহিছে পার্থ ভীমে সুউপায়। ত্যজ ভাই কৃষ্ণ শত্রু যদি তব পায় তৃণ সম মোরা তাহার গণন। কৃষ্ণ বাদ তাঁর সাথে আর

অকারণ ॥ কুম্ভীরের সহ বাদ জলে করে ঘর । ভেক হয়ে বাঞ্ছা কর অহির সমর ॥ কাক হয়ে অভিলাষ গরুড়ের রণে । শৃগাল সিংহের রণে অবশ্য মরণ ॥ শুনিয়া ক্রোধে ভীমসেন অর্জ্জুনেরে কয় । কি মোরে শিখাও নীত করিয়া প্রণয় ॥ যথার্থ অনর্থ হউক শুন আমি কই । প্রাণ কৈক্ষু ৭ দণ্ডী ছাড়িবারে নই ॥ যদ্যপি আমারে কৃষ্ণ এসেন মারিতে । তোমরা সহায় ভাই না হইও তাতে ॥ অর্জ্জুন কহিছে ভাই বুঝিনু কারণ । নিকটে হইল তব আসিয়া শমন ॥ হিতে বিপরীত ভাব না শুন বারণ । এইরূপ পাপে মজে লঙ্কার রাবণ ॥ সদর্থ রামের তত্ত্ব জেনে নারায়ণ । না দিল জানকী পণ করিল জীবন । তদ্রূপ কৃষ্ণের তত্ত্ব জানিয়া আপনি । রাখিলে কৃষ্ণের শত্রু প্রবোধ না মানি ॥ অতএব বুঝিনু সার ইহার যে মর্ম্ম । তোমার নাহিক দোষ কৃষ্ণের এ কর্ম্ম রাম অবতারে কৈলা রাক্ষসের ধ্বংস । কৃষ্ণ অবতারে বিনাশিতে পাণ্ডু বংশ ॥ যত কহে নাহি শুনে ভীম মহাবল । আর্ত্ত তত্ত্ব পার্থের নয়ন ছলছল ॥ বিষাদিত হয়ে চলে সকাতর মন । রাজার নিকটে গিয়া কৈল বিবরণ ॥ পরম পদার্থ পদে আরোপিয়া মন পাঁচালি প্রবন্ধে উমাকান্ত বিরচন ॥

অর্জ্জুন রাজাকে সংবাদ দেন ॥

শুনি ধর্ম্ম নরপতি আপনি আসিয়া । কহিতে লাগিল ভীমসেনে বুঝাইয়া ॥ শুন ভীম এ কর্ম্ম তোমার যোগ্য নয় । প্রলয় হইবে শেষে জানিহ নিশ্চয় ॥ অবশ্য দণ্ডির কিছু থাকিবেক দোষ নতুবা কৃষ্ণের কেন এতেক আক্রোশ ॥ যাহা ইচ্ছা হয় তাঁর করুন দণ্ডিরে । পথের বিবাদ কেন ডাকি আন ঘরে ॥ সংসারের কর্ত্তা হরি অনাথের গতি । স্বেচ্ছাধীন স্বেচ্ছাময় স্বেচ্ছায় উৎপত্তি অনাদি পুরুষ তাঁর অনন্ত মহিমা । আমি কি কহিব ব্রহ্মা দিতে নারে সীমা ॥ যোগিগণ যোগেতে যার অন্ত নাহি পায় । বিরিঞ্চ্যাদি

দেবতা সতত যারে ধ্যায় ॥ যার নাম স্মরণেতে পলায় কৃতান্ত । তাঁর আগে হবে তুমি কোন বলবন্ত । বিশেষে কৃষ্ণের সহ সম্বন্ধ গৌরব । বিরুদ্ধ উভয় পক্ষে জয়ী পরাভব ॥ আমাদের প্রতি তাঁর স্নেহ অতিশয় । হেন কর্ম্ম তোমার উচিত কভু নয় ॥ কৃষ্ণের ভরসা মোরা করি অনুক্ষণ । কৃষ্ণ হয় পাণ্ডবের রাজ্য প্রাণ ধন ॥ না বুঝিয়া করিয়াছ কর্ম্ম অনুচিত । এখন দণ্ডিবে দিয়া কৃষ্ণে কর প্রীত ॥ কিসের অহঙ্কার কর তুমি কোন ছার । তাঁর ক্রোধ হৈলে কার নাহিক নিস্তার ॥ যুধিষ্ঠিরের এই মত শুনিয়া উত্তর কহিতে লাগিল তবে বীর বৃকোদর ॥ শুন মহারাজ কিছু করি নিবেদন । কার সাধ্য তব বাক্য করিতে হেলন ॥ ধর্ম্মরাজ বলি তোমা আছয়ে প্রচার । তুমি যদি হেন কহ কি বলিব আর ॥ জননীর বাক্য আমি না করি শ্রবণ ॥ সহজে অবলা তারা বুদ্ধি সাধারণ ॥ তাহাদের বাক্যে খেদ না হয় আমার । কহিল যেমন বুদ্ধি তার অনুসার ॥ ভ্রাতৃগণ যা কহিল সে নহে প্রমাণ । ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি বুঝে অতি অল্পজ্ঞান ॥ বালক চঞ্চল মতি কথা গ্রাহ্য নয় । আপনি যা কহিবেন সপ্রমাণ হয় ॥ আপনি ধর্ম্মের সেতু ধর্ম্ম পরায়ণ । অবিরত সর্ব্ব ধর্ম করেন পালন ॥ অধর্ম্ম করিতে যদি কহেন আপনি । তবে আমি কি বলিব শুন নৃপমণি ॥ তোমার বচন মোরা [illegible] না পারি । বুঝিয়া কহিবে সূক্ষ্ম ধর্ম্মতো বিচারি ॥ প্রাণ ভয়ে যেই জন লইল শরণ । তাহারে ত্যাজিতে বল না বুঝি কারণ ॥ হিংসা নাহি করি তার যে লয় শরণ ॥ শরণাগতের কথা করহ শ্রবণ । ঘৃত শাস্ত্র হৈল শান্ত করহ কৃতান্ত । উমাকান্ত কহে ভাব কমলার কান্ত ॥

ভীম রাজাকে রঘুরাজোপাখ্যান কন ॥

সূর্য্যবংশে রঘুরাজা ছিল এক জন । বহু পুণ্যবান সেই বিখ্যাত ভুবন ॥ তাঁর ধর্ম্ম কর্ম্ম দেখি দেবতা বিস্ময় । ইন্দ্র ভাবে [illegible] আমার

ইন্দ্রত্ব পাছে লয় ।। একদিন নারায়ণ সদাশিবে কন । রঘুরাজা পুণ্যবান দেখিব কেমন ।। চল যাই দুইজনে একত্র হইয়া । ছলনা করিয়া তারে আসিব বুঝিয়া ।। শুনি শিব ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিলা নারায়ণ ব্রাহ্মণের বালক হইলা ।। ব্রাহ্মণনন্দন আগে পলাইয়া যায় । খাইবার আশে ব্যাঘ্র পাছে২ ধায় ।। ব্যাঘ্র দেখি সকলে হইল সশঙ্কিত । দুই জনে রাজার সভায় উপনীত ।। যোড় কর করিয়া ব্রাহ্মণ নন্দন । রক্ষা কর মহারাজ লইনু শরণ ।। এই দেখ আইল ব্যাঘ্র আমারে খাইতে । ভয়েভীত চিত্ত অঙ্গ লাগিল কাঁপিতে ।। ভয়ার্ত্ত দেখিয়া তারে দয়া উপজিল । ভয় নাই বলি রাজা কোলেতে করিল ।। ধন্য রঘুরাজা পুণ্য অসংখ্য গণন । সেই ফলে কোলেতে বসিলেন নারায়ণ ।। হেনকালে ব্যাঘ্র গিয়া ভূপতিরে কয় । ব্রাহ্মণ বালক কেন রাখ মহাশয় । বৃদ্ধ হইয়াছি শক্তি না হয় আমার । ভাগ্যে মম পাইয়াছি উত্তম শিকার ।। তিন দিন অনাহারী আছি হে রাজন । শীঘ্রগতি দেহ মোরে করিব ভক্ষণ ।। তুমি ধর্ম্মশীল ধর্ম্ম শাস্ত্রেতে পারক আহারে ব্যাঘাত কর হইবে পাতক ।। রাজা বলে রাখ ব্যাঘ্র বচন আমার । অন্য মাংস আমি যদি করি অঙ্গীকার ।। ছাগ মেষ মহিষ খাইতে যত পার । নিত্য আমি যোগাইব আহার তোমার ।। অতি অল্প মাংস এই ব্রাহ্মণ কুমার । ইহারে খাইলে তৃপ্তি না হবে তোমার ।। দ্বিতীয়তঃ প্রাণভয়ে লইল শরণ । কেমনে তোমারে আমি দিব এই জন । শুনি ভূপতির কথা ব্যাঘ্র পুনঃ কয় । দৃঢ় মাংস খাইতে না পারি মহাশয় ।। আপনি প্রাচীন হীন হয়েছে দর্শন । ছাগ মেষ মহিষে নাহিক প্রয়োজন অষ্টম বর্ষীয় এই ব্রাহ্মণ নন্দন । কোমল উহার মাংস করিব ভক্ষণ । অন্য কথায় মোর কিছুই ফল নাই । ব্রাহ্মণবালক দেহ [illegible] যাই ।। কাতর হইয়া কয় ব্রাহ্মণনন্দন । আমারে না [illegible] বাঁচাও জীবন ।। ভূপতি ভাবিছে ভাল ঠেকিলাম

[illegible]য়। ভাবে বুঝি ভগবান ভুলালে আমায় ॥ ভদ্রাভদ্র ভবিষ্যৎ ভীত না হইব। ভয়ার্ত্ত জনের ভয় ভঞ্জন করিব ॥ শুনঃ ব্যাঘ্র আমি করি নিবেদন। সব দিগ রক্ষা পায় করিবা এমন ॥ বালক বাচিবে হবে তোমার আহার। নতুবা আমার ধর্ম্ম রক্ষা পাওয়া ভার ॥ অন্য জীব আনিব কোমল মাংস যার ॥ ভক্ষণে উদর পূর্ণ করিব তোমার ॥ ব্যাঘ্র বলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু মানি নাই। পশু আমি আহার পাইলে মাত্র খাই ॥ বালক নরের মাংসে পীরিতি আমার। দৈবেতে মনের মত মিলেছে শিকার ॥ পুনঃ পুনঃ বাক্য ব্যয় কেন কর আর। খাইব উহারে আমি শুন সারোদ্ধার। উমাকান্ত বলে বড় প্রমাদ রাজার। বিষম সমস্যা হৈল নাহিক নিস্তার ॥

লঘু ত্রিপদী ॥

রাজা কহে ব্যাঘ্র, নাহি হইও উগ্র, ব্যগ্রত করি তোমায়। ব্রাহ্মণ কুমার, আশ্রিত আমার, দিতে না পারিব তায় ॥ ব্রাহ্মণ কুমার, সদৃশ আমার, এক পুত্র গৃহে আছে। মোর বুকা ধর, অঙ্গীকার কর, আনি হে তোমার কাছে ॥ পরম সুন্দর, রূপ মনোহর, অতি বর্য্যায় হবে। তব মনোনীত, পাইবে শোণিত, তার মাংস খাও তবে ॥ ব্যাঘ্র কহে পুনঃ নৃপতি শুন, [illegible] তব বিচার। বাণিজ্য ব্যাপার, যেমন প্রকার, [illegible]কের বদলে [illegible]ার ॥ আপন নন্দন, করিয়া নিধন, রাখিবে [illegible]গত। না বুঝি কারণ পুণ্য উপার্জ্জন, করিবে ইহাতে কত ॥ ব্রাহ্মণ কুমার, আশ্রিত তোমার, তারে দিলে পাপ হবে। কহ [illegible] সত্য, বধিলে অপত্য পাতক নাহিক তবে ॥ তুমি বিজ্ঞ জন, বিখ্যাত ভুবন, কেন অবিচার কও। বুঝিনু [illegible] তুমি হে [illegible]াজন, ধর্ম্মশাস্ত্র জ্ঞাত নও ॥ আশ্রিত [illegible] জন, [illegible], পুণ্য আছে স্মৃতি ময়। করিলে স্বীকার, মুখে [illegible]

পাতক নয় ॥ তুমি নৃপবর, আমি বনচর, বিবেচনা মোর নাই । উচিত যে হয়, কর মহাশয়, ক্ষান্ত হয়ে তবে যাই ॥ ভূপতি শুনিয়া, লজ্জিত হইয়া, শার্দ্দূলে কহে তখন । তোমার আহার, কারণে আমার, ব্যাকুল হয়েছে মন ॥ এত উচাটন, কিসের কারণ, ক্ষান্ত হয়ে কেন যাও । ব্রাহ্মণ কুমার বদলে আমার, মাংস দিব তুমি খাও ॥ খাইতে যা পারো, কর হে আহার, যত মাংস আছে গায় । এদেক সাথে ক, ব্রাহ্মণ বালক, যদি প্রাণদান পায় ॥ তবে ব্যাঘ্র কয়, সম্ভব এ হয়, করিলাম অঙ্গীকার । শুনি ভসাজন, বন্ধুবর্গগণ, সবে করে হাহাকার ॥ গণিয়া প্রমাদ, কহিতে সংবাদ, অন্তঃপুরে দূত চলে । সজল নয়ন, মলিন বিবরণ, রাণীর সাক্ষাতে বলে ॥ শুনি রাজরাণী, শিরে কর হানে, ধরণী তলে লোটায় । কেন অকস্মাৎ, হৈল বজ্রাঘাত বৈগুণ বিধি আমায় ॥ বালিকা সময়, পিতার আলয় ছিলাম আমি যখন । ব্রাহ্মণ আসিয়া, আমারে দেখিয়া, পিতার সাক্ষাতে বল ॥ তোমার এ কন্যা, হইবেক ধন্যা, ভাগ্যবতী সবে কবে । রাজার বনিতা, সর্ব্বগুণান্বিতা বৈধব্য দশা না হবে ॥ তবে তপোধন, করিল গমন, আমার স্মরণ হয় । মুনির বচন কদাচ কখন অন্যথা হবার নয় ॥ এতেক ভাবিয়া, বিধান ত্যেজিয়া, দূতেরে তখন কয় । শার্দ্দূল যেমন, ব্রাহ্মণ নন্দন, দেখিতে উচিত হয় ॥ রাজার রমণী চলিল অমনি হয়ে দুঃখিনীর ন্যায় । নাহি বান্ধে কেশ, উন্মাদ বেশ, ভূপতির কাছে যায় ॥ তবে রাজরাণী, যোড় করি পাণি, রাজারে জিজ্ঞাসা করে । সব বিবরণ, রাণীরে তখন, কহিলেন নৃপবরে ॥ ব্রাহ্মণ কুমার, কোলেতে রাজার, দেখি রাণী চমকিত । পরম সুন্দর, রূপ মনোহর, মনে পাইলাম প্রীত ॥ আপন সন্তান, করি হেন জ্ঞান, পুণ্যবতী রাজার রাণী । উথাকান্ত বয়, কিবা ভাগ্যোদয়, কোলে করে চক্রপাণি ॥

পয়ার॥

কোলেতে লইল রাণী ব্রাহ্মণ নন্দনে। ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন দেখিল চরণে॥ ভাবে মনে সামান্য বালক এই নয়। স্নেহ ভাব ছুরে গেল ভক্তির উদয়॥ স্তব করে রাণীর এমন অভিপ্রায়। ভাব বুঝি ভগবান ভুলান মায়ায়॥ কত পুণ্য করেছিল না বুঝি কার দিব্যজ্ঞান হইল পরশে নারায়ণ॥ রাণী বলে মহারাজা করি নিবেদন। ব্যাঘ্র মুখে দেওয়া নয় ব্রাহ্মণ নন্দন॥ শরীর অনিত্য সত্য জানিব মরণ। পর উপকারে ব্যাঘ্রে করাও ভক্ষণ॥ তৃপ্তি নাহি হয় যদি মাংসেতে তোমার। পুনর্ব্বার মাংস কাটি দিব আপনার॥ রাণীর কথায় তুষ্ট হইয়া ভূপতি। খড়্গ হস্তে তুলিয়া লইল শীঘ্রগতি॥ ব্যাঘ্র বলে অকাতরে মাংস দিবে খাব। কাতর দেখিলে শোকে ক্ষান্ত হয়ে যাব॥ রাজা বলে আহার করহ নিজ সুখে। স্বহস্তে কাটিয়া মাংস দেয় ব্যাঘ্র মুখে॥ যত পায় তত খায় তৃপ্তি নাহি তায়। বিলম্ব হইলে দিতে পুনঃ পুনঃ চায়॥ কাটিতে কাটিতে মাংস রহিল অস্থি চর্ম। কেবল রহিল অস্থি শক্তি নাহি আর॥ পাত্র মিত্র সভাসদ যত বন্ধুজন। রাজারে দেখিয়া সবে করয়ে রোদন॥ পুরবাসি সকলে হইল চমৎকার। বালক বনিতা সবে করে হাহাকার॥ রাজার শরীর দেখি রাণী ভাবে স্থির। জ্ঞানকৃত নৃত্যবৎ মৌন হয়ে রয়॥ কষ্টেতে শরীর মাংস কাটে নৃপবর। ব্যাঘ্র বলে পরিপূর্ণ হইল উদর॥ তুষ্ট হইলাম আমি শুনহ রাজন। তোমার হইল এবে ব্রাহ্মণ নন্দন॥ তুমি পুণ্যবান অতি ধর্ম্ম অবতার। করিলে অদ্ভুত কর্ম্ম লোকে চমৎকার॥ ব্যাঘ্র রূপে আমি শিব ইনি নারায়ণ। বুঝিতে তোমার মন আসি দুইজন॥ শুনি রাজা স্তব করে বাসনা অন্তরে। রক্ত মাংস হীন দেহ বাক্য নাহি সরে॥ অন্তর্যামি নারায়ণ দয়া উপজিল। ভূপতির অঙ্গে পদ্মহস্ত বুলাইল॥ পূর্ব্ববৎ শরীর হইল পুনর্ব্বার। দ্বিগুণ বাড়িল জ্যোতিঃ কন্দর্প আকার॥ তবে

নৃপবর স্তব করিল বিস্তর। শুনি স্তবে তুষ্ট নারায়ণ চাহেন তখন। রাজা বলে অন্য বরে নাহি প্রয়োজন॥ বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি পতিত পাবন। এই বর দেহ মোরে প্রভু নারায়ণ॥ আমার বংশেতে আসি জন্ম তুমি লবে। আমার নামেতে প্রভু তব নাম হবে॥ এত শুনি হরি হর ঈষদ্ হাসিয়া। অন্তর্দ্ধান হইলেন তথাস্তু বলিয়া॥ অতএব মহারাজ ধর্ম্মতো বিচারে। প্রাণ পণে রাখিবেক শরণাগতেরে॥ আমার আশ্রিত এই দণ্ডি নরপতি। কেমনে ত্যজিব তারে নাহয় যুকতি॥ বিপাদ পাড়িয়ে যেই লইল শরণ। দোষাদোষ তার কোথা কে করে গণন॥ শত্রু কিম্বা মিত্র হউক আমার আশ্রিত। ছাড়িতে দণ্ডিরে না পারিব কদাচিত॥ চন্দ্র সূর্য্য খসি যদি পড়ে ভূমিতলে। মাতঙ্গ বিন্ধয়ে কিম্বা কমলের দলে॥ ভুজঙ্গ যদ্যপি হয় ভেকের বাহন। তথাপি দণ্ডিরে না পারেন নারায়ণ॥ এত শুনি যুধিষ্ঠির কম্পিত হৃদয়। ঘটিল বিপদ রাজা উমাকান্ত কয়॥

দণ্ডির অন্বেষণে গোবিন্দের দূত প্রেরণ॥

পয়ার॥

হেথা গোবিন্দের দূত দণ্ডি বাড়ি হৈতে। দ্বারকা নগরে গিয়া কৃষ্ণের সাক্ষাতে॥ কহিল সকল কথা দণ্ডী যে কহিল। একে একে কৃষ্ণ আগে সব নিবেদিল॥ তুরঙ্গিণী লাগি সেই দণ্ডিঋ নৃপমণি। পাত্র মিত্র প্রজাগণে দিয়ে রাজধানী॥ পুত্রকে করিয়া রাজা তুরঙ্গিণী লয়ে। পালাইল ছাড়ি রাজ্য দেশান্তরী হয়ে॥ শুনিয়া গোবিন্দ দেব হাসিতে লাগিল। নিশ্চয় জানিনু তার কুবুদ্ধি ঘটিল॥ পলাইয়া কোথা সে পাইবে পরিত্রাণ। এখনি আনিব ধরে করিয়া সন্ধান॥ স্বর্গ কিম্বা পাতালে থাকুক পৃথিবীতে। আকাশে থাকুক কিম্বা থাকু সমুদ্রেতে॥ অবশ্য ইহার মধ্য দেখিতে পাইব। তুরঙ্গিণী সহতারে বান্ধিয়া আনিব॥ অশ্ব নাহি দিল মোরে কোনে অহঙ্কারে। দেখিব এ তিন লোকে

কে রাখিতে পারে ।। কহিতে কহিতে মনে ক্রোধ উপজিল । দণ্ডি অন্বেষণে কৃষ্ণ দূত পাঠাইল ।। প্রথমে ভূলোক দূত অন্বেষণ করে । ভূলোকে ভবলোকে গেল তার পরে ।। মহলোক জন-লোক করি পর্য্যটন । তপলোক সত্য লোক শেষেতে গমন ।। অবশেষে ব্রহ্মলোক করে অন্বেষণ । দেব মুখে শুনিল দাণ্ডির বিবরণ ।। দেব গণে বলে শুন কৃষ্ণের কিঙ্কর । অশ্বসহ এসেছিল দণ্ডি নরবর ।। কৃষ্ণ শত্রু বলে না রাখিল কোনজন । কি জানি ক্রোধিত পাছে হন নারায়ণ ।। করিলাম কৃষ্ণ জন্যে অধর্ম্ম আচরণ অনুগত জনেরে যে না দেয় শরণ ।। দেব লোকে এই বার্ত্তা শুনে সবিশেষ । অতলেতে গিয়া দূত করিল প্রবেশ ।। অতল সুতল তল তল রসাতল । পাতালাদি নাগ লোক ভ্রমিল সকল ।। একে একে সর্ব্বঠাই করিল ভ্রমণ । কোন স্থানে দাণ্ডির না পাইল অন্বেষণ ।। পুনরপি ভূতলেতে হইল উপনীত । বলির মুখেতে বার্ত্তা পাইল কিঞ্চিৎ ।। এসেছিল দণ্ডি রাজা আমার সদন । সঙ্গেতে অশ্বিনী করিয়া আরোহণ ।। পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত করিয়া নিবেদন । আমার স্থানেতে দণ্ডী চাহিল শরণ ।। একবার যার চক্রে পাতালে রসাতে । পুন তার সঙ্গে বাদ ঘটিবে দুর্গতি ।। কৃষ্ণের বিপক্ষ সেই আমি কৃষ্ণদাস । কেমনে রাখিব আমি এ কি সর্ব্বনাশ ।। নৈরাশ করিয়া তারে করিনু বিদায় । নাহি জানি পরে দণ্ডী গিয়াছে কোথায় ।। পরে দূত সমদ্রে করিল অন্বেষণ । জলধি কহিল তারে সব বিবরণ ।। শুনিয়া কৃষ্ণের দূত করিল গমন । উপনীত লঙ্কায় যথায় বিভীষণ ।। রাক্ষসের পতি দেখে কৃষ্ণের কিঙ্কর । বসিতে আসন দিল করি সমাদর ।। আলিঙ্গন দূত স্থানে চাহে বিভীষণ । দূত বলে মহারাজা কহ এ কেমন ।। আমি অতি ক্ষুদ্র জীব হীন মহারাজ । তুমি দিবে আলিঙ্গন ইথে বড় লাজ ।। দূত বৈত নই আমি নাহি সম্ভাব । কথায় মোর রাখ মান এই লক্ষ লাভ বিভীষণ বলে ভাই তুমি মহাজন । আমা হৈতে শ্রেষ্ঠ তুমি শুনহ

বচন ॥ কৃষ্ণের সাক্ষাৎ মোর হওয়া দুর্ঘটন। দিবা নিশি করতুমি কৃষ্ণ দরশন ॥ অতএব অদ্য মোর রাত্রি সুপ্রভাত। কৃষ্ণদাস সহ আজি হইল সাক্ষাৎ ॥ তোমা পরশিলে হয় সফল জীবন। দূত বলে কর তাহা যাহা লয় মন ॥ বিভীষণ পরম আহ্লাদ যুক্ত মন জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণ বার্ত্তা করি আলিঙ্গন ॥ কহতব কি হেতু হেথায় আগমন। দূত বলে শুন রাজা ইহার কারণ ॥ পাঠাইলা আমারে আপনি নারায়ণে। অবন্তীর রাজা দণ্ডী তার অন্বেষণে ॥ শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহে বিভীষণ। এসেছিল বটে দণ্ডী আমার সদন ॥ বিস্তারিত তার মুখে শুনি বিবরণ। নৈরাশ করিনু তারে শুনহ কারণ ॥ হেথা হৈতে গেছে দণ্ডী হৈল বহু দিন। দেখিয়া ছিলাম তারে অতিশয় ক্ষীণ ॥ শুনিয়া কৃষ্ণের দূত হইল বিদায় অবনীতে উপনীত হইল ত্বরায় ॥ দিন গেল ভাবে মনে ভকত বৎসল। উমাকান্ত কহে যাবে সব অকুশল ॥

যুধিষ্ঠির সঙ্গে কৃষ্ণ দূতের সম্ভাষ ॥

পয়ার ॥

অলিঙ্গ কলিঙ্গ মদ্র মগধ তৈলঙ্গ। পাঞ্চাল মথুরা গয়া মিথিলা কুলিঙ্গ ॥ অযোধ্যা উড়িষ্যা আদি করিল ভ্রমণ। কোন স্থানে দণ্ডির না পাইল অন্বেষণ ॥ ব্যস্ত অতি কৃষ্ণের কিঙ্কর ব্যগ্র মন। অবশেষে হস্তিনায় দিল দরশন ॥ যথায় বসিয়া আছে ধর্ম্ম নরপতি। সম্মুখেতে গিয়া দূত করিল প্রণতি ॥ পত্রকত্র নিবেদন করিল সকল। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল কৃষ্ণের কুশল ॥ দূত কহে কুশল সকল নরপতি। যে নিমিত্তে আগমন শুনহ সম্প্রতি ॥ অবন্তীর অধিপতি দণ্ডি দণ্ডধর। অশ্বিনী কারণ তার শত্রু গদাধর ॥ কৃষ্ণের ভয়েতে দণ্ডী কৈল পলায়ন। ত্রিভুবন ভ্রমিয়া না পাই অন্বেষণ ॥ পথশ্রমে শ্রান্ত অতিশয় নররায়। আর না চলিতে পারি প্রাণ বাহিরায় ॥ সসাগরা পৃথিবীর দণ্ডধারী তুমি

অতএব বার্ত্তা জানাইতে আইনু আমি।। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম আমি করি মহাশয়। ব্যাকুল হইল প্রাণ ক্ষুধা পিপাসায়।। একজন দূত তুমি করহ প্রেরণ। অবন্তীর রাজার করহ অন্বেষণ।। কৃষ্ণের আত্মীয় তেঁই কাহ অনুরাগে। এ কর্ম্মে অবশ্য মহাশয়ের ভার লাগে।। দূতবাক্য শুনি যুধিষ্ঠির সচিন্তিত। সর্ব্বনাশ হইল ঘটিল বিপরীত।। সরমে না সরে বাণী রাজা ভাবে মনে। ভীমের বিষম কায কহিব কেমনে।। কৃষ্ণের বিপক্ষ রক্ষা হইল কুকাম। কৃষ্ণ থাকু দূরে শুনে দূত দিবে লাজ।। সাত পাঁচ ভাবে রাজা কম্পিত হৃদয়। গোপনে কি করে আর না কহিলে নয়।। বিষীর্ণ হইয়া রাজা দূত প্রতি কয়। শুন শুন দণ্ডি নরপতির নির্ণয়।। কহিবার কথা নয় কহিব তোমায়। পরে দূত লজ্জা নাহি দিও হে আমায়।। ত্রিভুবনে দণ্ডী তবে না পাইল স্থান। অবশেষে জাহ্নবী সলিলে ত্যজে প্রাণ।। কৃষ্ণের ভগিনী ভদ্রা গিয়াছিল স্নানে। দেখিয়া আসিয়া কহিলেন ভীম স্থানে। ভীম তারে রাখিয়াছে অভয় করিয়া। ভরসা কেবল কৃষ্ণ স্বজন বলিয়া।। তথাপি ভীমেরে বুঝাইনু পঞ্চ জন। না শুনিল কার বাক্য শুনহ বচন।। কৃষ্ণের নিকটে দূত কইও সমাচার। ক্রোধিত না হন যেন উপরে আমার।। বুঝাইয়া কবে দূত কৃষ্ণের চরণে। আমরা শরণাশ্রিত ভাই পঞ্চ জনে।। কৃষ্ণেতে অভিন্ন মোরা কৃষ্ণের আপন। এই হেতু ভীম তারে দিয়াছে শরণ।। তিনি লইতেন নহে লইলাম আমি। এই কথা বিস্তার করিয়া কবে তুমি।। শুনিয়া কৃষ্ণের দূত হইল বিদায়। সত্বরেতে উপনীত হল দ্বারকায়।। কৃষ্ণের নিকটে গিয়া অবনত হয়। ক্রমে২ ত্রিভুবনের পরিচয় কয়।। না পাইয়া সন্ধান প্রভু করে পর্য্যটন। শেষে হস্তিনায় গিয়া পাই অন্বেষণ।। তথা দণ্ডী ভীমের শরণ লইয়াছে। করিয়া অভয়দান ভীম রাখিয়াছে।। যুধিষ্ঠির আদি কার বাক্য না শুনিয়া

রাখিয়াছে ভীমসেন আশ্বাস করিয়া ॥ সর্ব্ব তত্ত্ব জানিয়া বলেন যদুপতি। বুঝিলাম পাণ্ডবের হইয়াছে দুর্ম্মতি ॥ মোর স্থানে অপরাধি হয়েছে যে জন। তাহারে অভয় দিয়ে রাখে কোন জন ॥ আমিহ পাণ্ডবে অনুগ্রহ করি মনে। পাণ্ডবের বন্ধু আমি জানে সর্ব্বজনে ॥ এ কারণে এত গর্ব্ব হৈল তা সভার। অবশ্য আমার স্থানে পাবে প্রতিকার ॥ এত বলি মহাক্রোধে দেব নারায়ণ। প্রদ্যুম্ন কুমারে ডাকাইলা ততক্ষণ ॥ কৃষ্ণ কন কামদেব শুনহ বচন। হস্তিনা নগরে শীঘ্র করহ গমন ॥ যুধিষ্ঠির রাজারে কহিও এই বাণী। দণ্ডিরে পাঠায়ে দেবে সহ তুরঙ্গিণী ॥ তবে মোর সঙ্গে প্রীতি রহিবে তাহার। নতুবা পাণ্ডব হবে সবংশে সংহার ॥ আমার বিরক্ত যত জগতে বিদিত। কার শক্তি যুঝিবেক আমার সহিত। যুধিষ্ঠিরে করি আমি বিস্তর ভকতি। ধনঞ্জয় মহাবীর স্নেহ মোর অতি ॥ আমাতে পাণ্ডবে কিছু নাহিক প্রভেদ। তবে কেন বৃকোদর করিল বিচ্ছেদ ॥ এই কথা বুঝাইয়া কবে যুধিষ্ঠিরে। সম্প্রতি পাঠায়ে দেয় দণ্ডি নৃপতিরে ॥ কৃষ্ণের বচন শুনি প্রদ্যুম্ন কুমার। সাজিলেন পরিয়া বিবিধ অলঙ্কার ॥ গোবিন্দ চরণে গিয়া প্রণাম করিল। দিব্য রথে চড়ি বীর হস্তিনায় গেল ॥ যুধিষ্ঠির নরপতি সংবাদ পাইয়া। সহদেবে পাঠাইলা আগু বাড়াইয়া ॥ সভা করি বসিয়াছে ধর্ম্ম নৃপবর। হেনকালে আইল তথা কৃষ্ণের কুমার ॥ যুধিষ্ঠির নৃপতি বন্দিল চরণ। ভীম আদি সকলের করি সম্ভাষণ ॥ আসনে বসিল গিয়া কৃষ্ণের কুমার। ধর্ম্ম নরপতি জিজ্ঞাসেন সমাচার ॥ কহ কামদেব আগে কৃষ্ণের কুশল। যাহার প্রসাদে মোর সকল মঙ্গল ॥ বলভদ্র আদি কহ কুশল বৃত্তান্ত। আর কে কেমন আছে শুনি সব তদন্ত ॥ এতেক রাজার বাক্য শুনিয়া কুমার। কহিতে লাগিল গোবিন্দের সমাচার ॥ শুন রাজা দ্বারকার সকল মঙ্গল কিন্তু এক শুনিলাম বড় অকুশল ॥ যে হেতু আমারে কৃষ্ণ দিল

পাঠাইয়া। সে সকল কহি শুন মন দিয়া॥ অবন্তী দেশের রাজা দণ্ডি নরপতি। করিল বিবাদ সেই শ্রীকৃষ্ণ সংহতি॥ পৃথিবী ভ্রমিয়া যার না মিলিল স্থান। ভীম তাঁরে রাখিল আপন বিদ্যমান॥ একথা গোবিন্দ তবে আশ্চর্য্য শুনিয়া। আমাকে তোমার স্থানে দিলা পাঠাইয়া॥ তোমার পরম বন্ধু জানেন শ্রীহরি। এ কোন চরিত্র তব বুঝিতে না পারি॥ আত্ম ভাবে কৃষ্ণ যত কৈল উপকার। ততোধিক সুপ্রীতে সুধিলে তার ধার॥ কৃষ্ণ সদা চিন্তা করে পাণ্ডবের হিত। যথোচিত হিতৈষির হিতে বিপরীত॥ যে কর্ম্ম করিলে শুনং ধর্ম্মরাজ। তোমাদের নাহি লাজ আমাদের লাজ॥ লজ্জাভয় থাকিলে না হইত এমন। লোক ভয় পরিবাদ না হৈল গণন॥ প্রকাশিলে হাস্যাস্পদ শুন নররায়। কি কব বিস্তর আর হায়২ হায়॥ বিপক্ষ হাসাবে রাজা বুঝিনু নির্য্যাশ। ধর্ম্ম অবতার ধর্ম্ম করিলে প্রকাশ॥ তুচ্ছ ধর্ম্ম রাখিতে তোমার হৈল সাধ। নাশ হৈল সর্ব্ব ধর্ম্ম কৃষ্ণ সহ বাদ॥ শুনিয়া কামের কথা যুধিষ্ঠির রায়। প্রিয় ভাষে কহে অতি লজ্জিত হয়॥ শুন কামদেব তুমি আমার বচন। লজ্জা আর আমারে না দেও অকারণ॥ আমাদের সাধ্য নাহি এ কর্ম্ম করিতে হইল এমন হে ভীমের বুদ্ধিতে॥ বুঝালে না বুঝে ভীম না শুনে বচন॥ এর মধ্যে নাহি মোরা ভাই চারি জন॥ শুনিয়া সগর্ব্বে কহে গোবিন্দ তনয়। একা বৃকোদরের সাধ্যেতে নাহি হয়॥ বুঝা গেল এ কর্ম্মে যতেক ফেরফার। তোমা বাক্যে জানা গেল এক হও আর॥ এ কর্ম্ম করিলে যোগ করি পঞ্চজন। কিন্তু দণ্ডিরে রাখিতে নারিবে কদাচন॥ বৃকোদরে এখন বুঝাও মহাশয়। কৃষ্ণের অপ্রীত করা উপযুক্ত নয়॥ আপন মঙ্গল যদি চাহ মহারাজ। দণ্ডিরাজে দেহ কৃষ্ণে ইথে নাহি লাজ॥ তাঁহার বিক্রম যত সংসারে বিদিত। বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় উচিত॥ এত শুনি ধর্ম্মরাজ প্রদ্যুম্নের কথা। নীরব হইয়া রহে

হেট করি মাথা ।। শুনে বীর বৃকোদর কোপে উঠে জ্বলে । প্রচুর অনলে যেন ঘৃত দিল ঢেলে ।। শুন কামদেব তুমি আমার বচন । রাজারে দেখাও ভয় কিসের কারণ ।। দণ্ডী রাখিয়াছি আমি বলে আপনার । কহ গিয়া করুণ যতেক শক্তি তাঁর ।। কিসে দণ্ডী হইয়াছে অপরাধকারী । কেমন বিচার কিছু বুঝিতে না পারি ।। বনে পাইয়াছি ছুঁড়ী তার কিবা দায় । বলে নিতে চান মারি এ কোন অন্যায় ।। তেকারণে লইয়াছে আমার শরণ । রাখিয়াছি আমি তারে করিয়া যতন ।। কহ গিয়া কাম তুমি ক[illegible]র গোচরে । ক্ষমা না করেন যেন শক্তি অনুসারে ।। ভীমের এতেক বাক্য প্রদ্যুম্ন শুনিয়া । কহিতে লাগিল অতিক্রোধিত হইয়া ।। শুন ভীম ভাল বুদ্ধি না হৈল তোমারে । কৃষ্ণ সঙ্গে বাদ করি চাহ মরিবারে ।। অনাদি অনন্তরূপ অনন্ত মহিমা । পঞ্চ মুখে পঞ্চানন দিতে নারে সীমা । তুমি দর্প কর তাঁরে না পারি সহিতে । কৃষ্ণের মহিমা গুণ কে পারে কহিতে ।। পূর্ব্বে সেই নারায়ণ ক্ষীরোদ সাগরে । শয়ন করিল জলে নাগের উপরে ।। তাঁহার কর্ণের মল হইল বাহির । তাহে মধুকৈটভ জন্মিল মহাবীর ।। প্রকাণ্ড শরীর বীর মহাবল ধরে । সঘনে ব্রহ্মারে দেখি যায় ধরিবারে ।। পলাইল প্রজাপতি অসুর দেখিয়া । বিষ্ণু নাভিকমলে প্রবেশ কৈল গিয়া ।। নিদ্রা রূপা ভগবতী জগৎ জননী । আচ্ছন্নেতে মোহিত করিলা পদ্মযোনি ।। প্রজাপতি শয়ন দেখিয়া জনার্দ্দন । আপনি উঠিয়া দৈত্য কৈলা নিবারণ । নানারূপে যত দৈত্য করেন সংহার । শুনহ সে সেসব কথা পবন কুমার ।।

সেই কৃষ্ণ সহ চাহ করিতে সংগ্রাম । আমি কি বুঝাব বল বিধি তোমায় বাম ।। ক্ষয় নহিলে হবে কেন কুবুদ্ধি তোমার । কালেতে সকল করে বুঝিলাম সার ।। কামের বচনে ভীম উঠিল

গর্জ্জিয়া। পুনঃ২ এত বাক্য কহ কি লাগিয়া ॥ যত শক্তি থাকে তাঁর আপনি আসিয়া। দণ্ডিকে মারুন কৃষ্ণ আমারে মারিয়া ॥ শরীরেতে প্রাণ মোর যাবৎ থাকিবে। কার সাধ্য দণ্ডিরাজে লইয়া যাইবে ॥ ভীমের নিষ্ঠুর বাক্য এই মত শুনি। কহিতে লাগিল যুধিষ্ঠির নৃপমণি ॥ কেন ভীম হেন বুদ্ধি হইল তোমার। কৃষ্ণের হইল ক্রোধ নাহিক নিস্তার ॥ খুড়ীসহ দণ্ডিরাজা দেহ পাঠাইয়া। ক্ষমা করিবেন কৃষ্ণ সদয় হইয়া ॥ সভাসদ সবে মেলি যত বুঝাইল। ক্রোধে ভীম কার বাক্য কিছু না শুনিল ॥ এত শুনি কামদেব বিদায় হইল। রথ আরোহণে পুনঃ দ্বারকায় গেল ॥ গোবিন্দের চরণেতে প্রণাম করিয়া। প্রত্যেকে ভীমের কথা নিবেদিল গিয়া ॥ শুন প্রভু ভীম যত করিল উত্তর। কতেক কহিব আমি তোমার গোচর ॥ আপনারে দর্প করি কহিল বিস্তর। যুদ্ধে নাহি দিবে সেই দণ্ডি নৃপবর ॥ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি করিয়া সর্ব্ব জন। নানা মতে বুঝাইল অনেক বচন ॥ কার বাক্য না শুনিল দুষ্ট দুরাচার। অবশ্য করিবে যুদ্ধ শুন সমাচার ॥ শুনিয়া গোবিন্দ দেব ক্রোধে কম্পমান। খুড়ী নাহি দিল মোর কৈল অপমান ॥ বুঝিলাম অতঃপর ঘটিল প্রমাদ। এখন পুরাব তার সংগ্রামের সাধ ॥ কোন অহঙ্কারে চায় করিতে সমর। সবংশে হত পাঠাইব যম ঘর ॥ যত দর্প করিয়াছে হবে ছারখার। পৃথিবীতে পাণ্ডু বংশ না রাখিব আর ॥ শীঘ্রগতি সাজ সবে চলহ সত্বর। আপনি যাইব আমি হস্তিনা নগর ॥ ক্রোধে সকম্প কৃষ্ণ কারো না হয় শান্ত। অনর্থ হইল আজি কহে উমাকান্ত ॥

দেবতাদিগের স্থানে শ্রীকৃষ্ণের দূত প্রেরণ।

দূতগণে ডাকি আনাইল নারায়ণ। একে একে সকলের কৈল নিয়োজন ॥ এক দূত যাহ যথা দেব শূলপাণি ॥ সবিনয়ে জানাইবে আমার কাহিনী ॥ পাণ্ডব সহিত মোর হইবে সমর।

আপনি সহায় তায় হবেন শঙ্কর ॥ এই সব কথা কহি শিবের গোচরে ॥ তার পর সমাচার জানাবে ব্রহ্মারে ॥ আর দূত চলি যাহ যথা পুরন্দর। কহিবে সকল কথা ইন্দ্রের গোচর। বাসুকির স্থানে এক দূত চলি যাও। আমার সংবাদ গিয়া তাহারে জানাও ॥ সুমেরু পর্ব্বতে গিয়া জানাবে সংবাদ। পাণ্ডব সহিতে মোর হয়েছে বিবাদ ॥ সমুদ্রেকে আমার সম্বাদ জানাইবে। তার পর শমনেরে সমাচার দিবে ॥ লঙ্কাতে যাইতে বিভীষণের গোচর। তথা হৈতে যাবে যথা পবন কুমার ॥ ইন্দ্রেরে কহিবে তুমি এই সমাচার ॥ দেবতা লইয়া যেন করে আগুসার ॥ চন্দ্র সূর্য্য কুবের বরুণ হুতাশন। নৈঋত পবন আদি দিকপাল গণ। এ সকল দেবগণে সংহতি করিয়া। সসৈন্যেতে ইন্দ্র যেন আইসেন সাজিয়া ॥ পাইয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা যত দূতগণে। সত্বরে চলিয়া সবে গেল ততক্ষণে ॥ শিবলোকে গেল দূত কৈলাস শিখরে। প্রণাম করিয়ে নিবেদিল মহেশ্বরে ॥ শুন প্রভু মৃত্যুঞ্জয় করি নিবেদন। পাণ্ডব সহিত কৃষ্ণ করিবেন রণ ॥ আমারে পাঠায়ে হরি দিলেন হেথায়। আপনি আসিয়া তার হবেন সহায়। দূত মুখে এতেক শুনিয়া বিবরণ। অঙ্গীকার করিলেন দেব ত্রিলোচন ॥ তথা হৈতে দূত পুনঃ গেল ব্রহ্মলোকে। একে একে সব বার্ত্তা কহিল ব্রহ্মাকে ॥ আর দূত ইন্দ্রপুরে করিল গমন। দেবরাজে সকল কহিল বিবরণ। পাণ্ডবের সহিত কৃষ্ণের হবে রণ। আপনি সহায় হবে লয়ে নিজগণ ॥ এতেক বলিয়া দূত কৈল আগুসার। লঙ্কাপুরে বিভীষণে দিল সমাচার ॥ তথা হৈতে সুমেরু পর্ব্বতে চলি গেল। একে একে সকলেরে সংবাদ কহিল ॥ পাইয়া কৃষ্ণের বার্ত্তা দেব পঞ্চানন। সাজিলেন বৃষোপরি করি আরোহণ ॥ কহে কবি উমাকান্ত শুন বৃত্তান্ত। সাজিল শিবের সেনা পিচাশ দুরন্ত ॥

ত্রিপদী।

গঙ্গাধর মনোহর সাজিলা করিতে সমর। কীর্ত্তিপট কটি তট জড়িত ব্যাল বিষধর ॥ শোভা করে কলেবরে অপূর্ব্ব বিভূতি ভূষণ। চারু করে মৃগবরে পিণাক ত্রিশূল ধারণ॥ শিরে জটা তাম্রছটা ললাটে শোভে সুধাকর। জটে গঙ্গা সতরঙ্গা হিল্লোলে বহে মনোহর॥ সিদ্ধি পানে ত্রিনয়ন করিয়া ঢলং আঁখি। দিগম্বর স্মরহর সমবেচলিলা পিণাকী॥ নিজ সেনা যতদানা সঙ্গেতে লইয়া বিশাল। বীরভদ্র আদি সর্ব্বত ল বেতাল মহাকাল। সাজে দল মহাবল পিচাশ রাক্ষস ভৈরব। প্রিয়সঙ্গী নন্দী ভৃঙ্গী সাজিল করিয়া ঘোর রব॥ ষড়ানন আরোহণ করিয়া ময়ূর বাহন। সঙ্গে চলে কুতূহলে পিণাক শক্তি প্রহরণ॥ অগণন প্রেতগণ লইয়া ত্রিপুরান্তকারী। দ্বারকায় ভূত যত্ন রভেটিলা সম্ভ্রমে মুরারি। হংসচর সৃষ্টিকর বিধাতা সাজিল সত্বরে। মনোহর কলেবর সুশোভে কমণ্ডলু করে। সুরাশন আরোহণ করিয়া সাজে দেবরাজে॥ বজ্র করে শোভা করে অঙ্কুশ ঘণ্টা বিরাজে॥ সুরসেনা অতুলনা বিক্রমে রণে মহাবল। মহীধর কলেবর কম্পিত চলিল অচল সাজে রণে হর্ষমনে সপ্তাশ্বরথে দিবাকর। চলে রঙ্গে উড়ুসঙ্গে বিমানে পূর্ণ শশধর। মেষে যম পরাক্রম তুরঙ্গ বাহনে বরুণ। মৃগে ভর বায়ুবর মকরে জলধি বরুণ॥ গ্রহগণ প্রহরণ বিবিধ করিয়া ধারণ। সবাহন আরোহণ হরিষে সত্বরে গমন॥ যক্ষ রক্ষ কীট পক্ষ পতঙ্গ সাজিল সমরে। বিদ্যাধর ব্যোমচর অপ্সর অসুর কিন্নরে॥ অগ্নিপতি হৃষ্টমতি সাজিল লৈয়া নিজদল। নদ নদী খণ্ড হ্রদ ব্যাপিল অবনীমণ্ডল। ব্রহ্মপুত্র সোন সূত্র অজয় দারুক ঈশ্বর। মেঘনাথ বলসাথ প্রধান নদ দামোদর॥ সরস্বতী ভাগীরথী যমুনা পদ্মাবতী আদি। স্বর্ণরেখা দিল দেখা সঙ্গে চৌষট্টি মহানদী॥ সতরঙ্গে মনোরঙ্গে তটিনী ত্বরায় চলিল উমাকান্ত রাধাকান্ত ভাবিয়া রচনা করিল॥

পয়ার ॥

সাজিল অনন্ত দেব অবনী ধারণ। সঙ্গে লৈয়া মহাকাল ভুজঙ্গের গণ ॥ তক্ষক কানন কোড়া গোক্ষুরা সাপিনী। কালিমালি স্বর্ণ মণি কেউটা রাগিণী ॥ রাজ সর্প দুই মুখা শ্মশ্রুমুখা শোড়া বিজয়ি উদয় নাগ আটাইস বোড়া ॥ পাহাড়িয়া ময়ালের হিঙ্গুল বরণ। ফণা ধরি চলে ফণি করি আস্ফালন ॥ লাউডগা ডাঁড়সাপ হেলে বেঁত আছড়া। চলিল বাসুকি লয়ে উরগের পাড়া ॥ লঙ্কা হইতে সাজিল রাক্ষস বিভীষণ। অপূর্ব্ব পুষ্পক রথে করি আরোহণ ॥ সঙ্গেতে উঠিল অগণন রথ রথী। অর্ব্বুদ অক্ষৌহিণী সেনা বহু সেনাপতি ॥ বাড়ালাস্য ঘোটকাস্য দুর্মুখ দুর্দ্ধর। ব্যাঘ্রমুখ সিংহ মুখা বজ্র কলেবর ॥ ইত্যাদি সৈন্যেতে চলিলেন বিভীষণ। কৃষ্ণপক্ষে করিতে পাণ্ডব সহ রণ। আইল বীর হনুমান বানর সহিত। অসংখ্য সঙ্গেতে সেনা বলে অতুলিত ॥ আইল বীর জাম্বুবান মহা বলবান। লইয়া ভল্লুক সেনা সংগ্রামে যোগান ॥ চলিল সুমেরু গিরি করিতে সমর। কৃষ্ণের আজ্ঞায় লয়ে বহু মহীধর ॥ কৈলাস মলয়া চক্র ... । মৈনাক নবেল অস্ত আর হিমালয় ॥ পঞ্চ শৃঙ্গ ঋষ্যমুখ শিখর নিহার। ধবলাক্ষ পর্ব্বত গন্ধমাদন কোঙার ॥ বিন্ধ্যাচল মেঘনাদ আর নীলগিরি। চলিলা দ্বারকা হয়ে কৃষ্ণ সহচারী ॥ ত্রিভুবন একত্রেতে সাজিয়া চলিল দ্বারকা নগরে আসি সব উত্তরিল ॥ জল স্থল পর্ব্বতে ব্যাপিল সব জন ॥ তিল ধারণের স্থান নাহিক একন ॥ সকলে কৃষ্ণেরে আসি বন্দিল চরণ। জিজ্ঞাসা করেন সংগ্রামের বিবরণ ॥ কার সনে হৈল বাদ কহ নারায়ণ। করিয়া প্রলয় কিবা নাশিবা ভুবন। ত্রিভুবনে কোন জন না জানে তোমায়। জেনে হেন কর্ম্ম করে তার একি দায় ॥ অষ্টমে হইল গ্রহ ছায়ার নন্দন। বিপাকে ঘটিল তার অবশ্য মরণ ॥ যজ্ঞেশ্বর বলে কি জিজ্ঞাসা কর আর

কহিলে নয়। শ্রুতমাত্র সকলের হইবে বিস্ময়॥ পাণ্ডব সহিত যুদ্ধ করিব এবার। পৃথিবীতে কুরু বংশ না রাখিব আর॥ শুনিয়া বিস্মিত হইয়া কহে সর্ব্বজন। কহিলা অদ্ভুত প্রভু এ আর কেমন॥ পাণ্ডবের সখা তুমি জগৎ বিদিত। এক প্রাণ এক আত্মা অতুল পিরীত॥ অভিন্ন পাণ্ডব তুমি নাহি ভেদাভেদ। ভাবে অভাব হৈল কি হেতু বিচ্ছেদ॥ কেশব কহেন কিবা জিজ্ঞাসহ এখন। মনোদুঃখে জ্বলে মরি দহিছে জীবন॥ পাণ্ডবেরে হত যে পিরীতি আমার। কেবল পিরীতমাত্র দন্ত রসনার॥ রসনা সর্ব্বদা চিন্তে দন্তের কুশল। দশন দংশিয়ে তারে দেয় প্রতিফল॥ তদ্রূপ পাণ্ডব সহ আমার পিরীত। সর্ব্বদা করয়ে চেষ্টা আমার অহিত॥ না কহিলে নয় কথা কহি শুন তবে। পাণ্ডব আমার হিত করিয়াছে কবে॥ আশ্রিত সর্ব্বদা হিত চিন্তি তা সবার। মোর সহ তাহাদের খল ব্যভার॥ কাল কূট অন্তরেতে মুখেতে বচন। ধর্ম্মের দ্বন্দ্বকারী অধিক দুর্জ্জন॥ আগে যদি জানিতাম পাণ্ডব লক্ষণ। তবে কি পিরীতে বদ্ধ করি মন॥ যা হবার হইয়াছে চারা কি এখন। অতএব সে ভাবে দিলাম বিসর্জ্জন॥ বলিতেই ক্রোধে পরিপূর্ণ তনু। কর পদ কম্পিয়ে কম্পিয়ে বক্ষ জানু॥ নয়নে নিকলে অগ্নি দহিছে দিগন্ত। ঘটিলা প্রলয় কহে কাব উমাকান্ত॥

ত্রিপদী॥

জানত সকল জন, দণ্ডি নামেতে রাজন, অবন্তী নগরে তার বাস। এক অশ্বিনী কারণে, বিবাদ তাহার সনে, পূর্ব্বে সবে শুনেছ নির্যাস॥ ত্রিভুবনে কোন জন, নাহি দিলেক শরণ, মোর ভয় বলিয়া তাহারে। পাণ্ডবের দেখ কর্ম্ম, ছেদ কৈল মম মর্ম্ম, রাখিয়াছে সে দণ্ডি রাজারে॥ এ দুঃখ কহিব কাকে, আমার বিপক্ষ রাখে, স্বপক্ষ হইয়া পঞ্চজন। যত হিত করিলাম, তার ফল পাইলাম, অন্তরে জ্বলিছে হুতাশন॥ অতেব সমরে আজি

চলহ সকলে সাজি, যুদ্ধ কার নাশিব পাণ্ডব। শুনি কহে সর্ব্বজন, শুন প্রভু নারায়ণ, এ কথা হইল অসম্ভব ॥ মিছে ডাকাইলে সবে, সমর নাহিক হবে, পাণ্ডব সহিত দয়াময়। সমতা হইবে পিছে অপরার্দ্ধ হব মিছে, এ কর্ম্মে সম্মত নাহি হয় ॥ শুনিয়া কহেন হরি, সকলে শপথ কর, সংশয় নাহিক কর মনে। অন্যমত নাহি হবে, আমার প্রতিজ্ঞা রবে, যুদ্ধ হবে পাণ্ডবের সনে ॥ মোর বাক্য কদাচন, নাহি হইবে লঙ্ঘন যদি চন্দ্র সূর্য্য খসে পড়ে। করিতে সিঞ্চনে যদি শুষ্ক হয় জলনিধি, তবু এ প্রতিজ্ঞা নাহি পড়ে। পশ্চিমে ভানু উদয়, অগ্নি যদি শীত হয়, বিকসিত পর্ব্বতে কমল। সতী যদি ছাড়ে পতি, বেশ্যা যদি হয় সতী, পঙ্গু পৃষ্ট চলয়ে অচল ॥ খদ্যোত শশি কিরণ, যদি করে প্রহরণ, সর্প হয় ভেকের বাহন। আমার প্রতিজ্ঞা লয়, নাহি হইবে নিশ্চয়, অবশ্য হইবে এই রণ ॥ কৃষ্ণের এতেক বাণী, প্রতীত হইল শুনি, কিন্তু হৈল সন্দেহ কিঞ্চিৎ। যাহা হইবে হবার ভাবিলে কি হবে আর, বুঝিব পশ্চাতে সব রীত ॥ এরূপ ভাবিছে মনে, কৃষ্ণ নিজ সৈন্যগণে, আজ্ঞা দিল করিতে সাজন। একেকপাত্র আরে চায় দম্ভে ধরণী কাঁপায় মালসাটে করে আস্ফালন ॥ মহাবীর যত, সভাতে হয় উন্মত্ত, নিজ বল প্রকাশ করয়। কহে কবি উমাকান্ত, যদুবংশ হবে শান্ত, আন্তচিত কৃতান্ত ডরায় ॥

কৃষ্ণের সৈন্য সজ্জা ॥

পয়ার ॥

প্রথমে সাজিল রণে আপনি মদন। মন্মথ মোহনরূপ মকর কেতন ॥ পুষ্প ধনু পঞ্চবাণ লয়ে শরাশন। ত্রিশ লক্ষ সেনা যার সঙ্গে নিয়োজন ॥ মিত্রবিন্দ শরজিত্ত শতাশ্ব বিমান। কুমার নৈত্র জিত বীর শিধ পান ॥ বিভৎস বিড়ঙ্গ সব্যসুচি মধু

বীর। প্রতাপে পৃথিবী কাঁপে কম্প বাসুকির।। সাত্যকি সার্থক শাম্ব কুরঙ্গ নয়ন। সত্যসিন্ধু ভানুবিন্দু ভানুর নন্দন।। সমরকেশরী শত্রু সংগ্রামে শাসন। অসংখ্য কৃষ্ণের বংশ গণনা না হয়। সংক্ষেপে বর্ণনা করি পুথি বেড়ে যায়।। বসুদেব অক্রুর উদ্ধব উগ্রসেন। রেবতীরমণ বলরাম সাজিলেন।। রজত অচল কান্তি লাঙ্গল ধারণ। কিবা শোভা পরিধান এ নীল বসন।। ঘনং বারুণী পানেতে মত্ত মন। লোহিত লোচন আঁখি ঘূর্ণিত সঘন।। চলিতে চলিয়ে পড়ে আধং বোল। পাইলে সংগ্রাম বার্ত্তা চিত্ত উতরোল।। মালশাট হুহুঙ্কার ছাড়ে সঙ্কর্ষণ। শুনিয়া উথলে সিন্ধু কাঁপে ত্রিভুবন।। আক্রোশে আবেশ পদ ফেলে ধরা পরে ধরা ধর সহ ধরা কাঁপে থরে থরে।। নানা শব্দে বাজনা বাজায় বাদ্য কর। রণবাদ্য শংখ ঘণ্টা বাজিছে বিস্তর।। কাড়া পড়া দগড়া বাজিছে গুড়ং। কড়ারা মকড়া বাজে তাকুড়ং।। তুরী ভেরী তানপুরা তরুণ তবোল। জগঝম্প শব্দে নগর উতরোল।। টংং রবেতে বাজিছে বীর ঢাক।। নানা শব্দে বাজে ঢোল তাশা জয় ঢাক।। মৃদঙ্গ মাদল মট ধামসা মহরি। খেরুয়াল খমট দমট সারি সারি।। রণজয়ী বেণী শানী রণ সিঙ্গা বাজে। প্রলয় ঘটিল আজি দ্বারকার মাঝে। দুন্দুভি নির্ঘষ আর রবাব দোহরি। ডিমং ডিম ডম্বুর সঙ্কুরি।। সপ্তস্বরা স্বরপুরি সারিঙ্গি সেতারা। বেহাল সারিন্দা বাজে সুধার আধার।। পাখয়াজ পিণাক পড়া যোড়া শংখ কাসী। খঞ্জনী বাজিছে কত লক্ষং বাঁশী।। শত বাজে ডঙ্কা তুরগে মাতঙ্গে। বাদ্যের ধমকে ধরা কাঁপিল আতঙ্গে।। ত্রিভুবন সশঙ্কিত হইল অস্থির। নড়িল বাসুকি কূর্ম্ম কম্পয়ে কাশীর।। রণসজ্জা দেখি আনন্দিত হৃষীকেশ। যুদ্ধ হেতু করেছেন আপন সুবেশ।। বান্ধিলা মোহন চূড়া কুটিল কুন্তলে। বেষ্টিত তাহাতে করি বকুলের মালে।। অলকা তিলকা শোভে মুখ মণ্ডলে। শ্রুতিমূলে শোভা করে মকর কুণ্ডলে।। সর্ব্বাঙ্গে

লেপন করি কস্তুরি চন্দন ॥ বনমালা শোভে গলে কৌস্তুভ ভূষণ ॥ অঙ্গদ বলয় করে কেয়ূর কঙ্কণ। কটিতে কিঙ্কিনী ধ্বনি সুমনো রঞ্জন ॥ পীত বস্ত্রে উন্নত নিতম্ব কিবা সাজে। চরণ পঙ্কজে রাজে নূপুর বিরাজে ॥ শংখ চক্র গদা পদ্ম করিলা ধারণ। কার্ম্মুক তূষণ্ডী শেল নানা প্রহরণ ॥ দারুকং বলি করিলা আহ্বান। আনহ সাজায়ে সংগ্রামের রথখান ॥ শুনিয়া সারথি তাহে হইল তৎপর। উমাকান্ত বিরচিল শুন অতঃপর ॥

ত্রিপদী ॥

সারথি সাজায় রথ, সংগ্রামের মনোরথ নানা রত্ন কৈল বিরচন। সুবর্ণে নির্ম্মিত থাম, করগোলে কিবা ঠাম, অনুপাম ভবন মোহন ॥ প্রবাল মুকুতা মণি, হীরা পান্না নীলচুনি, রশুন্যা মাণিক পোকরাজে। স্থানেং নিরমান, তমহর দপ্তীমান, অতুল্য বনাতি কাম সাজে ॥ মণিময় সিংহাসন, অন্ধকার বিনাশন, চন্দ্রকান্ত মণি শোভে কিবা। সূর্য্যকান্ত মণি দিয়া সূর্য্য হেন প্রকাশিল দশ দিকে যার প্রভা ॥ পদ্মরাগ মণি কত, অয়স্কান্ত মরকত, বয়ান মুকুতার মালয়। শ্বেত রক্ত নীল পীত, বনাতেতে আচ্ছাদিত, মধ্যে ক্রীড়াগ্রহ মনোহর ॥ ধ্বজে বৈসে খগবর, বিষ্ণুচক্র মনো-হর, চুড়ে স্বর্ণকুম্ভে সুশোভিত। ধ্বজায় শোভে নিশান, পতকা উড়ায় মান, বিংশতি চরণ পরিমিত ॥ বিচিত্র করিল কত নানা স্থানে নানা মত, স্বর্গ মর্ত্ত্যে পাতাল অঞ্চল। কিবা চিত্র পরি-ষ্কার, কত লীলা অবতার, বর্ণিতে না পারি হে সকল ॥ লেখে কৈলাশ ভূধর, হৈমবতী সহ হর, দুই পাশে কার্ত্তিক গণেশ। নন্দী ভৃঙ্গ, মহাকাল, ভৈরব বেতাল তাল, ভূত প্রেত পিশাচ অশেষ ॥ লিখিল অমরাবতী সচী সহ সচীপতি, বেটিত যতেক দেবগণ। অষ্ট বসু দিক পাল, চিত্র চিত্র গুপ্তকাল, বারাঙ্গথি নক্ষত্র করণ ॥ আর দশ অবতার, চিত্র কৈল পরিষ্কার, শ্রীকৃষ্ণের

ব্রজ লীলা আদি। অর্ঘ্য অর্ণব জল, সরোবর পরিমল, নির্ম্মল করিল নানা বিধি। বান্ধিল কাষ্টের দড়া, পাহাড়িয়া, অষ্ট ঘোড়া নিয়োজিল মনাধিক্য গতি। অভরণে সাজাইল, কলশ তোরণ দিল, সুসজ্জা হইল রথ অতি॥ কৃষ্ণের নিকটে আনি, যোগাইল রথখানি. দেখে আনন্দিত যদুবর। সংগ্রামের মত বাণ তুলিলেন ভগবান, শেল শূল ভূষণ্ডী তোমর॥ গদা টাঙ্গি জাঠা জাঠি মুদগর মুষল খাঠি, তূণ পূরি পূর্ণ তোলে বাণ। আনন্দিত হয়্যা হরি, সসৈন্যেতে সজ্জা করি, আজ্ঞা দিল করিতে গমন॥ যাইয়া সবে হস্তিনায় অবিলম্বে সতরায়, করগে পাণ্ডব সহ রণ। কৃষ্ণ আজ্ঞাবর্ত্তী হয়ে। চলিল সকলে ধেয়ে, দেখিয়া সন্তোষ নারায়ণ॥ পরে যান গদাধর, আরোহিয়ে রথোপর, ধরিয়া বিবিধ প্রহরণ। হেনকালে রসবতী, রুক্মিণী স্বভাবে অতি পশ্চাত ডাকিয়া তাঁরে কন॥ একি দেখি জগন্নাথ, যুদ্ধ সজ্জা অকস্মাৎ, কি কারণ কহ দয়াময়। কে হন এমন জন, দ্বন্দ্ব করে অকারণ, নাহি তারে শরীরেতে ভয়॥ শুনিয়া কহেন হরি, কি করিলে ও সুন্দরী, অকুশল পশ্চাতে ডাকিয়া। বিচক্ষণা হয়ে হেন, স্থূলে ভুল লও কেন, দেখিতে না পাও দেখিয়া॥ অলক্ষণ হৈল আর, কর্ম্ম সিদ্ধ হওয়া ভার, কি জিজ্ঞাসা কর গুণবতী। কবি উমাকান্ত কহে, সলজ্জিতা হয়ে রহে, রুক্মিণীর না সরে ভারতী॥

পয়ার॥

কহেন করুণাময় রুক্মিণীর প্রতি। জিজ্ঞাসা করিয়া কেন মৌনী হলে সতী॥ অসন্তোষ রমণীরে করিয়া গমন। করিতে নাহিক আছে শাস্ত্রের বচন॥ জিজ্ঞাসা না করিতে হে সেই এক হয়। জিজ্ঞাসিয়ে মৌন হও উপযুক্ত নয়॥ কিঞ্চিৎ বিলম্বে কন ভীষ্মক দুহিতা। ঈষৎ প্রণয়ে সতী করি সরলতা॥ জানে না

সম্ভ্রম করি অতিব্যস্ত মনে॥ রণসজ্জা করি যাও রণ কার সঙ্গে শুনিয়া কহেন হরি বাক্য সুধাময়। শুন দেবি বিবরণ বিলম্ব না সয়॥ পাণ্ডবের সাহত হইবে আজি রণ। এ কারণ ব্যগ্র অতি শুনহ বচন॥ ত্রিভুবন সাজিয়া চলিল মোর সঙ্গে। হইল অদ্ভুত রঙ্গ সংগ্রাম প্রসঙ্গে॥ শুনিয়া ভীষ্মকসুতা হয় চমকিত। নাসায় অঙ্গুলি অর্পিয়া সুবিস্মিত॥ কি কহিলে একি দয়াময়। অসম্ভব শুনিয়া বিস্ময় জ্ঞান হয়॥ প্রতীত না হয় কথা অখিলের নাথ। করিবে সংগ্রাম তুমি পাণ্ডবের সাথ॥ বুঝিতে না পারি হরি তোমার মহিমা। কখন কেমন ভাব কেমন করুণা॥ তোমার উদ্যোগ চেষ্টা কে জানিতে পারে। কোন ভাবে কখন নিস্তার কর কারে॥ আপনি রয়েছে তব জীবন পাণ্ডব। পুনঃ তার সহ রণ একি অসম্ভব॥ প্রিয়ভাষে রুক্মিণীরে কন নারায়ণ। শুন প্রিয়ে বিস্তারিত সব বিবরণ॥ অবন্তী নগরে রাজা দণ্ডি নরবর। মৃগয়ায় গিয়াছিল কানন ভিতর॥ চিত্তহরা অশ্বিনী পাইল একবরে। নারদ কহিল আসি মোর বিদ্যমানে। অশ্বিনী লইতে সতী সাধ গেল মনে। দূত পাঠাইয়া দিনু দণ্ডি নিকেতনে অশ্বিনী না দিল দণ্ডী কৈল অপমান। বিনা যুদ্ধে অশ্ব না পাবেন ভগবান॥ যুদ্ধ করি অশ্বিনী লইব তার স্থান। এই বার্ত্তা পাঠাইনু দণ্ডি বিদ্যমান॥ শুনিয়া সভয়ে দণ্ডী কৈল পলায়ন ত্রিভুবনে কেহ তারে না দিল শরণ॥ রাখিয়াছে পাণ্ডব তাহারে স্থান দিয়ে। কব কি পাণ্ডব মোর স্বজন হইয়ে॥ কামদেবে পাঠাইনু তারে বুঝাইতে। যে কথা কয়েছে তাহা না পারি কহিতে॥ অবজ্ঞায় উপহাস করিয় আমারে। না দিব দণ্ডিরে কৃষ্ণ কি করিতে পারে॥ বিনা যুদ্ধে দণ্ডী না পাবেন নারায়ণ অতএব যুদ্ধে যাব শুনহ কারণ॥ শুনিয়া রুক্মিণী কন বুঝিলাম শ্যাম। এই জন্যে পাণ্ডবের সহিত সংগ্রাম॥ তুচ্ছ বস্তু হেতু কেন কর অবিচার। শিশুতা নিতান্ত তব কি কহিব আর॥ বিজ্ঞ

হয়ে জ্ঞান কেন মুঢ়ের সমান। অল্পেতে জন্মেছে রোষ নাহি সমাধান॥ স্থূলে ভুল হয়ে কেন একে কর আর। এত ক্রোধ সম্ভবে কি বিশ্বভার যার॥ বুদ্ধি সাক্ষিরূপে ঘটে ঘটে আছে যেবা। সে হইলে ভ্রান্ত আর বুঝাইবে কেবা॥ দেখিয়া তো-মার ভাব প্রাণ বলে যাই। হাসি পায় দুঃখ ধরে বাক্য সরে নাই॥ অতিশয় ভালবাস পাণ্ডবেরে তুমি। এক দিবসের কথা কহি শুন আমি। পণে হারি পাণ্ডব যখন গেল বনে। দ্বৈতবনে বাস কৈল ভাই পঞ্চ জনে॥ দুর্য্যোধনে বর দিয়া দুর্ব্বাসা ব্রাহ্মণ তথা গেল একাদশী করিতে পারণ॥ দুর্য্যোধন কয়েছিল মুনি বিদ্যমানে। অতিথি হইবে কৃষ্ণার ভোজনাবসানে॥ ষড়যুক্ত শিষ্য সঙ্গে গেল মুনিবর। দেখিয়া পাণ্ডব হৈল কাতর অন্তর। পঞ্চ জনে ভোজন করায়ে সমাপন। আপনি দ্রৌপদী পরে করেন ভোজন। সূর্য্য দত্ত স্থালী আছে দ্রৌপদীর স্থান। এক বার রন্ধনে ত্রিজগৎকে খাওয়ান॥ অক্ষয় ব্যঞ্জন অন্নক্ষয় নাহি হয়। দ্রৌপদী ভোজন কৈলে কিছু নাহি রয়। দ্রৌপদী ডাকিয়া কন ভাই পঞ্চ জনে। প্রমাদ ঘটিল আজি দুর্ব্বাসা পারণে॥ কেমনে অতিথি জনে বৈমুখ করিব। উপবাসি কেমনে বা ব্রাহ্মণে রাখিব॥ কিছু নাই সম্বল উপায় কি করিব। ধর্ম্ম লোপ হবে মহানরকে ডুবিব॥ কান্দিয়া অস্থির রামা বলে একি হায়। অনুপায় গোবিন্দ কি ঠেকাইলে দায়॥ পঞ্চজনে দ্রৌপদীরে করয়ে সান্ত্বনা। সউপায় পাণ্ডব কহিছে সুমন্ত্রণা॥ যদি হয় বৈমুখ দুর্ব্বাসা তপোধন। কোপানলে ভস্মরাশি হইব এখন॥ সঙ্কটে সংশয় আজি হইল জীবন। উমাকান্ত কহে ভাব গোবিন্দ চরণ॥

ত্রিপদী॥

সকাতর পঞ্চ জন, বলে হইবে কেমন, বৈমুখ করিতে নারি পারি। গোবিন্দ নাহি হেথায়, কি হবে বল উপায়, আর কেবা আছে হিতকারী॥ চিন্তাকুল পঞ্চ জনে, দুর্ব্বাসার আগমনে

প্রণাম করিয়া তবে কন ॥ শুন প্রভু দয়াময়, বেলা গেছে অতি-শয়, আহ্নিক করুন সর্ব্বগণ ॥ এতেক বচন শুনি, চলিল দুর্ব্বাসা মুনি, উপনীত জলাশয় তীরে। স্নান করি সর্ব্ব জন, নিবিষ্ট করিয়া মন, পূজে ইষ্ট পুলক শরীরে ॥ হেথায় পাণ্ডবগণে, অতি সঙ্কাতর মনে, অশ্রুনেত্রে স্মরিল তোমায় ॥ তব মন উচাটন, হইল হে নারায়ণ, পাণ্ডবেরে হইতে সদয় ॥ আমি পাক করি অন্ন, উপহার পরমান্ন, দিয়াছিনু করিতে ভোজন ॥ প্রথম গণ্ডুষ করি, বসেছ ত্ব ছিলে হরি, অমনি চঞ্চল হৈল মন ॥ খেয়ে মাত্র পঞ্চ ভাগ, সকল করিলে ত্যাগ, দেখে মোর দুঃখ হলো মনে ॥ কোন অপরাধে হরি, মোর পাকে ঘৃণা করি, ত্যজিলে হে এ অন্ন ব্যঞ্জনে ॥ কত সাধিলাম আমি, ভোজন না কৈলে তুমি, কাহলে আমারে নারায়ণ। শীঘ্র যাব দ্বৈতবনে, পাণ্ডবেরা পঞ্চ জনে, সঙ্কটেতে করিছে স্মরণ ॥ এত বলি বংশীধারী পক্ষরাজে ভর করি, উপনীত দ্বৈত কাননে ॥ পাণ্ডবের স্তুতি বচনে, অতি হরষিত মনে, গেল পরে দ্রৌপদী সদনে ॥ প্রণয়ে দ্রৌপদী সনে, হরি অতি হৃষ্টমনে, ভোজন করিলে শাক কণা। তৃপ্ত হৈল ত্রিভুবন, দুর্ব্বাসা সশিষ্যগণ ক্ষুধানল হইল সান্ত্বনা। সঙ্কটে করিলে ত্রাণ শুন ওহে ভগবান ॥ নিবেদন অশ্বিনী জনার হেন প্রিয় পাণ্ডবেরে, বিনাশিবে কি প্রকারে, শুনে হলো বিস্ময় আমার ॥ থাকিতে মোর জীবন, ছেড়ে না দিব কখন, ক্ষান্ত হও ওহে দয়াময়। তুচ্ছ অশ্বিনী কারণ, পাণ্ডব সহিত রণ, করিবে এ সম্ভব না হয় ॥ তুমি লইতে অশ্বিনী, শুন দেব চক্রপাণি, না কর লইল পাণ্ডবেরা। একি তব হৈল রীত, যেন নীত মধ্যে চিন্তি যুক্তি নাহি হয় যুদ্ধ করা। রুক্মিণীর বাক্য শুনি, কহিছেন গুণমণি, পুলকিত হইয়া অন্তর ॥ কবি উমাকান্ত কয়, রুক্মিণী নুন্যা কর ভয়, হরি নহে পাণ্ডবের পর ॥

পয়ার॥

হাসিয়া কহেন হরি জগৎ গোঁসাই। পাণ্ডবের প্রীত মোর অন্য মত নাই॥ যুদ্ধ করি তাহাদের করিব বিনাশ। এই কি তোমার মনে হয়েছে বিশ্বাস॥ পাণ্ডব আমার তনু জানে ত্রিভু বনে। তবে যে এ ভাব তাহা বুঝে কোন জনে॥ প্রকৃতি চপলা তুমি অতি অ মতি। এ সন্ধান তোমারে না কহিব যুবতি॥ এক্ষণে এ সব কথা রহিল গোপন। পরে কব বিস্তার করিয়া বিব রণ॥ শুনে অভিমানী হয় ভীষ্মকদুহিতা। ছলং করে আঁখি পরম দুঃখিতা॥ গুপ্ত কথা মোরে কেন কবে নারায়ণ। পর বৈত নই নাথ নহিক আপন॥ আপনার যে তব কহগে তার কাছে। দুঃখে মরি আর কত ভাগ্যে দুঃখ আছে॥ মুখে ভাল বাসি বল প্রণয়ে আমায়। সে মাত্র কথার কথা ভাবে বুঝা যায়॥ চতুর লম্পট শঠ প্রবঞ্চনা পর। আজি তোমারে হে ভাল জানি লাম পর॥ আজ হৈতে তোমাতে আমাতে ভিন্ন রীত। হাব ভাব লাভমত হইল বিদিত॥ মিছে আর জ্বলায়ো না যাওং যাও ক্ষণেক যদ্যপি রহ মোর মাথা খাও॥ পতি যদি পর হৈল রম ণীর কাছে। তবে আর এছার জীবন ধরি মিছে॥ গলরজ্জু দিয়ে জলে ত্যজিব প্রাণ। জানিহ প্রতিজ্ঞা মোর না হইবে আন॥ রুক্মিণীর মান দেখি শ্রীমধুসূদন। কহে করুণাময় এ আর কেমন অভিমান ত্যজ প্রিয়ে শুনহ বচন। অল্প বাক্যে এত দুঃখ কর কি কারণ॥ বিস্তর সাধেন হরি হরিবারে মান। মৌনী হয়ে রহে সতী নহে সমাধান॥ ত্যজ রোষ রসবতী শুনহ কারণ। যে জন্যে করিব হে পাণ্ডব সহ রণ॥ শুনিয়া কহেন সতী বুঝি লাম ঘোর। কর বা না কর রণ বয়ে গেল মোর॥ কেশব কহেন কেন কর এতমান। প্রণয় পূর্ব্বকে সাধি নহে সমাধান॥ পাণ্ডব আমার প্রিয় পৃথিবী মণ্ডলে। অপ্রীত তাহার সঙ্গে আছে কোন কালে॥ শুন তত্ত্ব যথার্থ সদর্থ শুভ ভোগ। কে বুঝিবে এ তত্ত্ব

অনর্থ সঙ্গে যোগ॥ পাণ্ডবের ঋণ আমি যত কাল জীব। ভক্তি গুণে বদ্ধ আছি খণ্ডিতে নারিব॥ পাণ্ডবের অহিত না হবে কদাচন। থাকিতে আমার প্রাণ শুনহে বচন॥ আমার মনের মত কে জানে সন্ধান। কত মত রাখি আমি পাণ্ডবের মান॥ কি আর কহিব সতী বিস্তর ভারতী। অর্জুনের রথে আমি আপনি সারথি॥ সহায় হইয়া দেখ অবনী মণ্ডলে। সসাগরা শাসিত করাইনু অবহেলে॥ ত্রিভুবন সহ আমি যুঝিব এবার। শুন রসময়ী কহি কারণ ইহার। পাণ্ডবের জন্যে মোর সদা দুঃখ মন। করিতে নারি যে জয় এ তিন ভুবন॥ এ বার পেয়েছি যোগ শুন কুতূহলে। বাড়াইব মান তার এই যুদ্ধস্থলে॥ সুরাসুর যক্ষ রক্ষ ইত্যাদি খেচর। নাগ নর অর্ণব অরণ্য মহীধর॥ যদুবংশ আদি সবে পরাজয় হবে। প্রিয় পাণ্ডবের মান বৃদ্ধি হবে তবে॥ জান আমি পাণ্ডবের এত হিতকারী। কত ভাল বাসী আমি বুঝহ সুন্দরী॥ শুন কামজননী যথার্থ বিবরণ। এই হেতু যাব আমি করিবারে রণ॥ শুনিয়া রুক্মিণী কন শুন দয়াময়। এ কথায় আমার বিশ্বাস নাহি হয়॥ তবে হয় প্রত্যয় যদ্যপি দিননাথ। দিব্য করি কহ মোর মাথে দিয়ে হাত॥ পাণ্ডব অহিত কখন হবে নাই। মন্দ যদি হয় ত বা তোমার মাথা খাই। শুনিয়া কহেন হরি অন্যমত নই। তোমার শপথ মাথে হাত দিয়ে কই॥ বাড়াইতে যাব আজি পাণ্ডবের মান। তোমার মাথার দিব্য নাহি ইথে আন॥ শুনি কন রুক্মিণী শুনহ নারায়ণ। তবে যাও ত্বরায় না করিহে বারণ॥ কিন্তু দেখ পাণ্ডবের প্রতি দয়াময়। যুদ্ধে যেন কোন রূপে মন্দ নাহি হয়॥ বিদায় হইয়া হরি তবু বারং। জিজ্ঞাসেন নাহি প্রিয়ে সন্দেহ ত আর॥ কহে সতী কি আর সন্দেহ নারায়ণ। তব বাক্য দুরাশা হয়েছে প্রশমন॥ শান্ত করি রুক্মিণীকে রুক্মিণীর কান্ত। সত্বর গমনে যান কহে উমাকান্ত॥

ত্রিপদী ॥

রথে আরোহণ করি, ত্বরায় চলিল হরি, পথে সৈন্য সহিত মিলিল। আরবা কহিব কত, আট দিবসের পথ, চারিদণ্ড মধ্যে উত্তরিল॥ হস্তিনার উপবনে, রহে সব সৈন্যগণে দৈব যোগে দেখিলা নকুল॥ কৃষ্ণ যুদ্ধে আইল জানি, অন্তরে বিষাদ গণি, চিন্তায় হইল সমাকুল॥ সভয়ে কম্পিত কায়, দ্রুতগতি চলে রায়, যথা আছে ধর্ম্ম নরপতি। পুটাঞ্জলি হয়্যা বলে, বসন অর্পয়ে গলে, নকুল কাতর হয়ে অতি॥ কি কর বসিয়ে ধর্ম্ম, দেখ হৈল কোন কর্ম্ম, যুদ্ধে বুঝি আইলা নারায়ণ॥ এক চাপে আইসে সৈন্য, ব্যাপি জল স্থল শূন্য, দেখ রাজা করি নিরীক্ষণ আইল ত্রিভুবন সাজ, প্রমাদ ঘটিল আজি, কদাচিত র । পার প্রাণ! না দেখি উপায় আর, বিষম হৈল এবার ত্রিভুবনে নাহিক পরিত্রাণ॥ নকুলের বাক্য শুনি ব্যস্ত হইল নৃপমণি, কি বলিলা আইলা হৃষীকেশ। বিপদ হইল আজি, কিছুই নাহিক বুঝি, ললাটের লিখন বিশেষ॥ কৃষ্ণ অখিলের পতি জগৎ জনের গতি, অতর্ক প্রভাব তত্ত্ব যার। আমাদের সঙ্গে প্রীত, প্রণয় যোগ্য যথোচিত, আহিত করিল ভগ্ন তার॥ হইল বিষম স্থূল, নাশিবে পাণ্ডবকুল, আজিকার যুদ্ধে নারায়ণ। কি আর কহিব ভাই, ভেবে কিছু নাহি পাই, সুউপায় করি কি এখন॥ নকুল কহিছে আর, ভাবিলে কি হবে তার, যা হবার হইবে রাজন। নির্ব্বন্ধ আছয়ে যাহা, কে খণ্ডাবে বল তাহা, জেনো সার শাস্ত্রের বচন পূর্ব্ব সুকৃতর যোগ, শুভাশুভ কর্ম্ম ভোগ, হয় এই কহে সর্ব্বজন এখন উপায় তার, কোন মতে নাহি আর, মিছে তার গত শুশোচন॥ কৃষ্ণ সঙ্গে ছিল প্রীত, আছে যদি সমুচিত, আহিত ভাবিল নারায়ণ। তবে আর মহারাজ, সে কথা কি কাজ, সুমন্ত্রণা করহ এখন॥ শুন রাজা যুধিষ্ঠির, এই বাক্য আছে স্থির স্বকার্য্য উদ্ধারে প্রাজ্ঞ জনে। এই নীত কহে সবে, যখন যেমন

হবে, করিবে হে তখন তেমন॥ প্রাণ তুল্য সহোদর, ভাই বীর বৃকোদর, তাহারে মারিবে নারায়ণ। যা বল তা বল তুমি, ইহাতো দেখিতে আমি, না পারিব থাকিতে জীবন॥ ভীমের সহায় হয়ে, সমর করিব গিয়ে, আজি আমি যাদব সহিত। মোর মত এই হয়, কৃষ্ণ সঙ্গে মহাশয়, হয় হলো না হয় অপ্রীত তাঁর সনে রাখা প্রীত, শুন রাজা তার নীত, কেবল চিন্তয়ে স্বকুশল। তার মনে ছিল আশ, করিতে পাণ্ডব নাশ, তবে আর পীরিতে কিফল॥ শুনে বাক্য নকুলের, সহদেব অর্জুনের, সমস্ত হইল এই সার। কবি উমাকান্ত কয়, যুধিষ্ঠির ভাবি ভয়, জিজ্ঞাসা করেন পুনর্ব্বার॥

পয়ার॥

সকাতরে ধর্ম্মরায় কয় ভ্রাতৃগণে। নিতান্ত হইলে ভ্রান্ত ভাই তিন জনে॥ শিশু মতি নাহি বুঝ কারণাকারণ। গুরু লঘু সম ভার না কর কখন॥ বুঝিতে না পারি কিবা দৈব নিবন্ধন। কোন পাপে মোরে ভাই ঘটিল এমন॥ কৃষ্ণ মৈত্র শত্রু হইল এ কি চমৎকার। নারিকেল ফল প্রায় মিলিল সঞ্চার॥ কার মন্দ নাহি করি নাহি করি পাপ। তবে কেন মোর হয় এত মনস্তাপ বিধি বাম কিবা কেবা দিল অভিশাপ। নতুবা এমন কেন পাই মনস্তাপ॥ কিবা মোরে বিরুদ্ধ হইল গ্রহগণ। চতুর্থেতে চন্দ্র কিবা দ্বিতীয়ে তপন॥ অষ্টমে মঙ্গল কি তৃতীয়ে বুধ স্থিতি। অষ্টম গ্রহেতে কিবা আছে বৃহস্পতি॥ সপ্তমে ভার্গব শনি নিবাসে দ্বাদশে। জন্মস্থ রাশিতে রাহু কেতু বুঝি বসে॥ এ সকল গ্রহ মন্দ বুঝি অভিপ্রায়। এ হেতু বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটায়॥ ত্রিপাপী হয়েছে গ্রহ শনি অন্ধগত। পরমায়ু শেষ বুঝি বুদ্ধি সব হত॥ বুঝিতে না পারি আমি কি হেতু এমন। কহ ভাই সহদেব ইহার কারণ॥ শুনিয়া রাজার এত কাতর বচন। বসি

লেন সহদেব করিতে গণন ॥ ভাবি ভূত বর্ত্তমান গণিয়া সকল ভূপতিরে বিস্তারিয়া কন ফলাফল ॥ গোচরে যতেক গ্রহ শুভ দৃষ্টি তার। একাদশে রবি ফল বিবিধ প্রকার ॥ দশমে সুধাংশু ষষ্ঠে বসিয়া মঙ্গল। দ্বিতীয়ে চন্দ্রের পুত্র অতি শুভ ফল ॥ সপ্তমেতে বৃহস্পতি ভার্গব নবমে। ষষ্ঠে শনি রাহু কেতু বসিয়া দশমে ॥ গ্রহ দোষ নাহি রাজা কিঞ্চিৎ তোমার। স্বর্গে বর্ষ মস্তকেতে সংক্রান্তি সঞ্চার ॥ শুনিয়া কহেন যুধিষ্ঠির নরপতি ॥ শুভ যদি গ্রহ আছে গোচরে বসতি। তবে কেন হয় ভাই হেন অমঙ্গল। বুঝিতে না পারি ইহ কি হেতু বিফল ॥ কারণ আমারে কবে প্রশ্ন কথনে। বিস্তার করিয়া দেখ ভবিষ্য গণনে ॥ সহদেব কহে রাজা শুন বিবরণ গ্রহ ফল বিরুদ্ধ না হবে কদাচন ॥ হেটমুখে সহদেব করিছে গণন। জানিলা সকল তত্ত্ব গণিয়া তখন ॥ বুঝিয়া কৃষ্ণের মর্ম্ম কিঞ্চিৎ রহিয়ে। কহিছেন ভূপতিরে ঈষৎ হাসিয়ে ॥ হাস্যমুখে সহদেবে দেখিয়া তখন। হর্ষযুক্ত হয়ে রাজা জিজ্ঞাসে কারণ ॥ এত দুঃখে সুখ হল কি হেতু তোমার। বিবরণ বল দেখি শুনিব ইহার ॥ সহদেব কহে শুন দণ্ডধারী। কৃষ্ণের গুণের কথা কহিতে না পারি ॥ আমা সবাকার কৃষ্ণ ভালবাসে যত। এক মুখে বলা তার বলিব বা কত ॥ কত মতে কৃষ্ণ আমাদের রাখে মান। কে বুঝিতে পারে তত্ত্ব সদর্থ বিধান ॥ পরম হিতৈষী হিতকারী নারায়ণ। কৃষ্ণ সম বন্ধু আর আছে কে এমন ॥ আমাদের ত্রিভুবনে বাড়াতে সম্মান। ত্রিলোক মিলিয়া যুদ্ধে আইল ভগবান ॥ নাহি ভয় মহাশয় ত্যজ মিছে দ্বন্দ্ব। কৃষ্ণ কভু না করিবে আমাদের মন্দ ॥ ত্রিভুবন পরাজয় হবে আজ রণে। অনায়াসে গৌরব বাড়িবে ত্রিভুবনে। শুনিয়া কহেন রাজা হরষিত অতি। কৃষ্ণ আমাদের প্রাণ মান জ্ঞান গতি ॥ কৃষ্ণ হইতে আমাদের পরাভব নহে। সর্ব্বদা সদয় পাণ্ডবের প্রতি রহে ॥ শুকদেব বংশজ আজ্ঞা

পণ করি চুর। ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন ঠাকুর।। ভীমেরে ভৎর্সন যে করনু বার। আমা সভা হৈতে বৃকোদর বুঝে সার।। রাখিয়া দণ্ডিরে ভীমসেন মহাবল।। করিল পৌরুষ ক্ষত্রি বংশের উজ্জ্বল।। কহে কবি উমাকান্ত ভাব চমৎকার। কৃষ্ণের অদ্ভুত লীলা অন্ত পাওয়া ভার।।

যুধিষ্ঠির কহে ভাই শুনহ বচন। কৃষ্ণের মহিমা যত জানিনু এখন।। নিগুঢ়ার্থ এই তত্ত্ব ব্যক্ত করা নয়। করহ বিধান এক্ষে কর্ত্তব্য যা হয়।। শুনিয়া নকুল ভূপতির প্রতি কন। যুদ্ধ সজ্জা কর এবে করিবারে রণ।। ভূপতি কহেন শুনি হইবে কেমন। করিবে সংগ্রাম হেন সেনা কে এমন।। ধনজন রাজ্য মোর হয়্যাছে নৈরাশ। পঞ্চ জনে কি করিব বীরত্ব প্রকাশ।। অতেব উপায় বলি করহ এক্ষণে। বিনয়ে সম্বাদ করি আন দুর্য্যোধনে।। পুনর্ব্বার নকুল শুনিয়া ইহা কয়। শত্রুর নিকটে এ প্রার্থনা করা নয়। ভূপতি কহেন তবে শুন ভাই নীতি। ধর্ম্মশাস্ত্র বেদশাস্ত্রমতে নিরূপিত।। সঙ্কটে পড়িয়া দেখ সংশয় পরাণ। এহেতু প্রার্থনা কৈলে নাহি অপমান।। রণে বনে শ্মশানে ঠেকিলে ঘোর দায়। বিপক্ষের নিকটে যাচিঞা করা যায়।। শত্রু হকু মিত্র হকু আপনার ঘর। স্বাপক্ষ হইবে যুদ্ধে আইলে অন্যপর।। শত পঞ্চ ভাই মোরা বিপক্ষের কাছে। ঘরেতে বিরোধ কাহা ঘরে ঘরে আছে। শুনিয়া অর্জ্জুন কহে শুন মহারাজ। বিপক্ষ নিকটে যাব এ বিষম লাজ।। দুর্য্যোধনে বিনয়ে কহিতে না পারিব। পঞ্চ সহোদরে আজি সমর করিব।। শুনিয়া অর্জ্জুন প্রতি যুধিষ্ঠির কয়। আত্ম অভিমান ভাই নহে এ সময়।। সময়ের গুণে সব করিবে বিধান কখন বা মান চেষ্টা কভু অপমান।। এত বলি যুধিষ্ঠির নকুলে ডাকিয়া। দুর্য্যোধন নিকটে দিলেন পাঠাইয়া।। উপনীত হৈল গিয়া যথা দুর্য্যোধন। সম্ভাষ করিল গিয়া মাদ্রির নন্দন।। দেখি

য়া নকুল জনে সবিস্ময় হয়। কি জন্যে আইলে একা পাণ্ডব তনয়
নকুলে দেখিয়া করি অতি সমাদর। নিজ সিংহাসনে বসাইল
কুরুবর ॥ জিজ্ঞাসেন কুশল করিয়া সুপ্রণয়। কুশলেতো আছে
রাজাধর্ম্মের তনয় ॥ ভীমার্জ্জুন সহদেব আদি ভ্রাতৃ গণ। কল্যা
ণে আছেতো ভাই কহ বিবরণ ॥ নকুল কহেন রাজা সকলি কুশল
কিন্তু এক ঘটিয়াছে বড় অমঙ্গল ॥ শুনে রাজা দুর্য্যোধন শিহরিয়া
কয়। সে আর কেমন কথা শুনে হৈল ভয় ॥ বিস্তারিত কহ ভাই
করিব শ্রবণ। মাদ্রি সুত কহে রাজা শুন বিবরণ ॥ অবন্তী নগরে
রাজা দণ্ডি নৃপমণি। মৃগয়ায় পাইয়াছে এক তুরঙ্গিণী ॥ তাহার
কারণে কৃষ্ণ সহ কৈল বাদ। রাজা ছাড়ি পলাইল গণিয়া প্রমাদ
অশ্বিনী সহিত কৈল সংসার ভ্রমণ। কোন স্থানে কেহ তারে না
দিল শরণ ॥ অবশেষে গঙ্গাতীরে মরিতেআইল। দেখি ভীমদয়া
করি তাহারে রাখিল ॥ একারণে কৃষ্ণ সহ হৈল বিসম্বাদ। বল
আর একইতে কি আছে প্রমাদ ॥ শুনে সভাসদ সবে করে কানা
কানি। ঘটিল প্রমাদ পাণ্ডবের হৈল হানি। সাজিয়া আইল কৃষ্ণ
দেবগণ লয়্যা। আমারে পাঠালেধর্ম্ম সচিন্তিত হয়্যা ॥ তোমারে
সম্বাদ জানাইতে মহাশয়। সহায় হইতে হবে যুদ্ধের সময় ॥
আমাদের সহ তব বিবাদ যে হয়। এ সময় মনেতে না কর মহা
শয় ॥ নকুলের বচনে নৃপতি দুর্য্যোধন। মৌন হয়ে মনে মনে
চিন্তে কত ক্ষণ ॥ উত্তর দিলেন রাজা কিঞ্চিৎ থাকিয়া। বড়ই
বিষম ভাই কহিব বুঝিয়া। বৃকোদর করিয়াছে কর্ম্ম বিপরীত।
কৃষ্ণের সহিত বাদ অতি অনুচিত ॥ এত বলি পাত্র মিত্র অমাত্য
লইয়া। মন্ত্রণা করয়ে রাজা বিরলে বসিয়া ॥ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ
আর অশ্বত্থামা। শকুনি বসিল তথা নৃপতির মামা ॥ ভূরিশ্রবা
সোমদত্ত বাহ্লীক নৃপতি। বসিল সুজন সব বিদুরপ্রভৃতি। রাজা
বলে শুন ভীষ্ম দ্রোণ মহাশয়। ইহার উচিত কর্ম্ম কর্ত্তব্য কি হয়।
দুর্য্যোধন নৃপতির শুনিয়া বচন। কহিতে লাগিল ভীষ্ম গঙ্গার

নন্দন ॥ শুন দুর্য্যোধন রাজা কুরু বংশপতি। পাণ্ডব করেছে বাদ কেশব সংহতি ॥ কৃষ্ণের মাহত্মা কিছু না জান আপনে। বিবাদ উচিত নাহি হয় তার সনে ॥ ক্ষান্ত হয়ে রহ রাজা শুনহ বচন। এ বাক্য সম্মত নাহি হয় কদাচন ॥ শুনে দ্রোণ কর্ণ কহে আর দুঃশাসন। মান্য মান করি মোরা ভীষ্মের বচন ॥ পাণ্ডব না হয় মোসবার হিতকারী। মিছে পণ্ডশ্রমে কেন হব সহকারী দুর্য্যোধনে এই রূপ সকলে বুঝায়। একে আর শকুনি তাহাতে দিল সায় ॥ শুন রাজা অন্ধ অঙ্গ পাণ্ডবের সনে। সুপ্রীতে তোমারে সহ না দেখি নয়নে ॥ আজি তব সুপ্রভাত কিবা ভাগ্যোদয়। পরে পরে পরোক্ষ বিপক্ষ হবে ক্ষয় ॥ তবে যদি রণ বাঞ্ছা হয় তব মনে। বিনাশ পাণ্ডব মিলে শ্রীকৃষ্ণের সনে ॥ আজি যুদ্ধে কেশব পাণ্ডবে যদি মারে। নিষ্কণ্টক রাজ্য পাবে কহিনু তোমারে ॥ শকুনির মুখে শুনি এতেক বচন। মস্তক লাড়িয়া কহে আর সর্ব্ব জন ॥ বিদুর কহেন শুন শুন দুর্য্যোধন। শকুনির বাক্য নহে বিশ্বাস কারণ ॥ পরে মারিবে শত্রু এই যে ভরসা। কাপুরুষ সেই জন যার হেন আশা ॥ শুনহ শকুনি তুমি ভাল যুক্তি দিলে। এমন মন্ত্রণা তুমি কোথায় পাইলে ॥ বুঝিয়া না বুঝ তুমি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। আতিহান জনের মত এই যে কর্ম্ম ॥ একে ভাই তাহে ক্ষাত্র পাণ্ডব সকল। সঙ্কটে পড়িয়া আইল তোমারদের স্থল ॥ ইহাতে যদ্যপি রাজা সহায় না হও। তবে বৃথা রাজা হয়ে অবনীতে রও ॥ সসৈন্য সাজিয়া চল পাণ্ডব আলয় এই সার যুক্তি রাজা মোর মনে লয় ॥ পাণ্ডবের সহায় যদ্যপি কর রণ। যশ কীর্ত্তি রক্ষা পায় শুনহ রাজন ॥ ব্যাসদেব মহাশয় জগৎ বিদিত। তাহার শিক্ষিত আমি জানি ধর্ম্ম নীত ॥ বিদুর যদ্যপি ভূপে এতেক কহিল। শুনে দুর্য্যোধন রাজা কহিতে লাগিল ॥ পাণ্ডবের উপর হয়েছে মহামার। এ সময় সহায় না হইলে তাহার ॥ ক্ষত্রি ধর্ম্ম নষ্ট হয় রহে অপযশ। ত্রিভুবনে

বুঝিবেক আমার পৌরুষ ॥ এত ভাবি দুর্য্যোধন নিজ সৈন্যগণে আজ্ঞা দিল সাজং যাব আমিরণে ॥ সবিনয়ে কহে ভূপে সূর্য্যের তনয়। পয়ার প্রবন্ধে কবি উমাকান্ত কয় ॥

কুরুসৈন্য সজ্জা ॥

ত্রিপদী ॥

কিবা চিন্ত মহারাজ, দেখহ আমার কায, একা আমি সমর করিব। বাণে বাণে ত্রিভুবন, ছন্ন করিব এখন, যাদবের বংশ বিনাশিব ॥ তবে রাজা দুর্য্যোধনে, দূত দ্বারা সেই ক্ষণে, নিমন্ত্রিয়া আনে রাজাগণে। আইসে সবে ত্বরায়, সম্ভাষে কুরু রাজায়, রাজা সবে তুষিছে বচনে ॥ বিস্তারিয়ে জনে জনে, জানাইল বিবরণে, কৃষ্ণ সহ পাণ্ডবের রণে। তাহার সহায় হয়ে, সমর করিব গিয়ে, সৈন্য সহ চল সর্ব্ব জন ॥ শুনি সব রাজাগণ, সজ্জা করে ততক্ষণ, লয়ে সবে নিজ নিজ দল। শিশুপাল সোমদত্ত, দন্তবক্র গজদন্ত, জরাসন্ধ চতুরঙ্গ বল ॥ দুর্য্যোধন সাজে পরে, নিজ বল সমিভ্যারে, কৃপ কর্ণ অশ্বত্থামা বীর ভীষ্ম দ্রোণ কুরুদল, সুবৃত্ত সুধন্বা বল, মহাবল গরজে গভীর ॥ অসংখ্য সাজিল রথী পদাতিক ঘোড়া হাতি, অসিচর্ম্ম ধানুকী বিস্তর। টঙ্কার দিতেছে চাপে, শুনিয়া ভুবন কাঁপে, ধরণী সহিত ধরাধর ॥ তবে রাজা দুর্য্যোধন, নকুলে আসিয়া কন, কহ গিয়ে ধর্ম্মের সদনে। সসৈন্যেতে দুর্য্যোধন, আসিয়া করিবে রণ, পক্ষ হৈয়া যাদবের সনে ॥ শুনিয়া চলে ত্বরিত, মাদ্রীসুত আনন্দিত, উত্তরিল যথা ধর্ম্মরায়। সম্ভ্রম করিয়া অতি লোটাইয়া বসুমতী, প্রণিপাত করিল রাজায় ॥ যোড়হস্তে নিবেদন, কহে সব বিবরণ, সহায় হইয়া দুর্য্যোধন। আপনার বল সাজি সংগ্রামে আসিবে আজি, করিবারে কৃষ্ণ সহ রণ ॥ শুনি ধর্ম্ম

নরপতি, হরষিত হৈয়া অতি আনাইল আপনার গণ। দ্রুপদ তনয় সনে, আইল আত হৃষ্টমনে, পরে আইল বিরাট রাজন। পঞ্চ দশ অক্ষৌহিণী সমিভ্যারেতে বাহিনী, যমতুল্য মল্ল অগণন। অসংখ্য মাতঙ্গ বাজী, লইয়া সমর সাজ, আইল রথে করি আরোহণ॥ দেখি রাজা হৃষ্টমনে, আজ্ঞা দিল ভ্রাতৃগণে, সাজ ভাই করিতে সমর। কৃষ্ণ সঙ্গে দেবগণ, করিতে আইল রণ, বিলম্বে কি করে অতঃপর॥ পার্থ মহাবীর, নীলকাদম্ব শরীর, অবয়ব কৃষ্ণের সমান। নানা অভরণ পরে, কিরীট মস্তকে ধরে স্বর্ণপীত বস্ত্র পরিধান॥ নূপুর চরণে সাজে, কটিতে কিঙ্কিনী বাজে, কেয়ূর কঙ্কণ শোভা করে। কুণ্ডল শ্রবণ মূলে, মণিময় হার গলে, কস্তুরী চন্দন কলেবরে॥ গাণ্ডীব ধনুক হাতে, আরোহেন সারথে, পরিপাটী রথের বলন। নয় চূড়া সুশোভন, নানা রত্ন বিরচন, কিবা স্তম্ভ অপূর্ব্ব গঠন॥ নাহিক তুলনা তার ত্রিভুবন মধ্যে সার, মণি মুক্তা প্রবালে খচিত। কি কব তাহার কথা, কত বৃক্ষ ফল লতা, কত মতে চিত্র বিচিত্রিত॥ দেবদত্ত দিব্য বাজী, উপমা নাহিক তাহা, তেজে দশ দিগ দীপ্ত হয়। তাহে নয়োজন তাজি ধবল বরণে বাজি, মনোগতি গমননির্ণয় সুবর্ণ কলসধ্বজে, পতাকার কিবা সাজে, বাজে ঘণ্টা সঘন গগনে ষোল চক্র পরিমাণ, অতি উচ্চ রথখান, তুল্য করি গিরিশৃঙ্গ মানে॥ পরে সাজে বৃকোদর, বজ্রসম কলেবর, বীর ধড়া পরিচ্ছেদ সয়ে। রণ ধূলা মাখে গায় গদাহাতে করি ধায়, দগ্ধ ধরা অতল পশিয়ে॥ মৃগ ধরিবারে যেন, মৃগপতি ধায় হেন করিয়া তর্জ্জন ঘোরতর। ভীমের তদ্রূপ গতি, কোপে কম্পমান অতি নৃপতি দেখে করে ডর॥ আহার বিহার আর, সংগ্রামাকারেতে তার, লোভ শান্তি নহে কদাচন। যখন পড়িবে যাহে, উদ্ধস্ত হইবে তাহে, কবি উমাকান্ত বিরচন॥

পাণ্ডবের সজ্জা।

পয়ার ॥

সাজে বীর মাদ্রীসুত করিতে সমর। অতুল বিক্রম ধরে দুই সহোদর॥ আভরণে সাজিল কিরীট পরি মাথে। আরোহিল দিব্য রথে ধনুর্ব্বাণ হাতে॥ ভীমের তনয় আইল হিড়ম্বা নন্দন সঙ্গে লৈয়া রাক্ষস অনেক প্রহরণ॥ ঘটোৎকচ মহাবীর পর্ব্বত আকার। ত্রিভুবন সশঙ্কিত সংগ্রামে যাহার॥ মায়াযুদ্ধ করে মহামোহ আচ্ছা দিয়া। আহার করয়ে সৈন্য দুহাতে ধরিয়া॥ এইরূপে পাণ্ডবেরা করিল সাজন। হেথা কুরুক্ষেত্রে আইল কৃষ্ণ সৈন্যগণ॥ সুরাসুর নাগ নর পক্ষ বিদ্যাধর। নদ নদী মহীধর পতঙ্গ সাগর॥ যক্ষ রক্ষ দিকপাল কিন্নর অপ্সর। সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ রাক্ষস বানর॥ ভূত প্রেত পিচাশ নক্ষত্র গ্রহগণ। চরাচর জিহ্বাৎ অসংখ্য গণন॥ যুদ্ধ ঘণ্টা বাজাইল বিপর্যয় রবে শুনিয়া পাণ্ডব কুরু বেগে ধায় সবে॥ পাণ্ডবের সনে আসি মেলে কুরুগণ। লম্ফেলম্ফে ভূমি কম্পে করে আস্ফালন॥ রণ সজ্জা শুন কাণে অন্ধ নরপতি। জিজ্ঞাসা করেন তবে সঞ্জয়ের প্রতি॥ কহ২ সঞ্জয় হে জিজ্ঞাসি বচন। কি কারণ রণসজ্জা কৈল পুত্রগণ॥ সঞ্জয় কহেন রাজা শুন বিবরণ। কৃষ্ণ পাণ্ডবের সহ হইয়াছে রণ॥ এই হেতু মহাশয় তোমার তনয়। পাণ্ডবের সহায় হইল এ সময়॥ শুনি ধৃতরাষ্ট্র কহে একি বিপরীত। কি কর্ম্ম করিল পুত্র এাক অনুচিত॥ ত্রৈলোক্যের নাথ যেই সেই নারায়ণ। তার সনে বাদ কৈল অবশ্য মরণ॥ না বুঝিয়া পুত্র সব হৈল মতিছন্ন আহ হয়ে দ্বন্দ্ব করে সহিত সুগণ॥ তা যা হউক সঞ্জয় জিজ্ঞাসি অপরূপ। পাণ্ডব সহিত কৃষ্ণের কি হেতু এরূপ॥ অতি প্রীত পাণ্ডবের সহিত তাহার। প্রণয়ে প্রলয় এত একি চমৎকার॥ সঞ্জয় কহেন শুন অন্ধ নরপতি। অরণ্যে অশ্বিনী এক পায় মহামতি॥ কৃষ্ণের অশ্বিনী লৈতে হইল মনন

দণ্ডির স্থানে যাচঞা করিল নারায়ণ ॥ তুরঙ্গিণী নাহি দিল দাণ্ড দণ্ডধারী। কৃষ্ণ অশ্ব লৈতে আইল সবংশেতে মারি ॥ ভয়ে ভীত দণ্ডিরাজা কৈল পলায়ন। ত্রিভুবন ভ্রমিল না পাইল শরণ শেষে আইল জাহ্নবীতে তেয়াগিতে প্রাণ। দেখে দয়া করি ভীষ্ম দিল তারে স্থান ॥ এই হেতু কৃষ্ণ সহ হইবে হে রণ। আইলা সাজিয়া হরি সহ ত্রিভুবন। কিন্তু আছে বিশেষ শুনহ মহাশয়। আজিকার যুদ্ধে কৃষ্ণ হবে পরাজয় ॥ নাহি ভয় মহারাজা রহ সুস্থ মনে। যুদ্ধে জয়ী হইবেক তোমার নন্দনে ॥ ভূত ভবিষ্যৎ আমি জানিহে সকল। অদ্য যুদ্ধে মান বৃদ্ধি করিবে সুফল। শুনে আনন্দিত হৈল অন্ধ নরবর। হোথা কুরু পাণ্ডবেরা চলিল সমর ॥ ঘন২ ঘন ঘোর গভীর গর্জ্জন। করিয়া চলিল সেনা প্রলয় তর্জ্জন ॥ সৈন্য পদভারে ধরা হয় ভারাক্রান্ত। রণবাদ্য বাজিছে কহিছে উমাকান্ত ॥

রণবাদ্য নির্দ্দেশ ॥

বাজিছে বাদ্য, ঘোরতর অদ্য, প্রলয় হস্তিনা মাঝে। খমট ডাগ, দমট ধামশা, কাড়া পড়া জয় ঢাক বাজে ॥ বাজিছে শানি, রণজে বেণী; ঘোরতর রবে ঝম্প। ঢাকে গড়২ দামামা দগড়২ ত্রিভুবনে উপজিল কম্প। টং টং টিকারা২ মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কত জয়ঢোল। বাজিছে তুরী রণশিঙ্গা ভেরী২ নহার নহার মাদোল ॥ রবাব বাশী২ কাহল কাশী২ দমট মোচঙ্গ সেতারা। বাজে রাম কাড়া২ আর বীর পড়া২ শারীন্দা শারিঙ্গ সপ্তস্বরা ॥ ধধু ধুধুরী২ পিনাক সফরী২ ডীনডীম ডম্বুর বাজে। বীণ তরঙ্গা২ শত২ শিঙ্গা২ জয়২ জয় গর্জ্জে ॥ বাদ্য ধমকে২ ভুবন চমকে২ থরহরি কাঁপিছে ধরণী। লম্ফে প্রলম্ফে২ সেনাগণ ঝম্ফে২ চলিল সমরে সেনানী ॥ গরজে দমকে২ মহীধর কম্পে২ টলে২ করিছে হস্তিনা। বাজায় শংখ২ গগনে অসংখ্য২

দুন্দুভি মরুজয় বীণা ॥ সমরে চলেঃ সেনা মহাবলেঃ সংগ্রামের মাঝে উপনীত। সেনা ঝাঁকেঃ হান২ ডাকেঃ বিক্রম বলে অতুলিত ॥ ছুট পাট করেঃ মাল সাট মারেঃ হুঙ্কার ছাড়ে অবিরাম ধাইল রথীঃ তুরঙ্গ পদাতিঃ ধানুকী করিতে সংগ্রাম ॥ যুদ্ধ প্রসঙ্গে চড়িয়া মাতঙ্গেঃ ঢাল খাঁড়া ঝাঁকে সাবধান। ফিরে ঘনপাকেঃ সেনা থাকেঃ ঘোর রবে ডাকে হানঃ ॥ চলে বীর কর্ণঃ সমরে সুপর্ণঃ ধরি কার্ম্মুক বাম করে। রণে কুতুহলেঃ ভীষ্ম দ্রোণ চলে সমর কেশরী ধনু ধরে ॥ চলে বিরাটঃ মারে মালসাটঃ অসংখ্য সাঙ্গ লয়ে সেনা। চলে এক চাপেঃ করি বীর দাপেঃ করিয়ে কত বীর পনা ॥ ধায় বৃকোদরঃ করিতে সমরঃ প্রতাপে পৃথিবী কাঁপে। ডাকে মার মারঃ ছাড়িছে চিৎকারঃ দন্তে অধর ঘন চাপে অর্জুন চলেঃ সমরের স্থলেঃ ধনুকে টঙ্কার দিয়ে। হৈল প্রলয়ঃ সবে ভাবে ভয়ঃ ভনে উমাকান্ত বিবাচিয়ে ॥

কুন্তী কৃষ্ণে কথোপকথন।

পয়ার ॥

শ্রুতাশ্রুত আদি যুদ্ধে করিল গমন। দুর্ব্বার্য্য সমরে বীর চলে দুর্য্যোধন। কৃষ্ণ সৈন্য সিংহনাদ ছাড়িছে বিশাল। পাঞ্চজন্য শংখনাদ করিল গোপাল ॥ বাদ্যধ্বনি শংখধ্বনি ধনুক টঙ্কার। সেনার গর্জ্জন আর দানার হুঙ্কার ॥ একত্র মিলিয়া হইল বিপরীত শব্দ। শ্রবণে কাঁপিল মহী ত্রিভুবন স্তব্ধ ॥ প্রলয় হইল বুঝি কুন্তী ভাবি মনে। না জানি কি বিপদ ঘটিল আজি রণে ॥ না বুঝিয়া ভীম শত্রু কৈল নারায়ণে। ছেড়া লেঠা বাড়াইল দাণ্ডির রক্ষণে ॥ ভয়ে ভীত দাসী সম্বোধিয়া কিছু কয়। কি রূপে কৃষ্ণের দেখা পাই এসময় ॥ তবে আমি পারি এর উপায় করিতে। প্রেম ভয়ে কেশবেরে তুষিয়ে রাখিতে ॥ দাসী কহে ঠাকুরাণী কহি শুন সার। আমি আনি গিয়ে কৃষ্ণ না ভাবিহ

আর ॥ এত বলি কৃষ্ণের নিকটে গিয়া দাসী। কহে প্রভু আমারে পাঠালে তব পিসী ॥ বহু দিন তোমারে দেখেন নাই তিনি। দেখিতে হয়েছে বাঞ্ছা শুন চক্রপাণি ॥ শুনিয়া চলিল হরি মৃদু মন্দ হাস। উপনীত হইল যথায় কুন্তী পিসী ॥ প্রণাম করিল হরি কুন্তীর চরণে। পদ রজ লয়ে মাথে ধরেন যতনে ॥ অশ্রু নেত্রে কুন্তী কৃষ্ণে করিলেন কোলে। লক্ষ২ চুম্ব দিল বদন কমলে। আইস২ বাপ ধোন বাপের ঠাকুর। পিসী বলে ডাকো মনো দুঃখ যাক দূর ॥ কুশলেতে আছে কৃষ্ণ পরিবার তোর। তোমার জনক বসুদেব ভাই মোর ॥ দৈবকী জননী তব আছেন কুশলে। ভালে ভাল আছে সবে আরতো সকলে ॥ শুনিয়া কহেন হরি সবিনয়ে আর। সকলে আছেন পিসী ভাল প্রাণে প্রাণে ॥ সকল কুশল পিসী একমাত্র খেদ। যথোচিত মনপীড়া আত্মীয় বিচ্ছেদ ॥ শুনিয়া কহেন কুন্তী অতি সকাতরা। ছল২ করে আঁখি সশোক অন্তরা ॥ হারে কৃষ্ণ তোমার এ কোন বিবেচনা ॥ পাণ্ডু বংশ বিনাশে কি হয়েছে বাসনা ॥ অভাগী দুঃখিনী অনাথিনী পিসী তোর। দেখে দয়া নাহি হয় কেমন কঠোর ॥ রাজ্যনাশ বনবাস দুঃখ যথোচিত। বল দেখি কৃষ্ণ আছে কি সুখ কিঞ্চিৎ ॥ বিদীর্ণ হয়েছে বাছা দুঃখ পেয়ে২। সুখ মাত্র থাকি ঘরে পুত্র মুখ চেয়ে ॥ তাহাতে ক সন্তোষ না হয় তোর মনে। দুঃখ দিতে বাসনা কি দিন হীনজনে ॥ দীনবন্ধু হয়ে কৃষ্ণ এ কোন বিচার। অনুগত জনে দেও যন্ত্রণা অপার ॥ পাণ্ডবে বিনাশ যদি কর এইবার। ত্রিভুবনে তব নাম কে লইবে আর ॥ দীননাথ নাম হরি কেমনে ধরিবে। নির্ম্মল গো বন্দ নামে কলঙ্ক রাখিবে ॥ শ্রীমধুসূদন নাম যে করে স্মরণ। বিষম বিপদ তার হয় বিমোচন ॥ নাহি জানি আমাদের কপাল কেমন। ও নাম স্মরণে মোর সঙ্কটে পতন ॥ শয়নে স্বপনে আর ভোজনে গমনে। সদা ডাকি কৃষ্ণ তোরে কাতর কি মনে।

তোমা বৈ ভরসা নাই নাহি জানি অন্য ॥ আমাদের বিপদ কি ঘটে এই জন্য ॥ কহিব শাস্ত্রে কৃষ্ণ যেবা বলে একবার। শমন তাড়ন ত্রাস নাহি থাকে তার ॥ তব নাম মাহাত্ম্য মানবে কেবা জানে। কিছু জানে ভব তব কৃপা বলোকনে ॥ নামে নাশে দুঃখ তবে কেন হয় ভেদ। বুঝিতে না পারি ভাব এ কেমন খেদ ॥ নাম গুণে আছে দড় ত্রিলোক ব্যাপিত। রূপ গুণ অব্যক্ত নাহিক নিরূপিত ॥ পূর্ব্বে তব প্রতিজ্ঞা আছয়ে নারায়ণ। অংশু তোমার ভক্ত নাহিক মরণ ॥ আমরা তো নিতান্ত তোমার আশ্রিত। নাশ হৈলে প্রতিজ্ঞা হবে অনুচিত ॥ ভক্তি ভাবে যে তোমারে ভাবে রাত্রিদিন। সে সুখি পরমানন্দ নহে পরাধীন ॥ ধ্রুব আদি তব ভক্ত জন্মেছিল আগে। দিবা নিশি মনোযোগ তব অনুরাগে ॥ বৈকুণ্ঠ উপরে ধ্রুব লোক হৈল তারো। প্রিয় পাণ্ডবেরে তুচ্ছ অর্থ দিতে নারো ॥ সে যা হউক সে কথায় নাহি প্রয়োজন। পাণ্ডব নাশিতে যদি হয়েছে মনন ॥ তবে হরি এ তোর পিসীকে আগে মার। শেষে পাণ্ডবেরে করো সমূলে সংহার ॥ গেল দশা আমার রে কিসকাল গেছে। বৃদ্ধকালে কেন পুত্র শোক দিবে খিছে ॥ এতকাল পর্য্যন্ত তো কত সুখ দিলে। বাঞ্ছাতুল এ সুখ তা দিতে কি আইলে ॥ বুঝিলাম কৃষ্ণ তোর যত ফেরফার। চক্রে চক্রপাণী চক্রে ঘুরিছে সংসার ॥ বুদ্ধি সাক্ষি-রূপে তুমি সর্ব্বঘটে রও। বাক্য মন নয়নের গোচর না হও ॥ নাশিবে পাণ্ডবে তুমি এছল পাতিয়ে। বিপরীত বুদ্ধি বৃকোদরে সমর্পিয়ে। হাঁরে হরি কলি তোরে নাহি করে লাজ। চাহিলে জীবন পাও ছলায় কি কায ॥ শুনিয়া কহেন হরি করি সুবিনয়। নাহি ভয় ভোজ সুতা উমাকান্ত কয় ॥

শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীকে প্রবোধ দেন ॥

ত্রিপদী।

কহেন করুণাময়, পিসী না করিহ ভয়, মনে না ভাবিহ

কিছু মন্দ। পাণ্ডব আমার প্রিয়, অভিমন্যু পরমাত্মীয়, আমা হৈতে নাহি হবে মন্দ ॥ দিবানিশি যথোচিত, পাণ্ডবের চিন্তি হিত, বিপরীত না ভাবি কখন। কতবার কতক্ষের, হয়েছিল পাণ্ডবের সে সকলে করেছি রক্ষণ ॥ পাণ্ডব হইতে আর, ভক্ত কে আছে আমার, ত্রিভুবন মধ্যেতে এমন। ধ্রুব আদি ভক্ত যত পরমার্থ তত্ত্বে রত, সহজ না হয় কোন জন ॥ নিগূঢ় শুনগো পিসী, তারা ঐশ্বর্য্যাভিলাষী, এজন্যে দিলাম অন্য স্থান। তাহাতে অধিক মোরে, পাণ্ডবেরা ভক্তি ডোরে, বান্ধিয়াছে শুনগো প্রমাণ ॥ মনে না ভাবিহ অন্য, দণ্ডী আপনার জন্য পাণ্ডবে কি করিব বিনাশ ॥ সদা কায়মনো বুদ্ধি, পাণ্ডবের নাশ বুদ্ধি, করিতেগো আমার প্রয়াস। ত্রিলোকের সৈন্য সাজি, যুদ্ধে আইল সাজি, এই তত্ত্বে যথার্থ বিধান ॥ সবে হবে পরাজয়, [illegible] হইতে সংশয় পাণ্ডবের বাড়াইতে মান ॥ শুনে কুন্তী দেবী কয়, বিশ্বাস নাহিক হয়, এই কথা মোর নারায়ণ। [illegible] কর কৃষ্ণ তাত, দিয়ে মোর মাথে হাত, তবে হয় বিশ্বাস কারণ। কৃষ্ণ কন পিসী হেন, কহ অযথার্থ কেন, দিব্য করা এই অনুচিত তোমার সাক্ষাতে কই, অন্যমত কভু নই, মাথে হাত দেওয়া অবিহিত ॥ তবে কুন্তী পুনঃ কন, দেখো কৃষ্ণ বাপধন পাণ্ডবের তুমি ধনঞ্জন। তোমা বৈ ভরসা নাই, দাঁড়াবার নাহি ঠাঁই, বিস্তর কি কহিব এখন। কুন্তীরে তুষিয়া হরি, চরণে প্রণাম করি, সবিনয়ে কন দয়াময়। আশীর্ব্বাদ কর হেন, পাণ্ডবের যুদ্ধে যেন, আজি আমি হই পরাজয় ॥ এত বলি ত্বরা করি, সমরে চলিল হরি, আসিয়া হইলা উপনীত। কুন্তী আপনার বাসে, রহে পরম উল্লাসে, সন্তোষ হইয়া যথোচিত ॥ মহাকোপে যজ্ঞপতি, লৈয়া সব সেনাপতি, সমরে করয়ে মহামার। শমনে শংখের ধ্বনি, বাদ্যের নির্ঘোষ শুনি, ত্রিভুবনে হয় চমৎকার ॥ সেনাগণ মালসাটে, ধরাধর ধরা ফাটে, ঝমকে ঝমকে ভুমি

ঙ্কম্প হয় । সহিতে না পারে ভার, ভারাক্রান্ত বসুধার, বাসুকি ঘনে স্থির নয় ॥ ভয় পেয়ে যুধিষ্ঠির, মন্ত্রণা করিতে স্থির, কোন রূপে যুদ্ধ নাহি হয় । কি ঘটিতে কি ঘটিবে, প্রণয়ে প্রলয় হবে, বিদুরে ডাকিয়া তবে কয় ॥ যাহ খুড়া মহাশয়, কৃষ্ণেরে করি বিনয়, এইদ্বন্দ্ব কর সমাধান। করিবে হেন উপায়, দুইদিক রক্ষা পায়, ভীমের বজায় থাকে মান ॥ শুনিয়া বিদুর বলে, প্রিয় বাক্য সকৌশলে, কহিব ভূপতি সুবিহিত । কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ আদি, তাঁদের জিজ্ঞাসি বিধি, এই কর্ম্ম করা সমুচিত ॥ যুধিষ্ঠির দিল সায়, বিদুর ত্বরায় যায়, ভীষ্ম দ্রোণে কহে বিস্তারিয়া । বিদুরের বাক্য শুনি, কহে ভীষ্ম গুণমণি, দ্রোণাচার্য্য প্রতি সম্বোধিয়া ॥ বিদুর কহিল যাহা, যুক্ত বাক্য হয় তাহা, ইহাতে নাহিক কোন দোষ । কবি উমাকান্ত কয়, হেন কর মহাশয়, যাতে হয় দুদিক সন্তোষ ॥

পয়ার ॥

শুন দ্রোণ এই কথা অতি সুবিহিত । আমাদের এ কর্ম্ম করণ উচিত ॥ দূত দ্বারে কৃষ্ণরে সংবাদ দিতে হয় । কোন মতে এ ঘোর বিরোধ নাহি হয় ॥ এখন আমরা যদি কৃষ্ণে নাহি তুষি । উত্তর কাল সকলে হইব দোষী ॥ কহিবে তোমরা বিজ্ঞ ছলে সর্ব্বজনে । না সম্ভাষি যুদ্ধ সবে কৈলে মোর সনে ॥ অনুচিত হবে যথোচিত পাব লাজ । অতেব সংবাদ করা উপযুক্ত কাজ । সমাধান হেতু পাঠাইয়া দেহ দূত । শুনিয়া এসব কথা কি কহে অচ্যুত ॥ তার মত বিবেচনা করিব তখন । দূতমুখে বার্ত্তা মোরা পাইব যেমন ॥ নিতান্ত যদ্যপি যুদ্ধ চাহে যদুপতি । করিব সংগ্রাম মোরা তাহে কিবা ক্ষতি ॥ গাঙ্গেয়ের কথা শুনি দ্রোণাচার্য্য কন । সুমত হইল মোর তোমার বচন ॥ বিজ্ঞ দেখে দূত এক করহ প্রেরণ । কহিতে বলিতে পারে সব বিবরণ ॥ শুনে ভীষ্ম কহে কে

আর আছে এমন। বিদুর ব্যতীত করে এ কর্ম্ম সাধন।। ষ ইতুভঙ্গি বিদুর যথায় চক্রপাণি। প্রণাম জানায়ে কয়ো মোসভার বাণী।। যেমন কহেন আগে কহিবে তেমন। পরে মোরা সেই মত করিব তখন।। তখন পরমানন্দে চলিল বিদুর। প্রেমে গদ গদ চিত্ত হরিষ প্রচুর।। মোর ভাগ্যে অদ্যোদয় ভাস্কর ঠাকুর। ভবাব্ধিতরণী পদ হেরিব প্রভুর।। মানস হইবে সিদ্ধি পূর্ণ মনস্কাম। দরশন করিব নয়নে আত্মারাম। হৃদচিত প্রেমাবেশ ভক্তির উদয়। ভাবভরে কম্প তনু লোমহর্ষ হয়।। আনন্দাশ্রু বরিষয় নয়ন যুগলে। উপনীত কৃষ্ণের নিকটে কুতূহলে।। দণ্ডাকার অবনীতে পড়িয়া তখন। করিল বিস্তর স্তব বন্দিয়া চরণ।। বিদুরেরে দেখিয়া সম্ভ্রমে ভগবান। আদরে সন্তোষ করি রাখিলেন মান।। কহেন করুণাময় প্রণয় বচন। কিনিমিত্ত মহাশয় আইলে এখন।। বিদুর কহেন প্রভু শুন দয়াময়। যে নিমিত্তে আগমন তাহার নির্ণয়। কুরু পাণ্ডবেরা হরি তুষিতে তোমায়। তব সন্নিধানে পাঠাইলেন আমায়।। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠির সহদেব নকুল ফাল্গুণি মহাবীর।। প্রত্যেকে চরণে তব জানায় প্রণাম। কয়েছে বিরোধ ক্ষান্ত হতে গুণধাম।। তোমার আজ্ঞা না ভেবে বৃকোদর বীর। স্থান দিয়ে হয়েছিল আশ্রয় দণ্ডির।। তাহে তব ক্রোধযুক্ত নহে নারায়ণ। করিয়াছে নিজ জনে কি হবে এখন।। যা হবার হইয়াছে চারা কি তাহার। কুকায সুকায করুক পাণ্ডব তোমার।। অতএব আমার বচনে নারায়ণ। স্বজনের আত্মভেদ নাহি প্রয়োজন।। একান্ত ভাবেতে কহি করুণানিধান। প্রণতপালক দ্বন্দ কর সমাধান।। শুনিয়া বিদুরে কন অখিলের পতি। যথার্থ তোমার বাক্য হৈল অবগতি।। এ যুদ্ধে প্রশংসা নাহি যথোচিত লাজ। কুন্তী অশ্বিনী পাইলে যুদ্ধে কি কায।। এদ্ধে থাকো যদি সঙ্গেকরে তবে দেও। ক্ষান্ত হই শুন

খেতে ঘরে যাও ॥ বিনয়ে বিদুর কহে যোড় করি হাত। বিব দণ্ডিরে শুনহ দীননাথ ॥ ভীম তব অনুগত জগৎ গোঁসাই। হয়াছে দণ্ডী ভিক্ষা আপনার ঠাঁই ॥ কৃপা করি বৃকোদরে দণ্ড করদান। অন্যথা না কর প্রভু দেব ভগবান ॥ শুনিয়া য় রোষে কহেন ঠাকুর। বুঝলাম মিছে ছল করো না বিদুর রজন্যে এত দ্বন্দ্ব তারে কর ত্যাগ। কেমনে সমতা করি কহ ভাগ্য ॥ ত্রিভুবনের বীর আইল করিতে সমর। কি বোল বলিবে তারা শুনে এ উত্তর ॥ কিবলিয়া বিদায় করিব তা সভায় নে অপরুদ্ধ মিছে করিবে আমায় ॥ কায নাহি মিছে আর করে বাক্যব্যয়। বারে বারে কহ যাহা এইবার নয় ॥ বালক ভুলাবন ল কর অকারণ। ইহাতে আমার মুগ্ধ না হইবে মন ॥ খেতেন পতেন কথা আমি ঢের জানি। মিছে ভুর করো না শুনহ মোর বাণী ॥ দণ্ডী আর তুরঙ্গিণী না দিয়ে আমারে। এবিরোধ সমতা কে করিবারে পারে ॥ কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধে সবংশে মারিয়া। অশ্বিনী লইব আজি দণ্ডিরে দণ্ডিয়া ॥ শুনিয়া বিদুর নারায়ণে বলে তবে। সমতা বিধান প্রভু বিরোধ না হবে ॥ নিতান্ত করিবে দ্বন্দ্ব যদি যদুরায়। তবে আর কিবা ফল আমার কথায়। ক্ষত্রি বংশে জন্মে রণ যুদ্ধে কে ডরায়। করিবে সংগ্রাম তারা কোন বড় দায় ॥ জন্মিলে মরণ আছে শুন নারায়ণ। না হয় হইবে মৃত্যু করে এই রণ ॥ বিদুর বিদায় হয়ে ত্বরায় চলিল। কবি উমাকান্ত গুরু ভাবিয়া রচিল ॥

পয়ার ॥

ভীষ্মের নিকটে আসি বিদুর কহিল। বিস্তারিত নারায়ণ যা বলিল ॥ শুনে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ হইল ক্রোধিত। ধনু টঙ্কারিয়া যুদ্ধে চলিল ত্বরিত ॥ কোপানল প্রজ্বলিত শুনিয়া বচন। মৃত্যু ছাড়ি [illegible] ॥ ঘনঘন হুহুঙ্কার ছাড়ে কুরুগণ। শব্দে

স্তব্ধ তিন লোক অবনী কম্পন ।। উথলিল সাগর অনন্ত কাঁপে ডরে। বজ্রাঘাত সমনাদ ব্যাপিল অন্তরে ।। কুরু পাণ্ডবের সৈন্য অসংখ্য গণন । ততোধিক গণনে কৃষ্ণের সেনাগণ ।। সমরে উন্মত্ত হৈয়ে সকলে সম্ভ্রমে। ধনু অস্ত্র ধরি দাণ্ডাইল যথাক্রমে ।। শিবের সম্মুখে রহে শান্তনু কুমার। কোপে কম্প কলেবর ছাড়ে হুহুঙ্কার ।। গঙ্গাসুতে দেখি গঙ্গাধর কোপমতি। গাজ্জয়া পিনাকে গুণ দেন গৌরী পতি ।। মহাভীম ভীমনাদে ভীত সর্ব্বজন। ভূত সঙ্গে নাচে ভুতপ্রেত গণ ।। ধূর্জ্জটি ধূতুরা ফল করিয়া ভোজন। আবেশ আক্রোশে সিদ্ধি করিয়া অশন ।। ঢলিয়া পড়েন ঢুলু২ ত্রিলোচন। নিকলে ললাটানলে গর্জ্জে ফণিগণ ।। ল্লুল থল করে শিরে দেবী মন্দাকিনী। মহোক্ষ গর্জ্জনে কাঁপে সঘনে মেদিনী। সমর অনুবন্ধে শিব সক্রোধ অন্তর। পরস্পর এইরূপ শুন তদন্তর ।। বলরাম প্রতি বৃকোদর বীর ধায়। সিংহ যেন অন্য সিংহ সংহারিতে যায় ।। প্রকাণ্ড শরীর পরাক্রমে দোঁহা সম। অদ্ভুত সংগ্রাম বার অদ্ভুত বিক্রম ।। ভয়ঙ্কর গদা ভীম করয়ে ধারণ। ধরিল মুষল হল রেবতী রমণ ।। মধুপানে মত্ত ঢুলু২ শঙ্কর্ষণ। ঘোরতর রক্ত চক্ষু ঘুরিছে সঘন ।। চতুর্ম্মুখ প্রজাপতি হংস পৃষ্ঠে ভর। যুধিষ্ঠির সঙ্গে আইলা করিতে সমর ।। বিশ্বকর্ত্তা পদ্মাসনী বিশ্বের আধার। যোগে যোগ্য যুধিষ্ঠির মিলিল তাহার ।। কার্ম্মুক করেতে ধরি কর্ণ মহাবীর। কামদেব সন্মুখে হইলা গিয়া স্থির ।। কুসুমকার্ম্মুক করে কৃষ্ণের সন্তান। উন্মাদন পূর্ণ তুণ পুষ্প পঞ্চবাণ ।। দুর্য্যোধন দিব্য রথে করি আরোহণ। আস্ফালনে গেল যথা সহস্র লোচন ।। ঘণ্টাঙ্কুশ বজ্র পাণি ঐরাবতে ভর। গভীর গরজে গজ সমর ভিতর ।। কুরু সৈন্য লয়ে দাণ্ডাইল দুর্য্যোধন। সুরপতি সঙ্গে তার রণ সুশোভন ।। মহিষের পৃষ্ঠে যুদ্ধে আইলা শমন। অশ্বত্থামা সহ রণে

সহ সুধাংশু তর্পন। অরুণ বরুণ রণ শৈল্য,সাল্য সঙ্গে। গ্রহগণ যুদ্ধে কৃপ দাণ্ডাইল রঙ্গে॥ আইল বীর ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন বিভীষণ সমিভ্যার করিবারে রণ॥ পাঞ্চাল বিরাট বীর মহাবলবন্ত। সমর করিতে আইল সহিত অনন্ত॥ শিখিপৃষ্ঠে আরোহণ দেব ষড়ানন। ধরিয়া দুর্জ্জয় শক্তি আদি প্রহরণ॥ অক্ষয় ধনুকে গুণ দিল বীরদাপে। সুর সেনাপতি দম্ভে ত্রিভুবন কাঁপে॥ যার যুদ্ধ সহিতে না পারে দৈত্যগণ। হেলায় করিল যেই তারকা নিধন॥ কার্ত্তিকেরে দেখিয়া পাণ্ডব ধনঞ্জয়। সমর করিতে তার চিত্ত হর্ষ হয়॥ বিজয় পাণ্ডব ধায় মায়ারথে ভর। কার্ত্তিক সহিত আইল করিতে সমর॥ দ্রোণাচার্য্য সহ যুদ্ধে আইলা নারায়ণ। শংখ চক্র গদা অস্ত্র করিয়া ধারণ। সমানে বীরে হইল মিলন॥ কুরু সেনা সঙ্গে যাদবের সেনাগণ॥ হনুমান বীর নাহি করয়ে সমর। সকলের সহকারী রহিল বানর॥ রাম অবতারে বীর করিয়াছে পণ। মনুষ্য সহিত কভু না করিব রণ॥ অতএব যুদ্ধে ক্ষান্ত রহে হনূমন্ত। পয়ার প্রবন্ধে কহে কবি উমাকান্ত॥

অথ যুদ্ধারম্ভ।

করে রণ, সেনাগণ, প্রহরণ, ধরিয়ে। করি দম্ফ, দেয় লম্ফ ভূমিকম্প, করিয়ে॥ খরশান, ধরে বাণ, হান২ ডাকিছে। করবার, তলয়ার, খাঁড়া চাল, ঝাকিছে॥ রণে ধীর, যত বীর, শর তীর, ছাড়িছে। বাণে বাণ, সাবধান, কাটি বাণ, পাড়ছে॥ সুর নর, চরাচর, বিদ্যাধর, নাচিছে। সমশর, পরিসর, পরস্পর সাজিছে॥ ঘোরতর, শিবচর, ভয়ঙ্কর, সমরে। অট্টহাসে, সেনা নাশে, কীর্ত্তি বাসে, অন্তরে॥ মহাকাল, ঘোর ভাল, নৃপপাল ধরিয়ে। মহামার, করে আর হুহুঙ্কার, করিয়ে॥ হাতি ঘোড়া ধরে নাড়া, দিয়ে ফড়া, ছিঁড়িছে। ক্রোধ করি, কারে ধরি, নখে

চিরি, পাড়িছে ॥ নখে খণ্ড, করে মুণ্ড, লণ্ডভণ্ড, করিছে গ্র অঙ্গনে, সেনাগণ, কারি রঙ্গ মারিছে ॥ বিপরীত, রণে ভীত, সশঙ্কিত, কলে। দগ্ধ হন, সর্ব্বজন, যেন বন, দ নলে ॥ সেনা সর্ব্ব, করে গর্ব্ব, দর্প খর্ব্ব, হইছে। কোন বীর, হয়ে স্থির, শুষে তার, রহিছে ॥ সেনামধ্যে, পাশ যুদ্ধে, কার মধ্যে চিরিছে। কেহ কারে, ধরিবারে, ফেরেফারে, ফিরিছে ॥ হুড়হুড়ি, মুড় মাড়, হুড়াহুড়, করিছে। চটাচটি, ঝটাঝটি, কাটাকাটি, মারিছে জড়াজড়ি, ভূমে পাড়, গড়াগড়ি, যাইছে। চড়াচড়ি, দড়বড়, হুড়ারড়ি, ধাইছে ॥ কেহ উঠে, মালসাটে, মালকটে, হা নচে। হাঁকে, পাকে, মল্লডাকে, আনিছে ॥ রণে মত্ত, সবে সত্ত, অত্যন্ত, পাসরে। বলে হারেঃ আরে আরেঃ ভয় করেঃ নাশরে কুলরবঃ অনুভবঃ সেনা সবঃ করেরে। আস ধরেঃ রণ করেঃ ঘরে ঘারেঃ মরেরে ॥ হামহুমঃ মহাধুমঃ রণভূমঃ কাঁপিছে। স্থূলে ভূমি দিঃ নম্বুলঃ নিমূল দাপিছে ॥ কেহ জয়ঃ পরাজয়ঃ নাহি হয়ঃ সমরে রহে শান্ত উমাকান্তঃ দেখে ভ্রান্তঃ অমরে ॥

ভীষ্ম শঙ্করের যুদ্ধ।

পয়ার ॥

দুই জনে দুর্জ্জয় সমর মহামার। বচন শুনিতে নাহি পায় কেহ কার ॥ পরস্পর সম যুদ্ধ নাহি পরাজয়। দেখিয়া উভয় দল হইল বিস্ময় ॥ দারুণ রাক্ষস সেনা দারুণ সমর। দারুণ অসুর নর দারুণ অমর ॥ দারুণ গন্ধর্ব্ব যক্ষ পক্ষ বিদ্যাধর। অপ্সর কিন্নর শৈল সেনা বিষধর ॥ ভূতের যুদ্ধের কথা কি কহিব বাড়া। একে আর অদ্ভুত সংগ্রাম শাস্ত্রছাড়া ॥ উন্মত্ত হইয়া নাচে ভূত প্রেত দানা। মারে কাটে কত খায় রুধিরের পানা ॥ সহিতে না পারে রণক্রুদ্ধ সেনাগণ। করে সভে উদ্যোগ করিতে পলায়ন ॥ হেনকালে দেখিলেন দেব গদাধর। পাণ্ডবের সৈন্য হৈল সংগ্রামে কাতর ॥ কমল নয়নে হরি করি নিরী

রুণ। স্বদলের বল সব করিলা হরণ।। অলক্ষ সমরে সেন হইল দুর্ব্বল। ক্রমেই পরাজয় করিল সকল।। যুদ্ধে ভঙ্গ দিলা নারায়ণ সেনাগণ। পলায়ন করে রণ নহে সম্বরণ।। সেনা ভঙ্গ দেখি দেব দানব কুম্বল। একেবারে সকলেতে ধনুক ধরিল।। একেবারে সর্ব্ব জন পুরিল সন্ধান। প্রহারিল সেনা প্রতি লক্ষ বাণ বিধি ভব বাসব অনিল হুতাশন। অরুণ বরুণ যম হিমাংশু তপন।। সাগর সুমেরু নাগরাজ বিভীষণ। যদু সেনাপতি সঙ্গে দেব নারায়ণ।। শরে শরে শরাচ্ছন্ন হইল আকাশ। কৌরবের সেনা বহু হইল বিনাশ।। ক্ষান্ত হৈল অঙ্গ বাণ নহে সম্বরণ। ভয়ে ভীত সকলে করিল পলায়ন।। না সম্বরে অম্বর গলিত কেশ পাশ। ভঙ্গ দিয়া যায় যুদ্ধে ভাবিয়া হুতাশ।। কণ্ঠ ওষ্ঠ শুষ্ক হয় ধূলা বাটে গায়ে। হুহুঙ্কার শুনিয়ে উছুটে পড়ে ভূঁয়ে।। অদ্ভুত সংগ্রাম কয় নাহি যার তুল। কুরু পাণ্ডবের সেনা হৈল সমাকুল।। স্বগণ শঙ্কিত দেখি করি বীর দাপে। কুরু পাণ্ডবেরা গুণ চড়াইল চাপে।। ভব ভীষ্ম দুই জনে ভয়ঙ্কর রণ। পরাক্রমে প্রহারে পর্ব্বত প্রহরণ।। তব তদ্ধ গুণ ধরিলেন তারাপতি ভূতনাথ গর্জ্জিয়ে উঠিলা বিশ্বপতি।। আকর্ণ পুরিয়া আশুতোষ হানে বাণ। আচ্ছাদিত আদিত্য অবনী কম্পবান।। গঙ্গাসুত গর্জ্জে করে বাণ অবতংশ। ধূর্জ্জটির বাণ ধূর্ত্ত বাণে করে ধ্বংস ব্যর্থ শর বিশ্বনাথ ব্যথিত হৃদয়। পুনরপি প্রহারিল বাণ গুণময়।। নিবারে সকল ভীষ্ম করি অহঙ্কার। সমশরে শর সব করয়ে সংহার। বৈষ্ণবাস্ত্র বৈষ্ণবাস্ত্রে নিবারণ করে। অগ্নিবাণ অগ্নিবাণে বায়ু বায়ু শরে।। কেড়ি কেশী কেড়ি কেশী অরুণে অরুণ। ভুজঙ্গাস্ত্র ভুজঙ্গাস্ত্রে বরুণে বরুণ।। পর্ব্বতে পর্ব্বত অস্ত্রে করয়ে হরণ। ভূষণ্ডী ভুষণ্ডী শরে করে নিবরাণ।। গরুড় গরুড় অস্ত্রে আকাশে আকাশ। ঐশিকী ঐশিকী অস্ত্রে শেলে শেল নাশ।। ব্রহ্ম অস্ত্রে ব্রহ্ম অস্ত্র করে নিবারণ। পাশুপত পাশুপতে

ক্ষয় সংহরণ।। সমন্ত্র সমুদ্রে অস্ত্রে মহেশে মহেশো। ব্রহ্মজাল ব্রহ্মজালে সুরসে সুরস ।। মায়াময়ী বাণে মায়াময়ী বাণ হরে। সূচী মুখ সূচীমুখে সংহরণ করে।। গন্ধর্ব্বাস্ত্রে গন্ধর্ব্বাস্ত্র করিয়া বিনাশ। ইত্যাদি অনেক অস্ত্র করিয়া প্রকাশ।। পরে ভীষ্ম শঙ্করে প্রহারে বহু শর। শরে ক্ষত হৈল শিবের কলেবর।। চতুর্দ্দিগে বাহিয়া পড়িছে রক্তধার। কিবা শোভা মনোলোভা অতি চমৎকার।। শিবের শরীর যেন রজতের গিরি। শোণিত গলিত যেন ঝরিয়ায় গৌরি।। ব্যস্ত হৈয়া বিশ্বনাথ বৃষভবাহন। সংহারি সংহার মূর্ত্তি করিলা ধারণ।। ভয়ঙ্কর বাণ ভীষ্ম করে অবতার। বিনাশেন বাণ শিব করিয়া আহার।। শান্তনুসন্তান সনে শঙ্করের রণ। এইরূপে উমাকান্ত করিল রচন।।

ভীম রাম যুদ্ধ।

ত্রিপদী।।

বৃকোদর ধায় রণে, মহাবলী হলী সনে, গদা যুদ্ধ করে ঘোরতর। ফিরে দোঁহে ঘনপাকে, মার শব্দ ডাকে, ঘন চাপে দশনে অধর।। বৃকোদর কাছে কাছে, দণ্ডী তুরঙ্গিণী আছে, সভয়ে কম্পিত অতিশয়। ভীমসেন ধায় ধায়, পেছুপানে ফিরে চায়, করিছেন দণ্ডিরে অভয়।। কিবা সুশোভন রণ, আরম্ভিল দুই জন, করি আঁটাআঁটি খাক্কাবাক্কি। প্রথমেতে হাতাহাতি, চুলাচুলি মারামারি, ভূমে পড়ে করে ছান্দাছান্দি।। পুন উঠে ধায় রড়ে, পদভরে ধরা নড়ে, ঘন রণ ধূলা মাখে গায়। মধ্য চক্র অঙ্গভঙ্গে, নত্যকরে সমারঙ্গে, রঙ্গভূমে কিবা শোভা পায়।। ভুজের প্রহারে মুষ্টি, লাঙ্গল মুষল যষ্টি, গর্জ্জয়ে গভীর ঘন শব্দ করে অতি আস্ফালন, হানে গদা ঠনঠন, সংগ্রাম দেখি সবে স্তব্ধ।। মহাবেগে বৃকোদর, বলরামের উপর, গদা করয়ে প্রহার। বৃক অঙ্গ নাহি নড়ে, গদা উপাড়িয়া পড়ে, বজ্র যেন

কলেবর তাঁর।। গদা ব্যর্থ হৈলে পরে, ক্রোধে বীর নীলাম্বর, মুষল ভীমের মাথে মারে। দুর্জ্জয় মুষল ঘায়, কম্পিত ভীমের কায়, মস্তকে গলিত রক্তধারে ।। সম্বিৎ পাইয়া পরে, বৃকোদর কোপভরে, ঘোরতর করয়ে সমর। প্রমত্ত মাতঙ্গ হেন, করিণী কারণ যেন, যুদ্ধ অন্য সহিত সঞ্চর।। দুই জনে যুদ্ধ হয়, নাহি জয় পরাজয়, পরাক্রমে সমান দুজন। কভু হারে বৃকোদর কভু হারে নীলাম্বর, ক্রমে বাড়ে সমতুল রণ।। যুধিষ্ঠির পাণ্ড্যসেন, আরম্ভ করিল রণঃ নানা শর কার অবতার। ন্যায় যুদ্ধ করে দোঁহেঃ ঊন বলি কেহ নহেঃ করে কত আয়ুধ প্রহার।। শেল শূল শক্তি জাঠিঃ মুদ্গর মুষল কাটিঃ গদা টাঙ্গি অঙ্কুশ তোমর। হুঙ্কার টঙ্কার ধনুঃ শংখনাথ পুনঃপুনঃ ঘোরতর বাড়িল সমর।। বিধাতা প্রহারে বাণঃ নিরানন্দ থরথানঃ জ্ঞান হারা হৈল নরপতি ন্যায় যুদ্ধ হেতু রণঃ করিলেন সম্বরণঃ সৃষ্টিকর্ত্তা সত্যব্রত ব্রতী সম্বিৎ পাইয়া রায়ঃ ধনু ধরি পুনরায়ঃ হানে বাণ ব্রহ্মার উপরে যেন মেঘে করে বৃষ্টিঃ তড়ুপ না চলে দৃষ্টিঃ আচ্ছন্ন করিল রবি করে।। শরে প্রজাপতিঃ জর্জ্জর হইল অতিঃ সহিতে নাহিক পারেরণ। চক্ষেন দেখিতে পায়ঃ ভূতাশে প্রাণ লুকায়ঃ ধূলায় ধূসর অচেতন।। অরুণ সকল তনুঃ কিঞ্চিৎ বিলম্বে পুনঃ সম্বিৎ পাইয়া করে রণ। এইরূপ অবিশ্রামঃ করে দুজনে সংগ্রামঃ উমা কান্ত করিল রচন।।

কামকর্ণ যুদ্ধ।

পয়ার।।

অতনু ধরিয়া ধনু পুরিল সন্ধান। দেখি দিবাকরসুত হইল অজ্ঞান। সমবীর সমশর করে বরিষণ। কামকর্ণ মহাবীর কেহ নহে ন্যূন।। আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ ছাড়ে অগ্নিবাণ। সলিলাস্ত্রে কামদেব করিল নির্ব্বাণ।। ব্যর্থ দেখি বৈকর্ণ মারে নাগপাশ। গরুড়াস্ত্রে কৃষ্ণসুত করিল বিনাশ।। পর্ব্বতাস্ত্র প্রহারিল রবির

চক্ষুর। বজ্রবাণে গোবিন্দতনয় কৈল চুর॥ মেঘমালা বাণ কর্ণ শানিল নিষ্ঠুর। বায়ু বাণে কামতারে উপেক্ষিল ছুর॥ ব্রহ্ম অস্ত্র আদি কর্ণ যত বাণ মারে। অস্ত্রে অস্ত্র রতিপতি সমূলে সংহারে॥ ব্যর্থ বাণ দেখি মীনকেতু বীরদাপে। একেবারে পঞ্চশত বাণ যোড়ে চাপে॥ বাণে বাণ কর্ণবীর করিল সংহার। দেখিয়া রুষিল বীর গোবিন্দকুমার॥ সিংহমুখা বাণ মারে পুরিয়া সন্ধান। নিবারিতে নারে বাণ সূর্য্যের সন্তান॥ সিংহনাদ ছাড়ে বাণ শুনিতে গম্ভীর। কাতর হইল শুনি কর্ণ মহাবীর॥ নিভরে পড়িল বাণ কর্ণবীর বুকে অচৈতন্য হৈল ঘন রক্ত উঠে মুখে॥ বিভোলে ধূলায় পড়ি গড়াগড়ি যায়। কর্ণ সৈন্য সত্বরে করিছে হায় হায়॥ সমর করিয়া জয় করয়ে গর্জ্জন। সরবে গভীর শঙ্খ পুরিছে মদন॥ পুনরপি পুষ্প ধনু লইল পঞ্চ বাণ। সম্মোহন করে সৈন্য পুরিয়া সন্ধান॥ কখন উন্মাদ বাণে করে উন্মাদন। কারেবা স্তম্ভন করে কারেবা জৃম্ভণ॥ মারণ করিয়া কারে করয়ে সংহার। শোষণ শরেতে শুষ্ক কলেবর কার॥ এইরূপে রঙ্গে রঙ্গ করে রতিপতি। মার্জ্জারকা খেলে যেন লইয়া সন্ততি॥ জৃম্ভণ শরেতে সব হইল বাতুল। যুদ্ধ ছাড়ি নারী অন্বেষিয়ে আকুল॥ অম্বর সম্বর নাহি নাহি বান্ধে কেশ। উলঙ্গ হইল সবে অনঙ্গ আবেশ॥ ভ্রমে ভ্রমে সর্ব্ব জনে প্রলাপ দেখিয়ে। নারী ভ্রমে পুরুষেরে ধরেত সাপটিয়ে॥ সে তাহারে ঝেড়ে ফেলে বলে একি পাপ। সেবলে বারেক প্রিয়ে করো মোরে সাপ বলে দূর২ ঢেঁটা কেবা তোর প্রিয়ে। মেয়ে কি পুরুষ দেখ সম্মুখে ফিরিয়ে॥ তার কাছে লজ্জা পেয়ে অন্য পানে ধায়। হেন কালে অন্য জন ধরে আসি তায়॥ তারে ধরে অন্যে আসি বলে একি দায়॥ জড়াজড়ি করে পড়ে গড়াগড়ি যায়॥ প্রাণ কান্ত অরিম্মার কেহ বলে কারে। সে বলে এ কথা আর কওকি আমারে॥ এইরূপ রণস্থলে হইল একাকার। কোথা গেল ধনু

র্ব্বাণ তত্ত্ব নাহি তার ॥ কোথা বস্ত্র আভরণ কোথা ঘোড়া হাতি কোথায় কাহার রথ কোথায় সারথি ॥ উন্মত্ত হইয়া সবে সমরে খেড়ায়। কামের অব্যর্থ বাণ কে কোথা এড়ায় ॥ যাহার সন্ধানে ব্যস্ত আপনি শঙ্কর। মনুষ্য ভুলান তার এ নহে বিস্তর ॥ এই রূপে সমর করয়ে শরাসন। হেথা কার্ত্তিকের সনে অর্জ্জুনের ॥ প্রলয় বাণের অগ্নি দহিছে দিগন্ত। ত্রিভুবন কম্পমান কহে উমাকান্ত ॥

কার্ত্তিকার্জ্জুন যুদ্ধ ॥

পয়ার।

মহাকোপে কার্ত্তিক কার্ম্মুকে যোড়ে বাণ। প্রহারিল পার্থ প্রতি পূরিয়া সন্ধান ॥ অগ্নি বাণ প্রহারিল শঙ্কর সন্তান। বরুণাস্ত্রে কুন্তী পুত্র করিল নির্ব্বাণ ॥ বরুণ শোষকে শুব দৈব বড়া নল। মেঘবাণ প্রহারিল কারিয়া তর্জ্জন ॥ মহাবায়ু বাণে পার্থ কৈল নিবারণ। আকাশাস্ত্রে বায় গুহ করে সংহারণ ॥ শেলশূল জাঠা জাতি মুদ্গর মুষল। বরুণ মহেশ আদি আয়ুধ সকল ॥ অস্ত্রে অস্ত্রে ক্ষত অঙ্গ হইল সবার। সংগ্রাম সহিতে নাহি পারে কেহ কার ॥ সমতুল যুদ্ধ হয় বিপুল বিক্রমে। দুই জনে সমর হইল একাক্রমে ॥ যম অশ্বত্থামা করে মহামার। আস্ফালনে মারে বাণ দ্রোণের কুমার ॥ মৃত্যুপাত সংহার করয়ে শরে শর। জয়াজয় নাহি রণ হয় ঘোর তর ॥ দ্রোণাচার্য্য সহ রণ করে নারায়ণ। নানা অস্ত্র শস্ত্র সব করি বরিষণ ॥ আচ্ছন্ন করিয়া রবি করে বাণ বৃষ্টি। ঘোর অন্ধকার হইল নাহি চলে দৃষ্টি ॥ বাণেতে জর্জ্জর হইল দুই জন। পরস্পর বাণ নাহি হয় সম্বরণ ॥ কৃষ্ণ কলেবর নব জলধর জিনি। শোভিত রুধির ধারা যেন সৌদামিনী ॥ চন্দন তিলক ভালে অলকা বেষ্টিত। তারকা সহিত যেন শশাঙ্ক উদিত ॥ মন্দ মন্দ শ্রম জল সর্ব্ব অঙ্গে বহে। সে সৌন্দর্য্য দেখিয়ে জগৎ মোহ হয় ॥ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য নিপুণ সমরে। নানা অস্ত্র

প্রহারিছে ক্রোধে রথউপরে ॥ হারা হারি নাহি হয় অদ্ভুত সমর। অস্ত্র যুদ্ধ কি পর্য্যন্ত কব কি বিস্তর॥ সুর পতি সহ যুদ্ধ করে দুর্য্যোধন। নানা অস্ত্র প্রহার করিছে দুই জন ॥ সম যোদ্ধা সম বাণ করে বরিষণ। ঘন ঘন ধনুকের টঙ্কার গর্জ্জন ॥ কৌরবের পতি রণে বিচক্ষণ অতি। সন্ধান করিয়া বিন্ধে অমরের পতি ॥ দুই সিংহে যুদ্ধ হয় নাহি পরাজয়। বর্ণিতে না পারি হৈল সংগ্রাম দুর্জ্জয় ॥ শিশুপাল দন্তবক্র শাম্ব সত্যবাণ। চারি জনে যুদ্ধ করে ধরি ধনুর্ব্বাণ ॥ ঘন ঘন হুহুঙ্কারে কম্প বাসুকির। নাহি হারে কোন জন সবে মহাবীর ॥ অনিরুদ্ধ সঙ্গে যুদ্ধ জরাসন্ধ করে। আকাশ আচ্ছন্ন হৈল দুজনার শরে ॥ সমর চতুর দোঁহে কেহ উনূন নয়। সমান সংগ্রাম করে নহে পরাজয় ॥ রাক্ষসে রাক্ষসে যুদ্ধ করে ঘোর তর। অসিচর্ম্ম গদা টাঙ্গি মুষল বিস্তর ॥ ঘটোৎকচ মহাবীর ভীমের নন্দন। বিভীষণ সঙ্গে করে অতুলিত রণ ॥ ধনুকে টঙ্কার দিয়া বরিষয়ে বাণ। অদ্ভুত সংগ্রাম হয় সেনা কম্পমান ॥ ঘটোৎকচ মায়াযুদ্ধ করে অতিশয়। দহিতে সমরে সেনা অগ্নিসম হয়॥ বিড়ালাস্য কামরূপী মায়ার নিধান। সলিল হইয়া অগ্নি করয়ে নির্ব্বাণ ॥ প্লাবিত করয়ে রণে নিভায়ে অনল। হিড়ম্বা তনয় দেখে হইল চঞ্চল॥ শোষক রূপেতে সব করিয়া শোষণ। বায়ুরূপে বহু সেনা করল নাশন। মহাবেগে উড়ে সেনা প্রলয় বাতাস। বিড়ালাস্য বিনাশিল হইয়া আকাশ ॥ পর্ব্বত হইয়া সেনা মারে সাবধান। চূর্ণ করে বজ্ররূপে মায়ার নিধান ॥ মহামার্জ্জারিকা রূপে করে ঘোর রণ। শাল্লরূপে ঘোটকাস্য করে নিবারণ ॥ সর্পহয়্যা করে রণ ভীমের নন্দন ॥ মায়ায় গরুড় রূপে মায়ার ছেদন ॥ মৃগরূপে বহু সেনা করয়ে সংহার। ব্যাঘ্ররূপে তাহারে নিবারে পুনর্ব্বার॥ মহিষ হইয়া করে প্রলয় সমর। খুরশৃঙ্গ প্রহারেতে সকলে কাতর॥ দুর্জ্জয় মহিষ হয়ে অহা করে নাশ। তুরঙ্গ মূর্ত্তিতে পুনঃ

হইল আকাশ ॥ নাশিতে তুরঙ্গ সে দুর্মুখ মহাবীর। হইল আতঙ্ক মূর্ত্তি প্রকাণ্ড শরীর ॥ ক্রোধে আক্রোশিয়ে মারে তুরঙ্গ সমরে। বহু সৈন্য বিনাশিল চরণের ভরে ॥ সব সেনাপতি হইল কাতর জীবন। দেখি কোপে সিংহরূপ হৈল বিভীষণ ॥ বিদার করিয়া দন্ত বিনাশিল করি। যুদ্ধ হয় ঘোরতর নাহি হারা হারি অনন্ত করয়ে রণ লয়ে নাগগণ। তর্জ্জন গর্জ্জন করে করি আস্ফালন ॥ পরস্পর সকলে করয়ে মহামার। মাদ্রিসুত সহ যুঝে অশ্বিনী কুমার ॥ এইরূপ করে সবে দুর্জ্জয় সমর। সগণ সহিত যুদ্ধ করিছে সাগর ॥ নদ নদী হ্রদ আদি তড়াগ সকল। ফাঁফালে উথলে উঠে প্রলয়ের জল ॥ তীরবেগে ধায় নীর পৃথিবী ছিঁড়িয়ে। স্থাবর জঙ্গম গিরিমূল উপাড়িয়ে ॥ তরঙ্গে তরল তর ভাসিল সংসার। দুকূল ভাঙ্গিয়া যায় অকূল পাথার ॥ হইল রণ স্থল সাগরের জল। গড়াগড়ি যায় সেনা হইল বিকল ॥ সামাল সামাল বলে ঘন পাড়ে ডাক। জল খেয়ে কার পেট ফুলে হৈল ঢাক ॥ নাকান চুবান খায় ভাসিয়ে বেড়ায়। প্রলয় প্লাবিত হৈল কেহ বা এড়ায় ॥ হাতি ঘোড়া রথ রথি পদাতি বিস্তর। ভাসিল উভয় সৈন্য সলিল দুস্তর ॥ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলে ব্যগ্র হয়ে অতি। নিবার নিবার জল ওহে অম্বুপতি ॥ একে আর কি করিলে শুন মতিমান। ইহাতে উভয় সৈন্য নহে পরিত্রাণ ॥ তুমি যদি ব্যতিক্রম কর মহাশয়। তবে আর কিরূপে সংগ্রাম শেষ হয় ॥ সাগর বলেন প্রভু বল এ কেমন। সমরে প্রবর্ত্ত কেন কর নিবারণ ॥ এইরূপ আমার সংগ্রাম নারায়ণ। মুহূর্ত্তেকে নাশি তার সব সেনাগণ ॥ ইহাতে নিষেধ যদি কৈলে গদাধর। নিন্দে যা হইনু আমি দেব অগ্রসর ॥ ক্লান্ত হয়ে সমরে সমর অম্বুপতি। স্বস্থানে প্রবেশে জল শুষ্ক বসুমতী ॥ কৃষ্ণ সেনাপতি সঙ্গে কুরুসেনাপতি। করয়ে সংগ্রাম ঘোর কম্পমান ক্ষিতি ॥ মহাপরাক্রম শ্রীকৃষ্ণের সেনা হয়। তার যুদ্ধে কুরু সৈন্য পায়

পরাজয়।। দেখিয়ে কেশব মনে হইল বিস্ময়। যে দেখি নিশয় পুর্ণ হয় কি না হয়।। ভাবি ।। উপায় হরি হৈল অন্তর্ধান হরণ নিজ দলের বলহ্রাস করে নারায়ণ।।বলহীন হৈল কেশবের সেনাগণ মহাবলে কুরু সেনা করে আস্ফালন।। তুমুল সংগ্রাম করে কৌরব পাণ্ডব। নানা অস্ত্র শস্ত্র প্রহারিছে অসম্ভব।। নিবারিতে নারে বাণ দেব সেনাগণ। শক্তিনাই তিন ভাগ করেছে হরণ।। ভঙ্গ দিল যুদ্ধে অতিকাতর অন্তরে।। মহাবেগে পাণ্ডবের সেনা যুদ্ধ করে।। কহে কবি উমাকান্ত ভাবি চমৎকার। চক্রির এ চক্র বুঝে হেন শক্তি কার।।

ত্রিপদী।।

পরাজয় হয়ে রণে, ভাবিছে অমর গণে, একি লজ্জা কহিতে নাপারি। মোরা বল ধরি ধিক, অপমান কিমধিক, আছে মানবের হাতে হারি।। বিধাতা দেব বিধি ভব, যম বরুণ বাসব, নারায়ণ আর যড়ানন। বলে সবে পরস্পরে, অপরাদ্ধ এ সমরে, হব নাই থাকিতে জীবন। ব্রহ্মাকহে করি খেদ, এ যুদ্ধে সম্পদ ছেদ যদি হয় তাহাকে পারিব। যায় যাবে ব্রহ্মলোক, তাহে মোর নাহি শোক, কদাচিৎ হারিতে নারিব।। এইরূপ সর্ব্বজন ভাবিয়ে মনে তখন, নিজ অস্ত্র করিল ধারণ। ব্রহ্মা অক্ষ কমণ্ডলু বজ্র করে আখণ্ডল কাল দণ্ড ধরিল শমন।। বরুণ ধরল পাশ, শূল করে কৃত্তিবাস কার্ত্তিক ধরিল নিজ শক্তি। দেখে দেব নারায়ণ, দ্রোণে করিতে নিধন, চক্র ধরিলেন করি যুক্তি।। সংগ্রামেতে পুনর্ব্বার, করে আসি মহামার, দেখে চমৎকার কুরুগণ। দেবে ধরে নিজ অস্ত্র দেখিয়া হইল ত্রস্ত ভাবে আজি সংশয় জীবন।। নিবারণ হেতু বাণ, ধরে সবে সাবধান, প্রধান প্রধান বীরগণ। দেখিয়া নারদ ত্রাস, বলে একি সর্ব্বনাশ করে দেবে ধরি প্রহরণ।। শূন্য মার্গে করি স্থিতি, নারদ সবার প্রতি,

কহিছেন নিষেধ বচন। মিছে অস্ত্র ত্যয়াগিবে, সকল ব্যর্থ হইবে, বধ্য নাহি হবে কোন জন॥ কুরুপাণ্ডবের সেনা, না মরিবে কোন জনা, এইকথা জেনে সারোদ্ধার। যদি বজ্র ছাড় তবে, ত্রিভুবন ছন্ন হবে, একে উপস্থিতে হবে আর॥ সাক্ষি দেখহ সবাই, ভীষ্মের মরণ নাই, ইচ্ছা না হইলে কোন রূপে। এইরূপে সর্ব্বজন মৃত্যুবন্ধ নিরূপণ, নানামতে আছে সর্ব্ব ভূপে॥ শুনে নারদের কথা, বিষন্ন যত দেবতা, নিস্তব্ধ হইয়া সবে রয়। অস্ত্র না ছাড়িতে পারে রহে হাতে ধনু শরে, কি করিব কহিছে নির্ণয়॥ দূরে থাক বজ্র ছাড়, কি আর বর্ণিব বাড়া, অমনি দেখিয়া কাঁপে ধরা সকম্পিত থরহরি, কৈলাস শিবের গিরি, দেখি ব্যস্ত হইলেন তারা॥ পদ্মারে সম্বোধি বল, কেন পদ্মা কি কারণ, অকস্মাৎ কাঁপিল কৈলাস। ধর কম্প হয় যেন, মোর জ্ঞান হয় হেন, কহ কিবা শুনিব নির্য্যাস॥ পিনাক টঙ্কার ঘন, গদা টাঙ্গি ঠন্ ঠন্, সঘনে বাণের সনসনি। হুহুঙ্কার সাটসাট, ধরে মার২ কাট, প্রলয় সংগ্রাম শব্দ শুনি॥ কোথা কেবা করে রণ, নাহি জানি বিবরণ, কহত আমারে পদ্মাবতী। দেবাসুরের সংগ্রাম, এবে হয়েছে বিশ্রাম, তবে যুদ্ধ কে করে সম্প্রতি॥ কৃতাঞ্জলি হয়ে অতি, সবিনয়ে পদ্মাবতী, দেবীরে করেন নিবেদন। ব্রহ্মাণ্ড জননী তুমি, আকাশ পাতালভূমি, অগোচর নাহি ত্রিভবন॥ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডোদরা, তারা ত্রিভুবন সারা, পরাৎপরা তুমিগো তারিণী॥ জগৎ জননী মাতা, কেশব শঙ্কর ধাতা, ত্রিদেবের জন্ম বিধায়িনী॥ তুমি আকাশ রূপিণী, ত্রিভুবন ব্যাপিনী, বুদ্ধি রূপে স্থিত সর্ব্ব ঘটে। অন্তর বাহিরে রও, অন্তর যামিনী হও, কেন ছল জিজ্ঞাস কপটে॥ সকলিতো জান তারা, তবে যে জিজ্ঞাসা করা, কেবল বাড়াতে মোর মান॥ কহে কবি উমাকান্ত, শুন তারা এ বৃত্তান্ত, এ সংগ্রাম যথার্থ বিধান॥

গৌরী পদ্মার কথোপকথন ॥

পয়ার ॥

পদ্মা কন শুন মাতা কহি বিবরণ। একদিন সুরপুরে সহস্র লোচন ॥ লইয়া অমর সভা আছেন বসিয়া। হেন কালে উত্তরিল দুর্ব্বাসা আসিয়া ॥ প্রণাম করিয়া ইন্দ্র অতি সমাদরে। বসাইয়া কুশল জিজ্ঞাসে মুনিবরে ॥ মুনি কহে সুখে আছি শিবের কৃপায়। নিরাপদে আছে ইন্দ্র নাহি কোন দায় ॥ সম্প্রতি আইনু আজি তোমার নিবাসে। নিত্য দেখিবারে মনে করে অভিলাষ ॥ শুনে ইন্দ্র আজ্ঞা দিল উর্ব্বশীর প্রতি। নৃত্যগীতে মুনিবরে তোষহ যুবতি ॥ উপহাস কৈল বেশ্যা ইন্দ্রের বচনে। দেখিয়া কুপিত অতি ঋষি তপোধনে ॥ অবজ্ঞায় পশুভাব করি কৈলে পাপ। জানিয়া দুর্ব্বাসা তারে দিল অভিশাপ ॥ পশু হয়ে জন্ম গিয়া নামিয়া ধরণী। দিনে অশ্বিনী রূপে নিশিতে রমণী ॥ সেইশাপে তুরঙ্গিণী হয়ে ভ্রমে বনে। দাণ্ডিরাজ পাইল তারে দৈবের ঘটনে ॥ নারদের মুখে হরি শুনিয়া বৃত্তান্ত। লইতে অশ্বিনী হইল মানস নিতান্ত ॥ যাচঞা করিল দণ্ডী না দিল অশ্বিনী। মারিয়া লইতে ইচ্ছা কৈল চক্রপাণি ॥ ভয়ে ভীত হয়ে দণ্ডী করিল ভ্রমণ। ত্রিভুবনে কেহ তারে না দিল শরণ ॥ অবশেষে জাহ্নবী সলিলে ত্যজে প্রাণ। দেখে ভদ্রা ভীম দ্বারে দিল তারে স্থান ॥ ক্রোধে হরি ত্রিভুবন সমভ্যার কার। পাণ্ডব সহিত যুদ্ধ করেন শ্রীহরি ॥ বিধি ভব বাসব ইত্যাদি দেবগণ। কুরু সৈন্য পৃথিবীর যতেক রাজন। তুমুল সংগ্রাম হয় অবনী মণ্ডলে। পায় পরাজয় দেবগণ রণস্থলে ॥ অতেব প্রলয় শব্দ হতেছে এমন। না জানি সমরে মাতা হয় বা কেমন ॥ শুনিয়া পার্ব্বতী কন পদ্মাবতী প্রতি। মিলিলে এ সময় চমৎকার অতি ॥ দেখি নাই শুনি নাই কখন এমন। এক কালে ত্রিভুবন মিলে করে রণ ॥ হরনারী হরি নাই মন সমর। সুরাসুর যক্ষ আদি যুঝে নরবর ॥ শুনিয়া পদ্মার

কথা সবিস্ময় মন। দেখিতে বাসনা হইল দেখিব কেমন ॥ চল২ ত্বরায় চলগো পদ্মাবতী। দেখি কি রূপেতে যুদ্ধ করে পশুপতি বলিয়া শঙ্করী শীঘ্র উঠিল সত্বরে। ব্যস্ত দেখি পদ্মা তারে নিবেদন করে ॥ নিতান্ত চলিলে যদি জগৎ জননী। সৈন্য সজ্জা করি তবে চল কাত্যায়নী ॥ শঙ্কর গেছেন রণে কি জানি কি হয়। কৌরবের রণে পাছে হন পরাজয় ॥ পঞ্চানন যাদ হন অপমান রণে। শিব শক্তি হয়্যা তারা দেখাবে কেমনে ॥ শুনিয়া শঙ্করী সে কথায় দিল সায়। জানাইল সেনা পদ্মা চণ্ডীর আজ্ঞায় ॥ সঙ্গে করি চলে দেবী নিজ দলবল। পদভরে সকম্পিত কৈলাস অচল ॥ একান্ত ভাবেতে ভণে কবি উমাকান্ত। অতঃপর তুরঙ্গিণী হইল শাপান্ত ॥

দেবী সৈন্যসজ্জা।

চৌপদী ॥

চলে দেবী করি দর্প, ভয়ঙ্কর অসি খর্প, ভূষণ উত্তরী সর্প, কেশরি পৃষ্ঠেতে ভর করিয়ে। যোগিনী ডাকিনী মেলি, ঘন দেয় করতালি, জয় কালী জয় কালী, ঘন ঘোরতর রব বলিয়ে বিগলিত কেশপাশ, প্রচণ্ডাট্ট অট্টহাস, শব্দে পূরিল আকাশ, ভয়ঙ্কর বেশে ত্রাস শমনে। অতি করালবদনা, কারনা লোলরসনা ঘোর বিকট দশনা, রণে মত্ত হয়ে দিগ্বসনে ॥ চামুণ্ডা চলিল রঙ্গে, ভৈরবীর গণ সঙ্গে, মাতিয়ে রণ তরঙ্গে, চণ্ডমুণ্ড অসি ধরিয়ে। ভয়ঙ্করা ঘোর তরা, করাল কপাল হারা, অঙ্গে রুধিরের ধারা, শত্রুনাশকরা শূল ধরিয়ে ॥ চলিলা ভুবনেশ্বরী, মুক্তকেশী দিগম্বরী, নৃকপাল খর্প ধারি, সুধা পানে উন্মত্তা হইয়ে ধূর্জটিলা চলে ধূমা, ঊর্দ্ধকেশী উগ্রা উমা, ছিন্নমস্তা বগলামা, শ্যামাবামা সিদ্ধবিদ্যা লইয়ে ॥ রাক্ষসী পিচাশী কত, রক্তাবেতে উনমত, রণ রস রঙ্গে রত, আর শত২ সিদ্ধ চারিণী। সহ

বেগে ধায় রণে, প্রচণ্ডা চণ্ডিকা সনে, হুঙ্কার ছাড়ে সঘনে, কালিকাগণেরা চণ্ডতারিণী ॥ চলিলা সমরে কিবা, বৃষভ বাহনে, মাবা...শক্তি রবিনিভা, ত্রিশূল পাট্টিশ শংখধারিণী। সত-ত্রুক্ক পরায়ণী, বিষ্ণুশক্তি নারায়ণী, বৈষ্ণবী খগবাহিনী, শংখ চক্র ধরা রিপু হারিণী ॥ ব্রহ্মাণী চলিলা রণে, সর্ব্বমঙ্গলার সনে, সাবিত্রী হংসবাহনে অক্ষসূত্র কমণ্ডলু লইয়ে। কৌমারী কৌতুকে অতি, কার্ত্তিকেয় প্রেয়সী, ময়ূর বাহনে গতি, ধরি শক্তি রণ মুখ্য হইয়ে ॥ ইন্দ্রের মনোহারিণী, চলে মাতঙ্গে ইন্দ্রাণী, বজ্র অঙ্কুশ ধারিণী, সহস্রাক্ষী ঘোর ঘণ্টানাদিনী। শিবানী শিবা রোহয়ে, বারাহীরে সঙ্গে নিয়ে, আর নরহরি প্রিয়ে, নার-সিংহী চলে সিংহনাদিনী ॥ চলে দেব সেনা ষষ্ঠি, ধরি লৌহ গদা ঋষ্টি, ত্রিশূল পিনাক পট্টি, মার্জ্জার বাহনে ভর করিয়ে কহে উমাকান্ত ভনে, উমাপদ ভাবি মনে, এই রূপ চলে রণে, কাত্যায়নী নিজ সৈন্য লইয়ে ॥

পয়ার ॥

শিব সিমন্তিনী সেনাগণ করি সঙ্গে। কুরুক্ষেত্রে কাত্যায়নী উপনীত রঙ্গে ॥ রহিলেন আকাশে বিমানে করি ভর। দেখেন কুমার নরে অতুল সমর ॥ পরাজয় প্রায় রণ যত দেবগণ। প্রাণ ভয়ে করিয়াছে যবঅস্ত্র ধারণ ॥ দেখে রঙ্গ রঙ্গিন বিস্ময়াপন্ন হন উগ্রাজন ক্রোধে হইল আরক্ত নয়ন ॥ ঘনঘোরে ত্রিলোচনা পড়য়ে পলক। নিকলে অনল ভালে ধরে ধক ধক ॥ দশনে অধর চাপি ছাড়েন হুঙ্কার। গর্জ্জিয়া খরবে দেন ধনুকে টঙ্কার ॥ কোপে কাপে কলেবর করেন গর্জ্জন। উদ্যোগ করিলা তারা করিবারে রণ ॥ মানব হইয়া এত বড় সাধ্য হয়। সমরে অমর গণে করে পরাজয় ॥ কি আর কহিব ধিক ধিক দেবগণে। পরা-ভব হৈল আজি মানবের রণে। এত বলি যান দুর্গা করিবারে রণ। কৃতাঞ্জলি হৈয়া পদ্মা করে নিবারণ ॥ নিবেদন শুন তারা

ত্রিলোক তারিণী। সাম্য কর ক্রোধ মাতা ত্রিতাপ হারিণী।। এখন তোমার যাওয়া যুক্তি নাহি হয়। করিতে সমর আছে অনেক সময়।। এখনতো পরাজয় নহে দেবগণ। পরাভব হলে তারা করো গিয়া রণ।। সম্বরণ করি কোপ রহনা কিঞ্চিৎ দেখনা কি রঙ্গ আর হয় উপস্থিত।। পদ্মার এতেক বাণী শুনি নারায়ণী। ক্ষান্ত হয়ে রহিলেন পতিত পাবনী।। পরিক্ষিত শুকদেবে জিজ্ঞাসে তখন। কৃষ্ণের অদ্ভুত লীলা অপূর্ব্ব কথন।। পরে কি হইল গুরু কহ শুনি সার। শুক বলে শুন রাজা কথা চমৎকার।। হেথায় অশ্বিনী দেখি ঘোরতর রণ। ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করে মনে মন।। দুর্ব্বাসা মুনির বরে এই আছে উক্তি অষ্ট বজ্র দরশনে শাপে হবে মুক্তি।। ত্রিভুবন একত্রেতে হইল মিলন। ভাবে বুঝি অদ্য মোর হইবে মোচন।। তিন যুগে হেন যুদ্ধ না হয় কখন। আজি হৈল সেই যুদ্ধ আমার কারণ।। বসু ইন্দ্র জলেশ্বর যম হৃষীকেশ। কমল আসন ব্রহ্মা কার্ত্তিক মহেশ।। ইত্যাদ দেবতা আজি যুদ্ধ করে সবে। গণনায় বুঝি প্রায় অষ্ট বজ্র হবে।। তবে কেন নাহি হয় শাপ বিমোচন। ভাক্তে জানা যায় ইথে থাকিবে কারণ।। অখণ্ড মুনির বাক্য খণ্ডিবার নয়। দেখি২ কি হেতু এমন তবে হয়।। ক্রমে ক্রমে করে যুড়ী বজ্রের অন্বেষণ। গণনায় সপ্ত বজ্র মিলিল তখন।। চক্র শূল পাশ অঙ্ক শক্তি দণ্ড ছয়। কুলিশ ইন্দ্রের নিয়ে সপ্ত বজ্র হয়।। খড়্গের অভাবে অষ্ট না হইল পুরণ। শাপান্ত না হয় মোর ইহার কারণ।। এমনে আমার যদি না হয় মোচন। তবে আর না হইবে এ শাপ খণ্ডন।। কপালে কি আছে মোর বুঝিতে না পারি। সকলে এসেছে কেবল বাম মহেশ্বরী।। সপ্ত বজ্র মিলন হইল একঠাঁই। এখন যা হয়নাই হইয়াছে ভাই।। কেবল অপেক্ষা দেবী খড়্গ দরশনে। শ্যামা এত বৈমুখ আমারে কি কারণে।। এত বলি ভাবিছে উর্ব্বশী নহে শান্ত। ভাবি ভব ভবানী ভনিত উমাকান্ত।।

অশ্বিনী রূপা উর্ব্বশীর দেবী প্রতি স্তুতি ॥

লঘু ত্রিপদী ॥

কাতরা অশ্বিনী ভাবিয়া ভবানী, বিলাপ করিয়া কয়। নয়নের নীর, ঝোরে উর্ব্বশীর, ভাষিয়ে যায় হৃদয় ॥ কম্পে কলেবর, থর থর থর বাক্য ন হি শরে মুখে; আপনারে কত, ধিক দেয় শত জন্ম অবসান দুঃখে॥ কোথা মা তারিণী ত্রিতাপ হারিণী, দাস রে কি দয়া নাই। নয়নের কোনে, হের বরাননে, তবে তারা ত্রাণ পাই ॥ দুর্ব্বাসার শাপে, আছি মনস্তাপে, গতি নাই তোমা বিনা। বারেক সময়ে, পদার্পণ করে, উদ্ধার মানতি দীনা॥ শাপে আছে বর, হৈলে একত্তর, অষ্ট বজ্র মুক্তি হবে। গুপ্ত হৈল তার, অসি মা তোমার পাইলে অষ্ট হয় তবে আমার কপালে, যা না কোন কালে, হয় হইয়াছে তা। কৃপা করি তুমি আইলে পরে আমি পরিত্রাণ পাই মা॥ না আইলে তারা দাসী হয় সারা; নিস্তার নাহিক আর। হেন শুভযোগ হইলে বিয়োগ পুনঃ যোগ পাওয়া ভার॥ অতেব তারিণী, ত্রিগুণ ধারিণী, ত্বরায় এসো মা তুমি। করোনা করোনা, প্রবঞ্চনা, চরণে আশ্রিত আমি॥ শুনেছি আগমে, তোমার মহিমে, দুর্গা বলে যেবা ডাকে। সে পায় সম্পদ, না থাকে আপদ বিপদ ডরায় তাকে। দুর্গা দুর্গা বলি ডাকিতেছি কালী, পড়ে সঙ্কটে তোমাকে। দেখ মা শিবানী, শঙ্করের বাণী মান্যমান থাকে॥ শুনেছি পুরাণে কত কত জনেঃ দুর্গা বলি কতবার সঙ্কটে নিস্তারঃ হইয়াছে আরঃ আমি তা জানিব এবার॥ চরণে তোমারঃ এ দেহ আমারঃ অর্পণ করিনু তারা। মোর অধিকারঃ নাহি কালী আরঃ তুমি জান পরাৎপরা॥ তবে যদি পারঃ না কর এবারঃ নিদয়া হইয়ে থাক। উমাকান্তের বাণী বুঝিব ভবানী মহত্ব কেমনে রাখ॥

অষ্টোত্তর শত নামে স্তব ॥

পয়ার ॥

কালী কাত্যায়নী তারা কালহরা মায়া । কল্যাণী কমলা কান্তি কৃত্তিবাস জায়া ॥ করালী কপালী কৃপাময়ী কর পার । গতি প্রদায়িনী গৌরী গতি নাহি আর ॥ গোকুলে গোমতী গোদাবরী মা গায়ত্রী । সর্ব্বাণী শিবানী শিবা সুশীলা সাবিত্রী ॥ গণেশ জননী গীতা গান্ধারী তারিণী । ত্রাণকর্ত্রী ত্রিলোচনী ত্রিশূল ধারিণী ॥ মহেশ মোহিনী মাতা মহিষ মর্দ্দিনী । নিশুম্ভ নাশিনী শ্যামা বিরিঞ্চি বন্দিনী ॥ বগলা বরদা বামা বর্গভীমা ধূমা । ভদ্রকালী বিশালাক্ষী শিব শক্তি উমা ॥ দুর্গা দুর্গা হরা দুঃখ হারিণী তারিণী । হেরম্ব জননী হরা পতিতোদ্ধারিণী ॥ জগদম্বা জগন্ময়ী জয়া জয়ঙ্করী । যশোদা তনয়া দূর কর শুভ-ঙ্করী ॥ যজ্ঞেশ্বরী যোগেশ অর্দ্ধাঙ্গ শিবানী । জগৎ জননী জগ-জন হিতৈষিণী ॥ ব্রহ্মাণী শারদা সদাশিবা শাকম্ভরী । সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদা মহামায়া মহেশ্বরী ॥ ব্রহ্মতরা শঙ্করী কেশব সহায়িনী । প্রণত পালিকা মম গতি প্রদায়িনী ॥ ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরা বিশ্ব প্রদায়িনী । বিশ্বেশ্বরী বিশ্বমাতা নমস্তে মালিনী ॥ হৈমবতী হিমকর কন্যা কপালিনী । নিস্তার কারিণী শিবকন্যা করালিনী ॥ নারসিংহী নন্দা বৃন্দাচল নিবাসিনী । অন্নপূর্ণা শিব বারাণসী প্রকাশিনী ॥ অম্বিকা অপূর্ণা অষ্টভুজা পুরাতনী । চিদানন্দময়ী শক্তি ব্রহ্ম সনাতনী ॥ ঈশানী ঈশ্বরী সর্ব্বমঙ্গলা জননী । নিস্তার সঙ্কটে পূর্ণ শরচ্চন্দ্রাননী ॥ পদ্মা প্রকৃতি পরাৎপরা পরায়ণী । বারাহী বৈষ্ণবী নন্দসুতা নারায়ণী ॥ ক্ষেমঙ্করী ক্ষেম যত দুষ্কৃতি আমার । বিপদ বিনাশে শত নামে মা তোমার ॥ আমি দীনহীনা ক্ষীণা অকৃতজ্ঞ অতি । ভজন সাধন পূজা স্তব স্তুতি মাত ॥ ভবিষ্য পুরাণে অষ্ট শত নাম ফল । শ্রবণ পঠনে মুক্তি না হয় নিষ্ফল ॥ লিখিত নিগমে আছে শিবের বচনে ।

সফল কলায় নাম স্মরণ মননে॥ অন্তের জানিয়া সার করিলাম স্মার। উমাকান্তে কৃতান্ত সঙ্কটে কর পার॥

অম্বিকাষ্টক স্তব॥

শিব শক্তি সনাতনী ব্রহ্মময়ী। অয়ি দীনাতি দীন জননী ত্বয়ি॥ তব তত্ত্ব আবিজ্ঞ মর্ত্ত অহিমে। জগদম্বিকে ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মে॥ ১॥ ত্রিদশ ত্রাস মোচনী শৈল সতে। ত্রিভুবন ব্যাপিনী মা সর্ব্বভূতে॥ কে বুঝিবে মহত্ত্ব অতি অনিমে। জগদম্বিকে ত্রাহি২ ত্রাহি মে॥ ২॥ জগৎত্রয় তারিণী বিশ্বময়ে। ত্রিপুরান্তক পত্নীহি দৈত জয়ে॥ দেবারিষ্ট বিনষ্টে রূপ সংযমে জগদম্বিকে ত্রাহি২ ত্রাহি মে॥ ৩॥ ভব ভবানী ত্রাহি২ এ দিনে কে তারে বল তারিণী তোমা বিনে॥ ত্রাণকারিণী তারা তারিণী উমে জগদম্বিকে ত্রাহি২ ত্রাহি মে॥ ৪॥ তবাঙঘ্রি কমল রজে বিশ্ব হয়। স্থিত হয় আপনি আপনা লয়॥ ভবভাব যোগী না জানে নাহমে। জগদম্বিকে ত্রাহি২ ত্রাহি মে॥ ৫॥ বিধ শঙ্কর বন্দিনী ত্রাণ কর। মদনান্তক পত্নী তুরিত হর॥ অচিন্তনীয়া রূপগুণ অসীমা। জগদম্বিকে ত্রাহি২ ত্রাহি মে॥ ৬॥ মহিষাসুর চণ্ডমুণ্ড ঘাতিনে। বরশুম্ভ নিশুম্ভাদি নিপাতিনী॥ [illegible] লোচনী ত্রিপুরা সুন্দরী ভীমে। জগদম্বিকে ত্রাহি২ ত্রাহি মে॥ ৭॥ মৃগ-রাজ বাহিনী শূল ধারিণ। গত আগত কাল কাল হারিণী॥ উমাকান্তে পদান্তে রেখো অন্তিমে। জগদম্বিকে ত্রাহি ৩ মে॥ ৮॥

সমরে চণ্ডিকা গমন॥

পয়ার॥

স্তবে তুষ্টা ভগবতী অশ্বেরে কয়। আসিয়াছি আমি শনে্যা নাহি কর ভয়॥ দুর্ব্বাসার শাপে হইবে মোচন। ভোগ পূর্ণ হই [illegible] চিন্তা কি এখন॥ আকাশে থাকিয়া কান্না করিলা আ[illegible] [illegible] হেন উর্ব্বশী স্বচ্ছন্দে বৈসে স্বাসে॥ তবে তারা পর্য্যারে

কহেন প্রিয় ভাষে। আরম্ভো রহিত আমি না পারি আকাশে
উর্ব্বশীরে কাতর দেখিয়া ব্যস্ত মন। তার মুক্তি হেতু পদ্মা করি
রণ।। পদ্মা কহে চল মাতা বিলম্ব না সয়। দুঃখিনীরে দুঃখ
দেওয়া আর মত নয়।। ভাবি ভব ভবানী লইয়া নিজ দল।
প্রবেশ করেন আসি সংগ্রামের স্থল।। হুঙ্কার করিল ঘন যোগিনী
ডাকিনী। ভৈরবী নায়িকা শক্তি শাকিনী ডাকিনী।। সঘনে
আপনি চণ্ডী কৈলা অট্টহাস। মহাশব্দে পরিপূর্ণ সকল আকাশ
শুনে পাণ্ডবেরা বলে প্রমাদ এবার। শঙ্করী সমরে আইল
নাহিক নিস্তার।। ত্রিদশের গেল ত্রাস বলে কিবা আর। ভবানী
আইল শত্রু হইবে সংহার।। রণ কর্ত্তা রণ প্রিয়া রণে আনন্দিত।
পশুপতি সমীপে পার্ব্বতী উপনীত।। পার্ব্বতীকে দেখে কাছে
দেব পঞ্চানন। প্রিয় ভাষে ভাবলেন হরাবৃত মন।। শঙ্করী
কহেন প্রভু একি দয়াময়। মানুষ সংগ্রামে দেখি প্রায় হারা হয়
মহাদেব বলেন জিজ্ঞাস কিবা আর। কি করিতে পারে বল
মানুষে আমার।। দুর্গা কন ও কথা না লাগে এ সময়। বল
দেখ এ হতে কি আর পরাজয়।। অন্যং অস্ত্রে জয় করিতে
নারিলে। বৃথা মৃত্যুঞ্জয় নাম ধারণ করিলে।। বীরত্ব বিক্রম
বল জানা গেল সব। প্রকাশ পাইল যখন ধরেছ ত্রিশূল।। ছি ছি
ধিক হর বুদ্ধিশক্তি সব ভুল। শক্তিরূপ তুমি হয়ে শক্তি হারাইলে স্থূল
নিবাসে বসিয়া ব্যক্ত কর নিজগুণ। কেবল আমার সঙ্গে
কন্দলে নিপুণ।। এইরূপে কাত্যায়নী ভৎসিলা কৌতুকে।
লজ্জিত হইয়া শিব রহে হেটমুখে।। ক্রোধভরে ভদ্রকালী আসি
লক্ষ্মী ধায়। সমর সমাজে দাঁড়াইলা মহেশ্বরী।। দেখিয়া আশ্চর্য্য
হৈল সহাস্য বদন। শাপে মোক্ষ হৈল অষ্ট বজ্র দরশন।।
অর্দ্ধেক উর্ব্বশী হৈল অর্দ্ধেক অশ্বিনী। দণ্ডির অগ্রেতে কহে
সরসে কামিনী।। শুন রাজা অবন্তী রাজ্যের মহীপাল। রস
রঙ্গে তব সঙ্গে ছিনু এত কাল।। দেবতা বিরোধী তাহে বিধাতা

লাগিল ॥ স্বভাবে অভাব হেথা [illegible] । [illegible] যত সাধ মনেতে রহিল ॥ সে সাধে বিবাদ [illegible] কি কব কহিতে নারি দুখে মন দহে ॥ বিচ্ছেদের ভয়ে প্রাণ এ দেহে না রহে । প্রণয়ে প্রলয় হৈল শুনহে ভূপাল । কেবল পীরিতি রৈল হৃদয়ের শাল ॥ পীরিতের এই রীতি শুন মহাশয় । দেখিলাম অনেক হে শেষ নাহি রয় ॥ পুরুষ বিচ্ছেদ করে কখন বা নারী । এরা যদি নাহি করে তবে দেবে অরি ॥ কোন মতে পীরিতি সুস্থির নাহি রয় । যেন পদ্মপত্রে জল লিপ্ত নাহি হয় ॥ দেখে শুনে ক্ষান্ত করে রেখেছিনু মন । তবে যে করিনু দেখে তব আকিঞ্চন ॥ এমনি কুকর্ম্ম প্রেম শুনহে রাজন । যে জানে তাহার মন নহে নিবারণ ॥ জানি যে বিচ্ছেদ হবে কেহ কারো নয় । তব মনে চিরস্থায়ি আশু জ্ঞান হয় ॥ দহিবে জীবন দিব্য চক্ষে দেখা যায় । তবু মন পোড়ে যেন পতঙ্গের প্রায় ॥ এই কর্ম্ম করে আমাদের গেল কাল । তবু সামালিতে নারি বিষম জঞ্জাল ॥ পীরিতি করিয়া শেষে হারাইনু নীত । যাতনা হইল প্রাণে দুঃখ যথোচিত ॥ বেশ্যার কপট বুঝা অতি ভার হয় । অন্তরে বিরক্ত তবু বাক্য সুধাময় ॥ কুলটার চরিত্রের অন্ত নাহি পায় । কতমত প্রকারেতে পীরিতি জানায় ॥ পরিপূর্ণ ভাব যার সে থাকে অজ্ঞানে । নারীর চরিত্র যে জেনেছে সেই জানে ॥ পুনঃপুনঃ উর্ব্বশী দত্তের প্রতি কয় । এত কষ্টে তবু না হইল প্রেমোদয় ॥ পূর্ব্বে করেছিনু না লইয়া মহাশয় । মোর সঙ্গে প্রণয়েতে হইবে প্রলয় । না শুনিলে বারণ হে মাতিলে মদনে । এখন কেবল ছন্ন হলেম দুজনে ॥ রাজ্য নাশ আর যথোচিত অপমান । ভ্রমিলে ভিক্ষুক প্রায় বনগত প্রাণ ॥ মোরে সঙ্গে করি কষ্ট পাইলে অশেষ । এত ক্লেশ তবু মোরে না পাইলে শেষ ॥ তোমার কি দোষ একর্ম্ম দৈবের বিধি লিপি অনুসারে ললাটের ফের ॥ মোর সনে পীরিত করিতে

য যে জন। শেষে এইরূপ রাজা হয় সে সে জন॥ বুঝিতে না পারি কেমন কপাল আমার। মোর সঙ্গে প্রণয় না থাকে কভু কার॥ ইন্দ্রের সহিত যে আমার সুপ্রণয়। ভাবি তাই বিণণ্ডে তাহার সুখ হয়॥ বলিতেং কান্দে কপটে উর্ব্বশী। নেত্র জলে ভাসিল কমল মুখ শশী॥ বলে রাজা তোমার কপালে সুখ নাই আমার কপাল মন্দ বঞ্চিত গোঁসাঞি॥ আমার হইল দুঃখ দুঃখেতে মিলন। পীরিতি বিচ্ছেদ কিন্তু শাপ বিমোচন॥ আর না থাকিতে পারি বাব স্বর্গবাস। ভাঙ্গিল আশার বাসা কি জন্যে হুতাশ॥ দিন দশ হবে বড় দুঃখ কাতর প্রাণ। ক্রমেং পরে সব হবে সমাধান॥ দুঃখ না করিহ কিছু না ভাবিও মনে। প্রণয়ে ছিলাম এত দিন তব সনে॥ এক্ষণে বিদায় আমি কর অনুমতি। অল্প দিনে ভেঙ্গে গেল সাধের পীরিতি॥ শুনি শিহরিয়া দণ্ডী এক দৃষ্টে চায়। উমাকান্ত কহে হৈল পাগলের প্রায়॥

দণ্ডীর বিলাপ॥

ত্রিপদী।

উর্ব্বশীর বাক্য শুনি, কান্দে দণ্ডী নৃপমণি, দুই চক্ষে বারি ধারা বয়। বলে প্রিয়ে হায়ং, কি কহিলে প্রাণ যায়, শুনিয়ে যে বিদরে হৃদয়॥ কথা নয় যেন তীর, ভেদ করে যে শরীর, তোমারে কি ছাড়িতে পারিব। এত কষ্ট পাইনু, তবু ছাড়িতে নারিনু, কভু তুমি মোরে ছাড়িলে মরিব॥ শাপে মুক্ত হৈলে পুনঃ, পাইলে আপন তনু, ভাল হলো চল মোর ঘরে। যত কাল জীবে তুমিঃ জীব যত কাল আমি রব সুখে রসরঙ্গে ভরে। স্বর্গে কোন ভাবে বল নৃত্য করে কিবা ফল তুমি মোর পীরিতের ধন॥ আমার প্রাণের প্রিয়ে, অশ্ব দেহ ত্যাগিয়ে, বারেক দেহ না আলিঙ্গন॥ তুমি মোর ধন প্রাণ, ত্যজিলে ত্যজিব প্রাণ, যাতনা সহিতে না পারিব। ভেবে ক্ষীণ অনুশেষ, আর না সহিবে ক্লেশ প্রাণ হত্যা তোমারে দেখিব॥ বলিতে [illegible] ভূমে গড়াগড়ি

যায়, অচৈতন্য ধূলায় ধূসর। দেখিয়া উর্ব্বশী পরে তাহাকে তারে করে ধরে. অঞ্চলে ঝাড়িছে কলেবর। বলে ভূপতিরে ছ, বিজ্ঞ হয়ে কর কি, নারীর লাগিয়ে এত শোক স্থির হও হও. গোপন ভাবেতে রও একথে হাসিবে সব লোক।। শুন বচন আমার. রোদন না কর আর. তুচ্ছ নারীর হেতু কেন। আমিতো তোমারন ই, পরের প্রকৃতি হই, এ পীরিতি জল রেখ জেন।। আপন হইলে ভাই. যা করতা সাজে তাই, হয়েছিল দৈবের ঘটন। নদীবন্যা খর স্রোতে, কষ্টে ভাসি সোতে হয়ে যেন মিলন বৰ্জ্জন।। তদ্রূপ মিল রায়. বিচ্ছেদে কি চিন্তা তায়, সুখে দেশে রাজ্য কর গিয়ে। বিদায় হইনু আমি, চিন্তা দূর কর তুমি, সংসার করগে নারী লৈয়ে।। আমার আশাস আর, না করিহ শুন সার ধর্ম্ম পথে দেহ রাজা মন। না করিহ মনস্তাপ, পাদার মহাপাপ, ক্ষান্ত হও শুনত বচন।। পুনঃ বলি রায়. কর আমাকে বিদায়, মনে না করিহ কিছু অন্য। আমার পীরিত নাই, কহিনু তোমার ঠাঁই, মায়া ছিল পীরিতের জন্য।। এখন সে গেছে মায়া, কাতর দেখিয়া দয়া, হয় এই কহিনু নিশ্চয়। অতএব মহাশয় এ প্রেমেতে ফলোদয়, না হইবে রেখো না প্রণয়।। এত শুনি নৃপবর, ধরি উর্ব্বশীর কর. সরসে বিনয় করি কয়। জানিলাম বিস্তারি রয়ে, আমারে মারিতে প্রেমে, এসেছিলে ছলে হয়ে হয়।। কেবল আমার কাল, হয়ে এসেছিলে ভাল, মম প্রাণঘাতিনী অশ্বিনী। এ সঙ্কট এড়াইনু এবার বিচ্ছেদে মনু, নিশ্চয় না বাঁচিব [কামিনী।। রাজারে তুষিয়ে পরে উর্ব্বশী স্বমূর্ত্তি ধরে, দেখে দণ্ডী ধূলায় লোটায়। কহে উমাকান্ত ধীর, ক্রুর হৃদয় নারীর, উর্ব্বশী না পুনঃ ফিরে চায়।

[অশ্বিনীর শাপ বিমোচন]।

পয়ার।।

অশ্বিনী উর্ব্বশী হৈল দেখে সর্ব্ব জন। কোলাহল করিল

কৌরব সেনাগণ ॥ সভে বলে কি আশ্চর্য্য অতি চমৎকার । ভুজঙ্গী চাকঙ্গী হৈল অদ্ভুত ব্যাপার ॥ এই জন্যে লইতে কৃষ্ণের আকিঞ্চন । দণ্ডী না পারিল দিতে প্রাণ কৈল পণ ॥ এখন সভার এতে ভাঙ্গিল আশ্বাস । স্বমূর্ত্তি ধরিয়ে ঘুড়ী চলে স্বর্গবাস ভাঙ্গিল কপাল দণ্ডী বাচে কিনা বাচে । শুণে অশ্বিনী শোকে ভূমে পড়ে আছে ॥ দণ্ডিরে প্রবোধ করে আর সর্ব্ব জন । বলে রাজা উঠ২ এআর কেমন ॥ যার তারকাছে গেল শুন মহারাজ তোমার বিলাপে আর হবে কোনকায ॥ শোক না করিহ রাজা হয় মহাপাপ ॥ ক্ষান্ত হও মিছে নাহি করো মনস্তাপ ॥ এই রূপে দণ্ডিরে বুঝায়ে সর্ব্ব জন । ভূমে হৈতে উঠাইয়া পযার বসন ॥ বদনে সলিল দিয়া করিল সান্ত্বন । কোলাহলে এসংবাদ পাইল সর্ব্ব জন ॥ কৃষ্ণসেনাগণ শুনি হইল বিস্ময় । কৃষ্ণের নিকটে কহে শুন দয়াময় ॥ সংগ্রামে শ্রীহরি আর নাহি প্রয়োজন । পণ্ডশ্রম হৈল সার করে এই রণ ॥ যার জন্যে এত দ্বন্দ্ব কৈল কর্ম্ম ভোগ । সে তত্ত্ব অনর্থ হৈল সব অস্ত্র যোগ ॥ অশ্বিনী উর্ব্বশী হয়ে গেল স্বর্গপুর । মিছে আর যুদ্ধ করে কি ফল ঠাকুর শুনিয়া বিস্ময় হৈল দেব নারায়ণ । ক্ষান্ত হৈল সংগ্রাম করিয়া সব রণ ॥ জনরব হৈল ঘোরতর কলরব । রটিল পাণ্ডব যুদ্ধে হারিল কেশব ॥ দেব সেনাগণ সব হৈল পরাজয় । সন্তোষ হইল অতি ধর্ম্মের তনয় ॥ ভ্রাতৃগণ সহ বন্ধুবর্গ সঙ্গে করি । চলিলা সম্ভ্রমে রাজা যথায় মুরারি ॥ যুধিষ্ঠিরে দেখি কৃষ্ণ অতি সমাদরে । রথ হৈতে নাবি আসি নমস্কার করে ॥ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণে সম্ভাষ করিলা । ভীমার্জুন দুর্য্যোধনে আলিঙ্গন দিলা সহদেব নকুলে করিয়া আশীর্ব্বাদ । সাধু২ বলি ভীমে দিলা ধন্য বাদ ॥ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণেরে করেন বহু স্তব । দীননাথ তোমার আশ্রিত এপাণ্ডব ॥ তুমি আমাদের ধনজন কুলমান । তোমা হৈতে আমাদের সর্ব্বত্র কল্যাণ ॥ পাণ্ডবের সখা তুমি দীন

দয়াময়। তব গুণ কহিতে অনন্ত শক্ত নয়॥ রূপে নিরাকার স্থান গুণে নির্ব্বিকার। সর্ব্বময় বিশ্বরূপ আমের আধার॥ পঞ্চ ভূত ময় দেহ আধারেতে রও। ইন্দ্রিয় জীবাত্মা পরমাত্মা রূপী হও॥ রূপরস শব্দ স্পর্শগন্ধাদি সকল। সর্ব্বত্র ব্যাপিত তুমি অক্ষয় অচল॥ কে বুঝিতে পারে হরি মহিমা তোমার। কি বলিব ছার মতি কি বুদ্ধি আমার॥ নিজগুণে অনুগ্রহ কর পাণ্ডবেরে। আপদে সম্পদে রাখ সঙ্কটের ফেরে॥ আপনি সংগ্রামে হার হয়ে অপমান। ত্রিভুবনে মো সভার বাড়াইলে মান॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন ধর্ম্ম নরপতি॥ তোমাদের বিক্রম বিখ্যাত হৈল ক্ষিতি॥ মহাবলবান আজি জানিনু পাণ্ডব। ত্রিভুবন সমরে হইল পরাভব॥ বীরত্ব পৌরুষ বাড়িল নির্য্যাস। ধন্য কীর্ত্তি ত্রিভুবনে হইল প্রকাশ॥ ধর্ম্মরায় কহেন শুনহ নারায়ণ। সকলের মূল তুমি শ্রীমধুসূদন॥ ভীম হৈতে ধর্ম্ম রক্ষা হইল আমার। আমা সভা হৈতে বৃকোদর বুঝে সার॥ লজ্জা রক্ষা আর যশ বৃদ্ধি কৈলে মান। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পাপ হৈতে পরিত্রাণ॥ আমাদের বুদ্ধে না হইতো এই সব। ভীমের বুদ্ধিতে হৈল এ কীর্ত্তি কেশব॥ রাখিলে ক্ষাত্রয় ধর্ম্ম বুকে মর তাই। ভীমসম ভাই যেন জন্মে২ পাই॥ এইরূপ যুধিষ্ঠির প্রধান পাণ্ডব ভীমেরে প্রশংসি সব করে বহু স্তব॥ সকলে হইল হর্ষ তুষ্ট নারায়ণ। উর্ব্বশী আইল কৃষ্ণ সমাখে তখন॥ গলায় অঞ্চল দিয়ে কৃতাঞ্জলি করি। স্তব করে সবিনয়ে ইন্দ্রের অপ্সরী॥ উমাকান্ত কয় শুন সর্ব্বজন। অষ্টোত্তর শত নাম করিছে স্তবন

শ্রীকৃষ্ণের শত নাম স্তব॥

করুণাময় কেশব কৈটভারে। কেশিবংশ বিনাশন হে মুরারি মধুসূদন বামন কৃষ্ণ হরে॥ যদুবংশ তিলক মুকুন্দ শৌরে। যশোদাসুত যাদব মাধব হে। ব্রজবল্লভ বল্লভ বল্লবী হে॥

গোপী গোপ জন প্রতিপালক হে। গোপীকান্ত গোপেশ্বর বালক হে॥ গোপাল গোবিন্দ গিরিধারণ। ভুবন ত্রয় পাবন হে তারণ॥ হে কাপন বেহারি মুরালী ধারি। গোকুলেশ্বর বৎসব কান্ত কারি॥ পরমেশ পুতনা বিনাশন হে। জগদীশ যমত্রাস শাসন হে॥ তৃণা বর্ত্ত প্রলম্ব ধেনুক হর। মধু শংখা-সুর নাশ দামোদর॥ হে অনাথ বন্ধু ব্রজতারণ হে। রাধা কান্ত নরক নিবারণ হে॥ নটবর জলধর শ্যামল হে। গোপী মনোহর নীল কমল হে॥ করুণাকর অনাদি নায়ক হে। জগ ন্নাথ স্বচ্ছ জলশায়ক হে॥ নরসিংহ জনার্দ্দন তারক হে। মীন কূর্ম্ম বরাহ ভূধারক হে॥ হে হৃষীকেশ পীতাম্বর নারায়ণ। হে রাসবেহারে রস পরায়ণ॥ ত্রিভুবন মোহন হে ত্রাণ কর। হে কালীয় বিষধর দর্পহর॥ ভগবান ভবাব্ধি তরণে তরি। মন্মথ মথন শ্রীহরি॥ মথুরা মোহন জন রঞ্জন হে। শ্যাম সুন্দর দলিত অঞ্জন হে। বাসুদেব গদাধর বিশ্বগতি। কমলাক্ষ ক । ষ্ণ কমলা পতি॥ রমাকান্ত কৃতান্ত নিবারণ হে। শ্রীনিবাস শ্রীনাথ শ্রীবারণ হে॥ বনমালী ভৃগুপদ ধারক হে। কারণাকরণ ভব পারক হে রাধি কেশ উপেন্দ্র সুদর্শন হে। বিধি বন্দনীয় গরুড়াশন হে। কমলাক্ষ বিপক্ষ বিনাশন হে। ভুবনেশ্বর সরসীরুহাসন হে॥ গোকুলেশ্বর হে প্রিয় নাথবর। গোপালক অকিঞ্চনে ত্রাণ কর। ত্রিদশেশ্বর লজ্জা নিবারণ। উমাকান্তে প্রাণান্তে নিস্তারণ হে॥

উর্ব্বশীর কৃষ্ণ প্রতি স্তুতি॥

পয়ার॥

স্তব শুনি উর্ব্বশীরে কহেন কেশব। কি জন্যে আমারে তুমি কর এত স্তব॥ আমিতো তোমার প্রতি না হই ক্রোধিত। লইতে অশ্বিনী ছিল বাসনা কিঞ্চিৎ॥ সে চিন্তে হইল দূর [illegible] বচন। তবে কি স্বধামে যাও হইলে মোচন॥ এত শুনি উর্ব্ব

কৃষ্ণের প্রতি কয়। এক নিবেদন মোর রাখ দয়াময়॥ আমারে সদয় যদি হইলে মুরারি। তবে আর দণ্ডিরে দণ্ডো না বংশীধারী॥ মোর জন্য শক্রতা হইল সঙ্গে তার। আমি ত্যাগ কৈনু বধ না করিহ আর॥ প্রবোধিয়া হরি পুন উর্ব্বশীরে কয়। চিন্তা নাই দণ্ডিরাজে দিলাম অভয়॥ পরম সন্তোষ চিত্ত হইলাম আমি দুর্ব্বাসার শাপেতে যে মুক্ত হলে তুমি॥ উর্ব্বশী কহিছে প্রভু তুমি মূল তার। এ সঙ্কটে মুক্ত করে হেন কেবা আর॥ দুর্জ্জয় মুনির শাপে বর নিরূপণ। কার সাধ্য অষ্ট বজ্র করিতে মিলন॥ দীন দয়াময় হরি তোমার কৃপায়। দুর্ব্বাসার শাপ প্রভু ত্যজিল আমায়॥ অনাথ বল্লভ মধুসূদন মাধব। ত্রিভুবন মিলি যুদ্ধ কৈল অসম্ভব॥ প্রণতপালক তুমি আমার কারণ। করিলে অদ্ভুত রণ লৈয়ে ত্রিভুবন। বুঝিলাম দীন প্রতি দয়াময় বটে। স্মরণে ও নাম প্রভু উড়ায় সঙ্কটে॥ যশ কীর্ত্তি প্রকাশ করিলে নারায়ণ। মহিমা রাখিলে নিজ শ্রীমধুসূদন॥ মহিষাসুর রক্ত বীজ শুম্ভ আদি করি। সংগ্রাম বিনাশ করিলেন মহেশ্বরী॥ তারক ত্রিপুর বাণ রাবণের রণ। এই যুদ্ধ সহ কারো না হয় গুজন॥ দেবাসুর যক্ষ রক্ষ পক্ষ বিদ্যাধর। অপ্সর কিন্নর নদ নদী নাগ নর॥ রাক্ষস বানর গিরি গন্ধর্ব্ব চারণ। পিশাচ সমুদ্র আর গ্রহ তারাগণ॥ অবনী অরণ্য আর বনচর গণ। চরাচর মহিষ শার্দ্দুল পঞ্চানন॥ গণ্ডার ভলক বরা মৃগ কৃষ্ণসার। সেল্লাকস বন রুহ সরভ গান্ধার॥ শশকী শালকী আর গন্ধ মৃগগণ। একত্র মিলিয়া কভু না হইল রণ॥ অদ্য যেন যুদ্ধ কৈলে দেব গদাধর। হয় নাই হবে নাই এমন সমর॥ আমি দীনা অপরাধী হৈনু ও চরণে। ক্ষম প্রভু দয়াময় কৃপাবলোকনে॥ শুনিয়া কহেন হরি উর্ব্বশীর প্রতি। বিদায় করিনু দোষ না হক্ক সতী॥ তোমারে প্রসন্ন আমি হৈনু অতিশয়। তোমা হৈতে মোর বাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয়॥ পরিতোষে উর্ব্বশীরে করিলা বিদায়

প্রণাম করিয়ে বেশ্যা চলিল ত্বরায় ॥ কবি উমাকান্ত কহে শুন সর্ব্বনর। করেন বিবিধ রঙ্গ কাম অতঃপর ॥

সর্ব্বজন প্রতি কন্দর্পের বাণ ক্ষেপণ।

ত্রিপদী ॥

উর্ব্বশী হয়ে বিদায়, অমর নগরে যায়, দেখিয়া কন্দর্প ভাবে মনে। আমি নাম ধরি কাম, কোন কর্ম্ম করিলাম, পরাজয় হইলাম রণে ॥ করি রঙ্গ অতঃপর, প্রহারিয়া পঞ্চ শর, মহত্ত্ব বাড়াব আপনার। সকলে হারাবে জ্ঞান, হইবে উন্মত্ত প্রাণ, হরিব মানস সভাকার ॥ এতেক ভাবি অতনু, ধরিয়া কুসুম ধনু প্রকাশ করিল পঞ্চ বাণ। শরাঘাতে সর্ব্ব জন, অস্থির হইল মন, হত লজ্জা ভয় ধর্ম্ম জ্ঞান ॥ কিবা রঙ্গ হায়২, উর্ব্বশী ধরিতে যায়, বুদ্ধিশুদ্ধি হৈল দূরতর। কন্দর্পের এই নীত, হানে শর যথোচিত, সকলে হইল দিগম্বর ॥ শিবের শুনহ হাল, খসে পড়ে বাঘছাল, এলাইল জটা জলভাল। কম২ গঙ্গা ধ্বনি, কণ্ঠেতে ফোঁপায় ফণী, ছিঁড়িয়া পড়িল হাড়মাল ॥ আঁখি করে ঢুলং, কাণে ধতুরার ফুল, বাউল হইল কাম শরে। উর্ব্বশীর পিছে ধায়, শঙ্কর ধরিতে তায়, ভয়ে বেশ্যা পলায়ন করে ॥ বিধাতা জ্ঞান হারায়, হইল পাগল প্রায়, ধায় ধাতা ধরিতে উর্ব্বশী। আর যত দেবগণ, সবে হইল উচাটন দেখিয়া সকম্পিত রূপসী। লজ্জা গেল শরাঘাতে কেহ পিতা পুত্র সাথে, রঙ্গ করে উন্মত্ত হইয়া। পিতা পুত্রেরে দেখায়, ঐ যে উর্ব্বশী যায়, ধর২ ত্বরায় যাইয়া ॥ দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠির, ভীমার্জুন কর্ণ বীর, সহদেব নকুল বিদুর। ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য কৃপ, আর আর যত নৃপ, সবে জ্ঞান হারায় প্রচুর ॥ বসন ভূষণ ছাড়ি, উর্ব্বশীরে তাড়াতাড়ি, করে অতি মাতিয়া মদনে। ক্ষান্ত নাহি কোন ক্রমে, পুরুষেরে নারী ভ্রমে, ধরিবারে যায় আকর্ষণে ॥ কেহ করে হায়২, হুতাশে

প্রাণ সখায়, যার প্রাণ উর্ব্বশী বিহনে। কিছু নাহি লাগে ভাল, বায় হইল কাল', কি রূপে মিলিব ওর সনে॥ নাহি মানে হিতাহিত, গেল নীত সমুচিত, বিপরীত হল একি দায়। বি ক্ষণে আইল দণ্ডী, সবার জীবন দণ্ডী, দেখা দিয়ে ভুঃঙ্গিণী যায়। যতুব শংআদি সবে, উন্মত্ত হইয়া তবে, ভ্রমিতেছে নারী অন্বে যায়ে। কন্দর্পের দেখি রঙ্গ, রঙ্গ নাথ ভ্রুভঙ্গ, কহিলেন ঈষৎ হাসিয়ে॥ কন্দর্পে ডাকিয়া কন, ধনুঃ২ শরাসন, আর কেন কর শম্বরণ। তোমার বৈভব যত, বিস্তারিয়া কব কত, এড়াইতে নারে কোন জন॥ কে জানিবে তব রঙ্গ, শঙ্করের তপ ভঙ্গ করেছিলে আপন প্রতাপে। এখন প্রকাশ তনু, যখন না ছিল তনু তখনি এড়ায় কার রূপে॥ রাখহ বচন মোর, আর কন কর জোরঃ তুমি ছাড়া নহে কোন দেহ। তব অব্যর্থ সন্ধান ফুলধনু পঞ্চবাণঃ অচিন্ত্যরূপেতে নাহি কেহ॥ শ্রীকৃষ্ণের নিবারণেঃ মীনকেতু হর্ষ মনেঃ সম্বরণ করিলেন শর। তার পর নারায়ণ সকলের প্রতি কনঃ বোধিগতে প্রবোধ উত্তর॥ কেহ তাহা নাহি মানেঃ পান উর্ব্বশীর সনেঃ দেখি হরি হইলা বিস্ময়। ভাবে এহি চমৎকারঃ এক্ষে উপস্থিত আরঃ কোন জন শান্ত নাহি হয়। ব্যস্ত হৈল স্বর্গ কেশঃ করিতে নারেন শেষঃ মনে চন্দেন অশেষ। ঋষি উমাকান্ত কয়ঃ কেহ নাহি স্থির হয়ঃ শুন রঙ্গ লইয়া অহেস্থ

পয়ার॥

কৃত্তিবাস উর্ব্বশীরে ধরিবারে যায়। নারায়ণ দুঃখে নিবারিতে নারে তায়। কামমত্ত বিশ্বনাথ হইল উলঙ্গ। উপস্থিত ক্ষীর নিধি মথনের রঙ্গ॥ মোহিনী দেখিয়া যেন মত্ত হয়েছিল। উর্ব্বশী দেখিয়া আজি তদ্রূপ হইলা॥ পলায় উর্ব্বশী হর না পারে ধরিতে। অতঃপর লিঙ্গবৃদ্ধি লাগিল করিতে॥ উন্মত্ত হইল শিব কামে অচেতন। উর্ব্বশীর পাছে২ যায় পঞ্চানন। রঙ্গে রঙ্গ সাঙ্গ সব ভূত প্রেতগণ। শঙ্করের সঙ্গে নৃত্য করে

সর্ব্ব জন ॥ নন্দী ভৃঙ্গী নাচে বাজাইয়ে গাল । বাজায় পিনাক শিঙ্গা কাল মহাকাল । রবাব ডম্বুর ডম্ফ করতাল কাসি । বাজাইয়া নাচে রুদ্র ভৈরব সন্ন্যাসী ॥ দেখিয়া সভয়ে কাঁপে ইন্দ্রের অপসরী । কৃষ্ণের নিকটে আসি পড়িল সুন্দরী ॥ বলে প্রভু রক্ষা কর গেল মোর প্রাণ । শঙ্করের সন্মুখে নাহিক পরিত্রাণ ॥ সমুদ্র মথন হতে এবে হৈল বাড়া । একে আর বেদ শাস্ত্র তন্ত্র ছাড়া ॥ তাহাতে একেন ব্যস্ত হৈলা গৌরীকান্ত । এবার নিস্তার নাই স্বরূপে অশান্ত ॥ আশ্বাস করিয়ে হরি উর্ব্বশীরে কয় । স্থির হও নাহি কর ভয় ॥ এত ভাবি নারায়ণ করিলা মন্ত্রণা । শঙ্করী দ্বারায় শিবে করাবে সান্ত্বনা ॥ ডাকিলেন অভয়ারে দেব চক্রপাণি । কহিলেন কর শান্ত শঙ্করে শিবানী ॥ প্রকৃতি ব্যতীত আর কে নিবৃত্ত । সঙ্কটে রাখ এবার শঙ্কর প্রকৃত ॥ হরির বচন শুনি হাসে হৈমবতী । একি রঙ্গ আবার হইল যদুপতি ॥ হাসি পায় দেখে রঙ্গ কন নারায়ণে । সেই রস হৈল যেন সমুদ্র মথনে । এক্ষণে উপায় শুন শ্রীমধুসূদন । যে রূপে করিব শান্ত দেব ত্রিলোচন ॥ বিদায় হইয়া আমি চলিনু এখন । শঙ্করের কন্দর্প করিতে নিবারণ ॥ ব্যগ্র হয়ে নারায়ণ শঙ্করীরে কয় । ত্বরা করি যাও মাতা বিলম্ব না সয় ॥ তবে তারা ত্বরায় শিবের কর ধরি । রম্যক পর্ব্বতে উত্তরিলা সঙ্গে করি ॥ বিহারে আসক্ত চিত্ত হইলা তখন । হেথা রঙ্গ চমৎকার অদ্ভুত বর্ণন ॥ উর্ব্বশীর রক্ষা হেতু জগৎ তারণ । অনায়াসে বিশ্বরূপ করিলা ধারণ ॥ ত্রিভুবন ব্যাপিত হইল সে একরূপে । সংহরণ জগৎ করিল লোমকূপে ॥ সুরাসুর নর আদি সব নারায়ণ । নিজ দেহে সকল করিলা সংস্থাপন ॥ দেখিয়া উর্ব্বশী হৈল হরষিত অতি । বিশ্বরূপেতে কৈল কেশবেরে স্তুতি ॥ সকলে বাহির হয়ে কৈল তার পরে । লজ্জিত হৈয়া সবে কৃষ্ণে স্তব করে ॥ যুধিষ্ঠির পরমানন্দ যুক্ত হয়ে । কৃষ্ণেরে সম্ভাষে দাণ্ডিরাজা সঙ্গে লয়ে ।

যাহার কারণে হরি হৈল এ প্রকার। আনিয়াছি তারে কর যা ইচ্ছা তোমার॥ শুনিয়া কহেন যুধিষ্ঠিরে নারায়ণ। আর মোর দাণ্ডেরে নাহিক প্রয়োজন॥ অশ্বিনীর জন্যে হৈল এতেক বিবাদ অশ্বিনী উর্ব্বশী হৈল ফুরাইল সাধ॥ ভয় নাই মহারাজা শুনহ বচন। আমার আশ্রিত হে তোমরা পঞ্চ জন॥ পাণ্ডবে প্রশংসা করি অখিলের পতি। কহিছেন প্রিয় ভাবে অমরের প্রতি॥ দেখ দেখি সকলে পাণ্ডব জন। শুদ্ধসত্ত্ব গুণান্বিত ধর্ম্মপরায়ণ॥ আমি হেন বন্ধু ভেদ না করিল খেদ। পরমার্থ রত ধর্ম্ম না করে বিচ্ছেদ॥ রাখিলে শরণাগতে করি প্রাণপণ। বিক্রমে জিনিল মোরে সহ ত্রিভুবন॥ নর হয়ে অমর জিনিতে কেবা পারে। পাণ্ডব হইল জয়ী ধর্ম্ম অনুসারে॥ ধর্ম্ম রক্ষা করিল পাণ্ডব পঞ্চ জন। এ সংগ্রাম জয়ী হৈল ইহার কারণ॥ পুরাণে লিখিত আছে শুনি পূর্ব্বাপরে। ধর্ম্মকে যে রাখে ধর্ম্ম রক্ষা করে তারে পরম ধার্ম্মিক পাণ্ডুপুত্র শান্ত দান্ত। এ হেতু পাণ্ডব জয়ী কহে উমাকান্ত॥

শ্রীকৃষ্ণ অমর সৈন্যাদি বিদায় করেন এবং কুন্তীকে পাণ্ডব সমর্পণ করি বিদায় হন॥

ত্রিপদী॥

অপসর কিন্নর, দানব অমর, রাক্ষস বানর নরে। ইত্যাদি সকল, বিনয়ে কৌশল, কেশব বিদায় করে। সবে তুষ্ট হৈয়ে, কৃষ্ণে প্রণমিয়ে, চলে সবে নিজধাম। যদুবংশ সবে, সঙ্গে করি তবে, দ্বারকা চলিলা রাম॥ ভাঙ্গিল উদ্যম, রুধির কর্দ্দম, হৈল কুরুক্ষেত্র মাটি। শৃগাল কুকুর, ছিল ক্ষুধাতুর, রক্ত করে চাটাচাটি পাণ্ডবের সঙ্গে, রস রঙ্গে রঙ্গে, চলিলা দ্বারকানাথ। পুলকিত অঙ্গে, রহস্য প্রসঙ্গে, গেলা কুন্তীর সাক্ষাৎ॥ অতি কুতূহলে, পিসি বলে, ডাকিলেন নারায়ণ। সহিত গান্ধারী, আইলা পাণ্ডব নারী, কৃষ্ণ বন্দিলা চরণ॥ কহে ওগো পিসি, দেখ দেখি

পিছে পাছে ফিরে চাও। বলে গোবিন্দ যাহা, করে এবে তাঁহা, তব পুত্রগণে দেও ॥ তোমার যে ভয়, ছিল এ বিষয়, সে ভয়তো নাহি আর। শুনে ভোজকন্যা, বলে ধন্য ধন্য, কৃষ্ণ বাপ ধন আমার। তোমার বালাই, লয়ে মরে যাই, কত গুণ বাছা ধর। সদা সুখী হও, কুশলেতে রও, সুখেতে সংসার কর ॥ পাণ্ডবেরা মোর, চরণেতে তোর, দাস হৈল জন্মাবধি। সে বারে তোমায়, পাণ্ডব সভায়, রাজ্যেশ্বর হয় যদি ॥ আয় কোলে করে, ওরে প্রাণ হরি, চুম্বল করি শ্রীমুখ। আপিত জীবন, সুস্থ হক মন, পিসি বল যাক দুঃখ ॥ কন নারায়ণ, কুন্তারে তখন, পিসি দোষ মোর নাই। এক্ষনে আমায় করোগো বিদায়, বারে কদ্বারকা যাই ॥ শুনি কুন্তী কয়, বিশীর্ণ হৃদয়, বদনে না সরে বাক। ক্ষণেকের পরে, কহে মধুস্বরে, যাবে কেন কৃষ্ণ থাক। অতি অনাথিনী, পরম দুঃখিনী, কুন্তী পিসি কৃষ্ণ তোর। দেখ বাছাধন, থাকিতে কি মন, হয় নাহি কাছে মোর ॥ শুনে কৃষ্ণ কন, এ আর কেমন, কাহলে পিসি এমন। জেনো ওগো সার, আমি যে তোমার, কাছে না আছি কখন॥ শুনি কুন্তী কয়, যাও দয়াময়, কিন্তু দেখ রৈনু একা। থাকিবা না থাক, মনে মাত্র রাখ, বিপদে দিওরে দেখা ॥ নমস্কার করি, চলিলেন হরি, তুষিয়ে পাণ্ডবগণে। যে জন যেমন, তাহারে তেমন সম্ভাষি প্রিয় বচনে ॥ গরুড়েতে ভর, করি গদাধর, উপনীত দ্বারকায়। রুক্মিণীরে গিয়া, সব বিস্তারিয়া, কহিলা যাদব রায় ॥ শুনে সতী অতি, হৈয়ে হৃষ্টমতি, বসিল কৃষ্ণের বামে। রস রঙ্গে অতি, যুবক যুবতি, বিরাজে দ্বারকা ধামে ॥ হেথা যুধিষ্ঠির, পুলকে শরীর, তুষে রাজা দুর্য্যোধনে। করিল বিদায়, রাজা সবে যায়, লয়ে নিজ সেনাগণ ॥ যত রাজাগণ, হৈয়ে হর্ষমন, নিজ রাজ্য চলে সবে। দুর্য্যোধন আসি, পিতারে সম্ভাষি, সম্বাদ কহিল তবে ॥ শুনি অন্ধরায়, আলিঙ্গন

তার. দিলা অতি কুতুহলে। তবে সুখে রাজা, লয়ে নিজ প্রজা, বাহিরে বৈসে কৌশলে ॥ দণ্ডী নররায়, আনন্দিত কায় ভীমে করে বহু স্তুতি। ঘোরতর দায়, রাখিলে আমায়, প্রাণ দিয়ে মহামতি ॥ বিদায় হইব, স্বরাজ্যে যাইব, করিগে রাজ্য-রক্ষণ ॥ উমাকান্ত কবি, গুরুপদ সেবি, কহে দণ্ডী উপাখ্যান ॥

শুকদেবের প্রতি পরীক্ষিতের প্রশ্নজিজ্ঞাসা ॥

পয়ার ॥

উত্তরা তনয় শুকদেব প্রতি কন। কহিলে আশ্চর্য্য লীলা করিনু শ্রবণ ॥ কৃষ্ণ পাণ্ডবের যুদ্ধ অতি চমৎকার। গুরু তত্ত্ব রহস্য পরম তত্ত্ব সার ॥ কহিলে শ্রীভাগবত ক্রমে বিস্তারিত। আদ্য অন্ত কৃষ্ণ লীলা ব্যাসের রচিত ॥ পবিত্র হইল কায়া মন বুদ্ধি জ্ঞান। ব্রহ্মশাপ হৈতে গুরু কৈলে পরিত্রাণ ॥ ভাগবত মধ্যে নাহি এতত প্রকাশ। কোন পুরাণেতে আছে এই ইতিহাস পরে রাজা যুধিষ্ঠির কৈল কি প্রকার। সন্দেহ ঘুচাও কহ করিয়া বিস্তার ॥ শুকদেব কহেন শুনহ পরীক্ষিত। সকল পুরাণে ইহা হয়তো ব্যাপিত। বৃহৎ কূর্ম্ম পুরাণেতে আছয়ে আভাষ। কহিনু তোমারে ব্যক্ত করে ইতিহাস ॥ পাশক্রীড়া করিয়া শুনহ পরীক্ষিত। পণে হারি বনে গেলা দ্রৌপদী সহিত। বৎসরেক অজ্ঞাত বিরাটে করিবাস। পরে রাজ্য লইতে হইল অভিলাষ ॥ ইন্দ্রপ্রস্থ হৈতে যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম রায়। এসেছিলা পরিবার সহ হস্তিনায় ॥ বুঝাইতে কুরুপতি রাজা দুর্য্যোধনে। রাজ্য হেতু জ্ঞাতি দ্রোহ বিরোধ কারণে ॥ ইতিমধ্যে এই রঙ্গ হৈল উপস্থিত। জয়ী হৈল ত্রিভুবন শুন পরীক্ষিত ॥ বহু বুঝাইল যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনে ঘরে ঘরে বিরোধের সমতা কারণে ॥ কোনমতে না শুনিল কুরুরায়। ধর্ম্ম রাজা ইন্দ্রপ্রস্থে গেল পুনরায় ॥ কত চিন্তা করি কৈল বীরত্ব প্রকাশ। পরে আসি কুরুবংশ করিলা বিনাশ ॥

রাজা হৈয়া অশ্বমেধ রাজসূয় করি। সকায়েতে স্বর্গ গেলা ধর্ম্ম অধিকারী ॥ শুনি পরীক্ষিত কহে একি মুনিবর। শ্রবণে আমার হৈল সন্দেহ বিস্তর ॥ শুনিয়াছি রাজসূয় যজ্ঞ আগে হয়। শিশুপাল দন্তবক্র জরাসন্ধ ক্ষয় ॥ তার পর পাশায় হারিয়া পঞ্চজন। দ্রৌপদী লইয়া গিয়াছিল দ্বৈতবন ॥ ইতিহাসে কহিলে হে দুর্ব্বাসা পারণ। রক্ষা কৈল পাণ্ডবেরে জগৎ তারণ ॥ ইহাতে আমার বোধ হয় মুনিবর। দণ্ডী উপাখ্যান বুঝি অরণ্যের পর ॥ তাহা হৈলে তবু বহু স্থানে দোষ হয়। শিশুপাল জরাসন্ধ যুদ্ধের সময় ॥ দণ্ডির শরণ হেতু পর্য্যটনে আর। নানা স্থানে নানা মতে হয় ফের ফার ॥ যদি বল দণ্ডি পর্ব্ব হয়েছিল আগে। তবে শুক দুর্ব্বাসা পারণ নাহি লাগে ॥ অতএব আমার সন্দেহ অতিশয়। বিস্তারিয়া কহ যেন না রহে সংশয় ॥ বৃথা কাল ভ্রমঃ ক্রমে হয় জীবনান্ত। ভাবে ভবে ভগবান কহে উমাকান্ত ॥

পরীক্ষিত প্রতি শুকদেবের প্রশ্ন কথন ॥

পয়ার ॥

পরীক্ষিত মহীপালে শুকদেব কয়। মহারাজ ইহাতে না করিহ সংশয় ॥ পূর্ব্বে কহিয়াছি প্রায় করিয়া প্রকাশ। পুনঃ বিস্তারিয়া কহি শুন হে নির্য্যাস ॥ বিরাটের পর হয় দণ্ডি বিবরণ। ইহাতে নাহিক দোষ শুন হে রাজন ॥ তবে জরাসন্ধ শিশুপাল নাহি রয়। কুর্ম্ম পুরাণেতে তার আছয়ে নির্ণয় ॥ অশ্বমেধ পরে রাজসূয় যজ্ঞ হয়। তার পর স্বর্গে গেলা পাণ্ডুর তনয় ॥ ভারতের মতে নহে একপ বর্ণন। আগে রাজসূয় জরাসন্ধের নিধন ॥ অতএব মহারাজ না হও ভাবিত। কোন মতে নাহি দোষ ইহাতে কিঞ্চিৎ ॥ পরিক্ষীত কহে হৈল সংশয় নৈরাশ। এক প্রশ্ন আর আছে শুনিতে প্রয়াস ॥ কহ বিস্তারিত করি ওহে তপোধন। এক প্রশ্ন নানা মত এ আর কেমন ॥ কোনমতে রাজ

শুয় যজ্ঞ হয় শেষ ॥ আগে কোন মতে হয় না বুঝি বিশেষ ॥ শুকদেব কহে শুন২ মহাশয় ॥ কল্পভেদে দোষ নাহি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই যে এখন। আর কি কখন নাহি হয়েছে এমন ॥ হয়ে বয়ে গেছে হেন যুগ কতবার। কে বলিতে পারে বল নিরূপণ তার ॥ কোন কল্পে এইরূপ হইয়া থাকিবে। নহিলে পুরাণে ব্যাস কি হেতু লিখিবে ॥ পুরাণ পুরাণকর্ত্তা প্রতি দোষ লেশ। নাহি দিও কুরুবংশ তিলক নরেশ ॥ কল্পভেদে পুরাণের এইমত ভেদ। ইহাতে নাহিক হয় অযথার্থ বেদ ॥ অতএব ভূপতি সংশয় নাহি কর। ঈশ্বরেচ্ছা নিরঙ্কুশা এ নহে বিস্তর ॥ শুনে পরিক্ষীত কাছে শুকদেব প্রতি। সন্দেহ ঘুচিল হৈল সুনির্ম্মল মতি ॥ কৃষ্ণের গুণের কথা কে বলিতে পারে কখন কেমন ভাবে রাখেন কাহারে ॥ কি হবে উপায় কিরূপেতে হব পার। অদ্য প্রভু জীবনান্ত দিবস আমার ॥ শুকদেব কন কেন চিন্তা কর আর। শুনিলে পুরাণ তত্ত্ব ভয় কি তোমার ॥ তোমার রক্ষক যবে শ্রীমধুসূদন ॥ তোমারে জননী গর্ভে রেখেছে যে জন ॥ ভাবনা কি তুমি বট সম্পত্তি তার। হেলায় হইবে রাজা এ ভয়ে উদ্ধার ॥ অভিমন্যুর পুত্র তুমি অর্জুনের নাতি। অর্জুনের রথে হরি আপনি সারথি ॥ পরনারায়ণ শেষ তব শুন মহারাজ। অদ্য পরিপূর্ণ কাল কিছু নাহি ব্যাজ ॥ আমার বচন রাখ না করিহ ত্রাস। জলপান কর সপ্ত দিন উপবাস ॥ পরীক্ষিত কহে গুরু না কহিও আর। ক্ষুধা পিপাসা দূরতর গিয়াছে আমার ॥ যার জন্যে করিনু বিপ্র অপমান। বিজ্ঞ হৈয়া কেন হেন কহ মতিমান ॥ অতএব সে জল আর না করিব পান। পিপাসায় এ প্রাণ করিব সমাধান ॥ এখন তক্ষক কেন না আইল হেথায়। সদা ভয় ব্রাহ্মণের শাপ পাছে যায় ॥ শুকদেব কহে [illegible]ভাবিও মহাশয়। আসিবে তক্ষক ইহা নাহিক সংশয় ॥ [illegible]রে পরীক্ষিত আছেন বসিয়া। রেখেছে রাজাকে তথা

[illegible] প্রজারা। সজল
[illegible]

জন্মেজয়ের রাজ্যাভিষিক্ত নীতিশিক্ষা ।।

ত্রিপদী ।।

জাহ্নবী মৃত্তিকা গায়, লেপেন তখন রায়, তাহাতে লিখিয়া হরি নাম। হৃদয়ে কৃষ্ণ ভাবনা, করি বিষ্ণু আরাধনা হরি গুণ গায় গুণধাম।। আইল বিপ্রের ঘটা, কপাল যুড়িয়া ফোটা, শুভ্র বস্ত্র পরিধান। কার হাতে আশাবাড়ি, কারবা দীর্ঘল দাড়ি, স্কন্ধে শোভে দোবজা উত্তরী ।। কার গলে মৃগছাল, স্ফটিক রুদ্রাক্ষ মাল, কার গলে তুলসীর মাল। অভীষ্ট চিন্তায় মগ্ন চরণে পাদুকা ভগ্ন শিরে শোভে দীর্ঘ জটাজাল।। করি বেদ উচ্চারণ আইল ব্রাহ্মণগণ, আশীর্ব্বাদ করিতে রাজায়। দিলা সবে জয়২, যোগীন্দ্র মনন্দী চয়, প্রেমানন্দে বসিলা সভায় জন্মেজয় পুত্রে রায় রাজ্যভার দিল তায়, বেদবিধি মত আচরিয়ে। জন্মেজয় কেন্দে বলে, পিতার চরণ তলে, যাও তাত কি কর্ম্ম করিয়ে।। আমি অতিশিশু মতি, নাহি জানি রাজনীতি কি হইবে তোমার অভাবে। জাতি লজ্জা কুল মানে, ভস্ম হবো ধনে প্রাণে, বৃথায় এ রাজ্য সব যাবে ।। বলিতে২ তার বাক্য নাহি সরে আর, শোকাকুলে ধূলায় পাড়ল। অতি উচ্চ রবে কান্দে, কেশপাশ নাহি বান্ধে, দেখে রাজা কহিতে লাগল ।। না কান্দ২ বাপ কেন কর মনস্তাপ, সম্বরণ কর উঠ পুত্র। সুখে পাল প্রজা লোক, না করিহ কোন শোক শোকে হয় পাতকের সূত্র ।। তোমাদের কাল আছে, সকল হইবে পাছে, অকারণ কেন কান্দ আর। মোর অবসান কাল, উপস্থিত হইল [illegible] বল পুত্র কি হবে আমার ।। শুন পুত্র জন্মেজয়, কিছু না করিহ ভয় রাজ্য কর শুন তার নীত। কার জন্যে দেখ কার, [illegible]

বাধে নহে তার, চলে যায় শুনহ নিশ্চিত ॥ মহাজনের পথে যাবে, কোন দুঃখে নাহি পাবে, অন্য পথে না কর গমন । যখন হইবে তাপ, সাধু সঙ্গে ইষ্টালাপ, কর হবে তাপ বিমোচন পরস্ত্রী মাতার ন্যায়, ভাবনা করিবে তায়, লোভ না করিহ পর ধনে । হও পুত্র সাবধান, মানির না খণ্ডো মান, আলাপ না রেখো নীচ সনে ॥ অসতে বিরত হয়ো, সতের সভায় রয়ো, পরনিন্দা না কর কখন । সুজনের কর পূজা, দুর্জ্জনের করিছ ত্যাজ্য, বীরপনা শত্রুর সদন ॥ শঠতা শঠের সনে, সচ্ছন্দতা সরলের কাছে । বিদ্যায় বিদ্বান জনে, তুষিব লোভিকে ধনে, নীতি শাস্ত্র মতে যাহা আছে ॥ রসিকে করিব বশ, প্রকাশ করিয়া রসঃ প্রেমালাপ প্রমদার সনেঃ অন্নদাতা কল্পতরুঃ ভক্তিতে ভাবিবে গুরুঃ আদরেঃ দ্বিজগণে । প্রশংসা হইবে তবেঃ রাজ্য করি সুখে রবেঃ দুঃখ না হইবে কভু বাপ । ব্রাহ্মণের অপমানঃ না করিহ সাবধানঃ করিলে পাইবে মনস্তাপ ॥ দ্বিজে অপমান করিঃ আমি ব্রহ্মশাপে মরিঃ ইহা বুঝে চল জন্মেজয় । রেখো ব্রাহ্মণে ভক্তি অচলা রাতি মতিঃ ইষ্ট প্রাপ্তি নিত্য যেন রয় । লোক শুনে কলো তারঃ করুণা করিব আরঃ সম্প্রতি রাখহ মোর ধর্ম । কর হরি সংকীর্ত্তনঃ শুনে যুড়াক শ্রবণঃ কর বাপ সন্তানের কর্ম ॥ শুনে জন্মেজয় তবেঃ অশ্রুমুখে লয়ে সবে উচ্চৈঃ স্বরে বলে হরিঃ । বেড়িয়া রাজার কাছেঃ করতালি দিয়া নাচেঃ ভণে উমাকান্ত হরি স্মরি ॥

তক্ষকাগমন ধন্বন্তরি সমভিব্যাহারে
পথে সাক্ষাৎ কথোপকথন ॥

পয়ার ॥

হরি পাদপদ্মে মন করিয়া নিবেশ । কৃষ্ণের উত্তম শ্লোক কহিলে আবেশ ॥ কুরুবংশ চূড়ামণি রাজা পরীক্ষিত । তক্ষ

ক্ষকের বিলম্ব দেখিয়া সচিন্তিত ॥ হইল মধ্যাহ্ন কাল দ্বিতীয় প্রহর। তক্ষকে পাঠান তবে যতেক অমর ॥ ব্রাহ্মণের বেশ ধরি তক্ষক চলিল। ধন্বন্তরি তখন তা মনেতে জানিল। বলে এত বড় সাধ্য বিষধর। পরীক্ষিতে দংশিবেক আমার গোচর ॥ এত বলি ধন্বন্তরি চলে কুতূহলে। ঔষধের থলি লইলেন কক্ষতলে ॥ শাদা ধুতি পরিধান দোবজা উত্তরী। হেঁতালের বাড়ি করাবলম্বন করি ॥ লইলা ঈশের মূল কটির অঞ্চলে। আত্মসার করি বৈদ্য ব্যস্ত হৈয়া চলে ॥ গাত্র মাংস লোলিত প্র চীন অতি কায়। ঝুলিয়া পড়েছে ভ্রূ দৃষ্টি খর্ব্ব হয় ॥ দন্তহীন অঙ্গক্ষীণ কহে ঘন শ্বাসে। এক কথা কৈতে হৈলে চারিবারে কাসে ॥ পরীক্ষিত নৃপবরে বাঁচাতে চলিল। পথিমধ্যে তক্ষকের সহিত মিলিল ॥ ধন্বন্তরি দেখিয়া তক্ষক ভাবে ত্রাস। উৎপাত ঘটিল পথে একি সর্ব্বনাশ ॥ জিজ্ঞাসে তক্ষক তাকে কোথায় গমন। ধন্বন্তরি বলে যাব হস্তিনা ভুবন। পাণ্ডুর বংশজ্জ্বলং পরীক্ষিত নৃপবর। তারে আজ দংশিবে তক্ষক বিষধর ॥ আমি তারে বাঁচাইয়া দিব হে জীবন। পুরস্কার পাব নানাবিধ রত্ন ধন ॥ বিশেষতঃ লাভ বৃদ্ধি হবে যথোচিত। অতএব বাঁচান আজি রাজা পরিক্ষিত ॥ শুনিয়া তক্ষক ধন্বন্তরি প্রতি কয়। কি রূপে বাঁচাবে তারে কহ মহাশয় ॥ তক্ষকের বিষে দগ্ধ হয় ত্রিভুবন। রাখিতে নারিবে ফিরে যাও হে ব্রাহ্মণ ॥ শুনিয়া তক্ষকে কহে ক্রোধে ধন্বন্তরি। তবে আমি বৃথা ধন্বন্তরি নাম ধরি ॥ নারিব রাজায় যদি দিতে জীবন্যাস। তবে বৃথা তন্ত্রমন্ত্র করেছি অভ্যাস ॥ আমি হব পরীক্ষিত রাজার রক্ষক। কি সাধ্য তাহার কিবা করিবে তক্ষক ॥ ধন্বন্তরি মুখে শুনি এতেক প্রসঙ্গ। গর্ব্ব করি কহে তবে তক্ষক ভুজঙ্গ ॥ আমি হে তক্ষক এই বিপ্ররূপ ধরে। চলেছি হস্তিনা দংশিবারে নরবরে ॥ বিধাত্রে দশনে হে দ্বিজবর

করি যায়। ভস্মরাশি হয় তার চিহ্ন নাহি পায়॥ যেখান দংশিবে তুমি ভস্ম হবে পরীক্ষিত। কিরূপে বাঁচাবে মন্ত্রে বলহ নিশ্চিত॥ ধন্বন্তরি বলে ভাল এতেকি পাইবে। ভূপতি হইলে ভস্ম কেমনে বাঁচাবে॥ মন্ত্রতন্ত্র আরোপিয়া দিব প্রাণদান। পরে বিনাশিব আমি তক্ষকের প্রাণ॥ কহিছে তক্ষক আপনারে গর্ব্ব করি। বুঝিব কেমন চিকিৎসক ধন্বন্তরি॥ সম্মুখেতে বটবৃক্ষ দেখ বিদ্যমান। দংশিব ইহারে আমি তুমি দেহ প্রাণ॥ এত বলি বিষধর দংশে তরুবরে। ভস্মরাশি হৈল বৃক্ষ দেখিল গোচরে॥ দেখি ধন্বন্তরি ক্রোধে করে আস্ফালন। তন্ত্রমন্ত্র পরে কৈল আরোপণ॥ ধন্বন্তরি মন্ত্র কভু না হয় খণ্ডন। সজীব হইল বৃক্ষ পূর্ব্বের মতন॥ দেখিয়া তক্ষকনাগ হইল বিস্ময়। সভয়ে চিন্তিত ধন্বন্তরে প্রতি কয়॥ জানিনু যথার্থ গুণী তুমি মহাশয়। ফিরে গৃহে যাহ রাখ আমার বিনয়॥ ব্রহ্মশাপ হইয়াছে পরীক্ষিত প্রতি। এজন্যে দংশিব আমি শুন মহামতি॥ অতএব তোমার তথা যাওয়া মত নয়। বাঁচাইলে ব্রহ্মণের অপমান হয়॥ ধন্বন্তরি কহে পুণ্যবান সে রাজন। কেমনে দেখিব বল তাহার নিধন॥ বিশেষত আমাদের অর্থ লোভি মন। রাজারে বাঁচালে পরে পাব বহু ধন॥ শুনিয়া তক্ষক বুঝে আশয়ে আশয়। অর্থ দিয়ে মন তুষি গৃহেতে পাঠায়॥ ধন্বন্তরি গেল নিজ ঘরে হয়ে শান্ত। তক্ষক হাস্তনা চলে বলে উমাকান্ত॥

পরীক্ষিতের স্বর্গারোহণ।

হৈয়া নাগ উপনীত, যথা রাজা পরীক্ষিত, বসিয়া আছেন গঙ্গা তীরে। নয়নে দরদরিত, সলিল ধারা গলিত, দীনহীন বেশে নৃপতিরে। প্রশংসিয়া বলে ধন্য, বদরী অক্ষত ধান্য, দূর্ব্বা পুষ্পাদির যুক্ত তায়। তক্ষকের হৈল মোহ, বাহিছে নয়ন লোহ, আশীর্ব্বাদ করিছে রাজায়॥ দূর্ব্বা পুষ্প শিরে দু

কুলেতে লৈয় মনেং চিন্তে ভগবান। ভাসিল আঁখির ... বলে রাজা এই কালে, তক্ষক হইবে অধিষ্টান।। দৈবের যাহা, কে খণ্ডাবে বল অহা, মুনি বাক্য নহে অপ্রমাণ। ... তায়, কীটরূপে বাহিরায়, তক্ষক হইয়া মূর্ত্তিমান।। ... নয়ন কিবা, চতুষ্পদ দুই জিভা, তাম্র নভা দেখিতে ...। ভূপতি মস্তকে ধরে, তক্ষক দংশন করে ... কলেবর।। কুকুং বলে ডাকি, রাজা ... হয় ভস্মরাশি। সুবর্ণ বিমানে করে, বিষ্ণুধামে নৃপ ... যায় বিষ্ণু দূতে আসি।। কোলাকুল ... কান্দে ... হাহাকার রবে, ... ভূপতিরে জন্মমর। ... পাতার ... কান্দয়ে অধৈর্য্য ...।। প্রবোধ ... শুক ... পরে ... হইল ...। জন্মে ... করে পিতৃ সংস্কার, গঙ্গাতীরে করিয়া দাহন।। ... হয়ে আত, দ্বাদশাহে মহামতি ... যেমত ... করে রাজা ... করিল ... দান ধ্যান।। পরে রাজা জন্মেজয়, রাজ্য করি সুখে রয়, ... নাহিক শোক। দেব দ্বিজ গুরু ভক্ত, পরমার্থ অনুরক্ত ... সব লোকে।। হরি বল সর্ব্ব জন, ত্যজ অন্য আকিঞ্চন, ভবেতে ভাবহ হরহার। গ্রন্থ হৈল সমাপণ, দাণ্ডরাজ্য উপাখ্যান, শ্রবণ পঠনে যাবে তরি।। কৃষ্ণ পাণ্ডবের রণ, যাতে জয়ি ত্রিভুবন, পাণ্ডব হইল ক্ষিতি ব্যাপ্ত। কৃষ্ণলীলামৃত কথা, মুরহর গুণগাথা, এত দূরে হইল সমাপ্ত।। ভণে কবি উমাকান্ত, নিতান্ত কৃতান্ত, শান্ত রাধাকান্ত সার এ জনার। কর কৃপা কৃপাময় যেন আর নাহি হয়, এভাবে আসিতে পুনর্ব্বার।।

গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ।।